www.murchona.com

রেড ড্রাগন
মাসুদ রানা

এক

সকাল এগারোটা।

ঝকঝকে নতুন একটা সোনালি রোলস-রয়েস হাঁকিয়ে এল লোকটা, সামনে আর পিছনে ছয়জন করে মোট বারোজন কালো ইউনিফর্ম পরা মোটরসাইকেল রাইডার, তাদের প্রত্যেকের হিপ হোলস্টার থেকে পিস্তলের বাঁট বেরিয়ে আছে।

রানা বসে আছে তেতলায় ওর অফিস কামরায়।

ফ্লোরিডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। রানা এজেন্সির প্যারাডাইস সিটি শাখা জ্বালিয়ে দেওয়ার, এবং কুখ্যাত সংগঠন রেড ব্রিগেড ও পুলিশের আঁতাতে গড়ে ওঠা সন্ত্রাস দমন করার প্রায় বছর দেড়েক পর আবার ফিরে এসেছে ও এ-শহরে। আধুনিক স্থাপত্যরীতির কাঁচমোড়া এই তিনতলা দালান পুরোটাই ভাড়া নিয়েছে ও। নাম করা ইন্টিরিয়ার ডেকোরেটররের সাহায্য নিয়ে পছন্দমত আসবাব, রঙ ও লাইটিং দিয়ে অফিস সাজানোর কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে–বড়জোর পনেরো দিন লাগবে আর। ওর কাছ থেকে গ্রিন সিগনাল পেলেই মায়ামি থেকে হুড়মুড় করে চলে আসবে শাওন চৌধুরি ও তার দলবল।

নতুন অফিসটা বেশ পছন্দ হয়েছে রানার। খোলামেলা পরিবেশ। সীমানা প্রাচীরের ভিতর চমৎকার ফুলের বাগান। গাড়ি পার্ক করার জন্যও প্রশস্ত জায়গা রয়েছে।

দামি গাড়ি ও লোকলস্করের বহর দেখে একটু হকচকিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি গেট খুলে দিয়েছে দারোয়ান, পার্কিং এরিয়ায় ঢোকার পর

একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করে গেটের দিকে ঘুরে গেল মোটরসাইকেল আরোহীরা। তাদের মাঝখানে থামল লেটেস্ট মডেলের রোলস-রয়েস। দরজা খুলে নীচে নামল দেহরক্ষীদের প্রধান, সাবেক এক সেনা কর্মকর্তা। পিছু হটল সে, দ্রুত চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল, তারপর ব্যাকসিটের দরজাটা খুলে ভক্তি আর বিনয়ের সঙ্গে একপাশে সরে দাঁড়াল।

রোলস-রয়েস থেকে নামছে লোকটা। প্রথমে তার পা দুটো দেখা গেল, হাতির পা বলে ভুল হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। খাটো, চওড়া একজন মানুষ। নীচে নেমেই তিনতলার দিকে মুখ তুলল সে, সরাসরি দক্ষিণের শেষ জানালায় স্থির হলো তার দৃষ্টি, যেন জানে ওখানেই পাওয়া যাবে, যাকে সে চায়।

দেহরক্ষীদের পিছনে ফেলে ধাপ টপকে উঠে পড়ল চওড়া বারান্দায়, সেখান থেকে এজেন্সির রিসেপশন রুমে। রিসেপশনে কাউকে না দেখে এদিক-ওদিক চেয়ে খুঁজল দারোয়ানকে।

'কেউ নাই, সার। অফিস খুলবে পনেরোদিন পর।'

জবাবে হাসল লোকটা, সোনা দিয়ে বাঁধানো একটা দাঁত ঝিক্ করে উঠল। 'আমি বেনিডিকটাস টাসকান,' বলল সে। 'মিস্টার মাসুদ রানার সঙ্গে কথা বলব।'

'কিন্তু আমাদের এজেন্সি...'

'ওঁকে খবর দাও।'

'উনি আছেন কি না দেখছি, সার। থাকলে কী বলব ওঁকে? কী কাজে এসেছেন...'

'সেটা শুধু মিস্টার রানাকেই বলব, আর কাউকে নয়,' বলল লোকটা। কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা আছে, রাগ বা বিরক্তি নেই। 'আমি জেনেই এসেছি যে তিনি এখন অফিসে আছেন।'

গোপন স্পিকারের মাধ্যমে নীচের প্রতিটি কথা শুনতে পেল রানা। আন্দাজ করার চেষ্টা করল, লোকটা দেখতে কেমন হবে। লোকটার কণ্ঠের দৃঢ়তা আকৃষ্ট করছে ওকে।

বোকার মত লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল দারোয়ান, তারপর রিসেপশন ডেস্কে রাখা একটা ইন্টারকমের বোতামে টিপ

দিল। রানা রিসিভার তুলতেই বলল, 'সার কি অফিসে আছেন? এক ভদ্রলোক এসেছেন দেখা করতে।'

'ওঁকে রিসিভারটা দাও,' ভেসে এল রানার গম্ভীর কণ্ঠ। রিসিভার হাত বদল হয়েছে টের পেয়ে বলল, 'কে বলছেন, প্লিজ?'

'আমি বেনিডিকটাস টাসকান। মিস্টার মাসুদ রানাকে দরকার আমার।'

'আমি মাসুদ রানা,' বলল রানা। 'আমরা এখনও অফিস খুলিনি, ডেকোরেশনের কাজ চলছে। আপনার কী দরকার, প্লিজ?'

'আপনাকে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ দিতে চাই,' বলল লোকটা। 'কী কাজ, সেটা শুধু সামনা-সামনি হলেই বলা যাবে। আমাকে কি পাঁচটা মিনিট সময় দেয়া সম্ভব?'

'এখুনি মিস্তিরিরা এসে পড়বে। আপনি বরং দিন পনেরো পরে খোঁজ নিন। তখন আমরা আপনার...'

'পাঁচটা মিনিট। প্লিজ!'

'বেশ। সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসুন। তেতলার প্রথম ঘরটা।'

কষ্টেসৃষ্টে উঠে এল লোকটা তেতলায়। হাঁপাচ্ছে। রানা আন্দাজ করল লোকটার বয়স হবে ষাট-বাষট্টি। চেহারায় ল্যাটিন-আমেরিকান ছাপ স্পষ্ট। ভরাট মুখ, মাংসল, বিন্দু বিন্দু কিছু দাগ আছে। গোঁফ জোড়া বেশ চওড়া, তাতে তার উপরের ঠোঁট ঢাকা পড়ে গেছে। চ্যাপ্টা চোখ দুটো সাপের কথা মনে করিয়ে দেয়; একাধারে হাসিখুশি, সদয়, আন্তরিক; আবার সেই সঙ্গে অস্থির, সন্দেহপ্রবণ, আর বোধহয় কিছুটা নিষ্ঠুরও।

বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিল ঘুরে এগিয়ে গেল রানা, হৃদ্যতার সঙ্গে করমর্দন করে একটা গদিমোড়া আর্মচেয়ারে বসতে অনুরোধ করল ভদ্রলোককে। বেনিডিকটাস টাসকান আরাম করে বসবার পর নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল ও। মৃদু হেসে বলল, 'আপ্যায়ন করতে পারছি না বলে দুঃখিত। দারোয়ান আর আমি ছাড়া কেউ নেই অফিসে।'

'জানি,' বলল টাসকান, দৃষ্টি স্থির হয়ে রয়েছে রানার মুখে। হয়তো এই চেয়ারে অন্যরকম লোক আশা করেছিল। খানিক চুপ

করে থেকে বলল, 'আমি খোঁজ খবর নিয়েই এসেছি।'

'তাই বুঝি? তা হলে এবার বলে ফেলুন। আপনার পাঁচ মিনিটের এক মিনিট কিন্তু খরচ হয়ে গেছে।'

'বেশ,' বলে কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। 'কাজের কথায় আসছি। কিছু না, একটা ছেলেকে শুটিং শেখাতে হবে।'

'শুটিং...ক্যামেরা, না কি পিস্তল-রাইফেল চালানো?'

'শেষেরটা। শুধু রাইফেল।'

মাথা নাড়ল রানা। চোখ-মুখই বলে দিচ্ছে খুব অবাক হয়েছে ও। ভেবেছিল খুব জরুরি, কঠিন বা জটিল কোনও কেস হবে। মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল, টাইগার প্রাইভেট আইয়ের ঠিকানা দিয়ে লেমন টাইগারের কাছে পাঠিয়ে দেবে লোকটাকে। আজকাল সত্যিই খুব ভাল কাজ করছে লেমন। 'দুঃখিত,' বলল ও। 'আপনাকে বোধহয় কেউ ভুল তথ্য দিয়েছে। এখানে আমরা কাউকে কিছু শেখাই না। এটা একটা ইনভেস্টিগেটিং...'

'জানি,' রানার কথার মাঝখানে বলে উঠল লোকটা। 'আপনি কত বড় একজন শুটার, সেটা আমার জানা আছে। এক নাগাড়ে দুই বছর আপনি লং রেঞ্জ স্টিল ও মুভিং টার্গেট শুটিং প্র্যাকটিস করে নিজেকে প্রথম শ্রেণীর একজন শুটার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন—এটা নিশ্চয়ই কোন ভুল তথ্য নয়? আপনার সমকক্ষ কোনও স্নাইপার বর্তমানে গোটা আমেরিকায় আর নেই...আরও শুনতে চান?'

হাসল রানা। 'এ-সব বাড়িয়ে বলা কথা। তবু অস্বীকার করছি না, মিস্টার টাসকান, তা-তে অযথা কথা বাড়বে। আমার ধারণা, আমি মোটামুটি ভালো শুটার। কিন্তু আমি তো শুটিঙের কোনও স্কুল খুলিনি, ছোট্ট একটা ইনভেস্টিগেশন ফার্ম খুলতে যাচ্ছি। দুঃখিত।'

মাথা থেকে হ্যাটটা নামিয়ে উল্টো করল লোকটা, ভিতরে তাকিয়ে কী যেন দেখল। 'আপনারা নির্দিষ্ট একটা ফি-র বিনিময়ে কেস নেন, তাই না? এটাকেও সেরকম একটা কেস ধরে নিন না। কত ফি আপনাদের? পাঁচ হাজার? দশ হাজার? আপনাকে পঞ্চাশ হাজার দেব আমি।' হ্যাটের ভিতর থেকে চোখ তুলল এতক্ষণে।

'আমি আমার ছেলেকে কথা দিয়েছি, মাসুদ রানার মত একজন গুণী শুটার তাকে রাইফেল চালানো শেখাবে।'

ভাল আবদার তো, ভাবল রানা। মুখ না খুলে চুপ করে থাকল সে। যে কাজে পাঁচ হাজার পেলে মানুষ বর্তে যায়, সেই কাজের জন্য পঞ্চাশ হাজার ডলার কেন সাধে? কোন্ পরিস্থিতিতে?

'ত্রিশ লাখ গ্রাম্য লোকের মন যুগিয়ে চলতে হয় আমাকে, মিস্টার রানা। আমি ভেনিজুয়েলার একজন কৃষক নেতা। কাজেই আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্যের পরীক্ষায় জিততে পারবেন না।' হ্যাটটা আবার মাথায় তুলল লোকটা। হাসল। 'ঝামেলা এড়াতে চাইলে দয়া করে রাজি হয়ে যান, প্লিজ।'

'কী ধরনের ঝামেলা?' ভুরু নাচাল রানা।

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল টাসকান। 'বয়স্ক একজন রোজ এসে ঘ্যানর-ঘ্যানর করবে, এটা একটা বাজে ঝামেলা না?'

'হ্যাঁ, বাজে,' মেনে নিল রানা।

মাথা ঝাঁকাল নাছোড়বান্দা লোকটা। তারপর বলল, 'আমার ছেলেকে আমি কথা দিয়েছি।'

উঠে দাঁড়াল রানা।

টাসকান বুঝল পাঁচ মিনিট শেষ। মাথা থেকে হ্যাটটা খুলে তার ভিতরে তিন সেকেন্ড চেয়ে থাকল, তারপর ওটা মাথায় পরে উঠে দাঁড়াল।

লোকটা যে-ই হোক, ভাবল রানা, সাধারণ কেউ নয়। শরীর আর মন, দু'দিক থেকেই ইস্পাতের মত কঠিন একজন মানুষ। বেনিডিকটাস টাসকান? নাহ্, এই নাম আগে কখনও শোনেনি ও।

হঠাৎ বুড়ো দাদু হেরোন বোনানজার কথা মনে পড়ে গেল রানার। পিস্তল আর রাইফেল, দুটোতেই খুব ভালো হাত, যাকে বলে একেবারে পাকা মার্কসম্যান—ওয়ার্লড্ ক্লাস।

দাদু বোনানজা একজন স্প্যানিয়ার্ড। পরপর দু'বার অলিম্পিক-বিজয়ী মার্কসম্যান। সেনাবাহিনীতে ক্যাপটেন ছিল, অবসর নিয়ে মাদ্রিদে একমাত্র ছেলের সঙ্গে থাকত। সেই ছেলেই তাকে

আমেরিকায় নিয়ে আসে। কিন্তু আসার পর অত্যন্ত তিক্ত একটা বাস্তবতার মুখে পড়তে হয় তাকে। ছেলের মার্কিন বউ একদমই চাইল না তাদের তিনজনের সংসারে শ্বশুরও থাকুন। ওদের মেয়ে টুইংক্‌লের বয়স তখন মাত্র বারো কি তেরো।

বুড়ো বয়সে চাকরির খোঁজে এখানে ওখানে ঢু মারতে হলো দাদু বোনানজাকে। ভাঙা-ভাঙা ইংরেজি বলে কথার শতকরা পঁচাত্তর ভাগই স্প্যানিশ—এমন লোককে কে চাকরি দেবে? সবখানে বিফল হতে হতে বছর কয়েক আগে রানার অফিসে এসেছিল: দারোয়ান, নাইটগার্ড বা অন্য যে-কোনও কাজ পাওয়া যাবে কি না জানতে। ফিরে যাওয়ার সময় কপাল গুণে রানার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তার, রানা তখন ঢুকছে অফিসে। লোকটার চেহারায় হতাশার ছাপ দেখে থমকে দাঁড়াল ও। জানতে চাইল, কী চায় সে, কী নাম? বোনানজা নাম শুনেই ভুরু জোড়া কপালে উঠল রানার। চিনে ফেলেছে সে গোল্ড মেডালিস্টের চেহারা। তবু নিশ্চিত হওয়ার জন্য জানতে চাইল, 'হেরোন বোনানজা?'

চমকে উঠল বুড়ো। মাথা নেড়ে চলে যাচ্ছিল, ওর একটা হাত ধরে ফেরাল রানা।

'আমার ওই পরিচয় আমি দিতে চাই না, সেনিয়র।'

'ঠিক আছে, দাদু, পরিচয় দিয়ো না, গোপনই থাক,' চোস্ত স্প্যানিশে বলল রানা। 'কিন্তু আপাতত এসো তো আমার সঙ্গে, দেখি তোমার কোনও ব্যবস্থা করা যায় কি না।'

এজেন্সির সবাই অবাক। রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে বুঝল দাদু, না ঠাট্টা নয়। এ-মানুষ কারও দুর্দশায় হাসবার লোক নয়। রানার পিছু নিয়ে ওর এয়ার-কন্ডিশন্ড অফিস কামরায় গিয়ে ঢুকল, দাদু—এবং জড়িয়ে গেল রানার মায়াজালে।

প্রথমেই পাশের হোটেল থেকে খাবার এনে খেয়ে নিল ও দাদুকে সঙ্গে নিয়ে। তারপর কফির কাপে চুমুক দিয়ে পেশ করল তার প্রস্তাব।

'এই বয়সে আর কী চাকরি করবে? এসো, দাদু, আমরা দুজন মিলে পার্টনারশিপে একটা শুটিং স্কুল খুলি।'

'শুটিং স্কুল তো অনেক ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপার। আমি টাকা কোথায় পাব, ভাই?'

'তুমি তো ওয়ার্কিং পার্টনার! ফাইনান্স করব আমি, তোমার স্লিপিং পার্টনার। সাগর পারে দারুণ একটা স্পট দেখলাম সেদিন, হাইরোড থেকে আট-দশ মাইল ভেতরে—তোমার পছন্দ হবে। বিক্রির সাইনবোর্ড টাঙিয়ে রেখেছে, মনে হয় কম পয়সাতেই পাওয়া যাবে। দেখবে নাকি একবার?'

জায়গা দেখে একগাল হাসি ফুটল দাদুর মুখে। পরমহূর্তে ফুটল আশঙ্কা: এই স্বপ্ন কি কোনওদিন সত্যি হবে?

'এসো, দাদু, এখনই কাজ ভাগ করে নিই আমরা। গোটা প্রতিষ্ঠানটা ম্যানেজ করবে তুমি, ছাত্র-ছাত্রীদের ট্রেনিং দেবে তুমি...'

'শহর থেকে আঠারো মাইল দূরে ছাত্র পাব কোথায়?'

'প্রথম ছাত্র তো তোমার সামনেই হাজির। তারপর দেখো না, তোমার নামটা চারদিকে এমনভাবে ফাটাব, স্রোতের মত আসবে ছাত্র-ছাত্রী। প্রাথমিক ইনভেস্টমেন্ট বেশি না, গোটা কয়েক রাইফেল, বন্দুক, পিস্তল আর ওসবের কয়েক বাক্স অ্যামিউনিশন, ক্লে পিজিয়ন ইত্যাদি। ওই গাছতলায় একটা ছোটখাট দালান তুলে নিলে তোমার থাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। শুটিং রেঞ্জটা কোথায় হলে সবচেয়ে ভালো হয় বলো দেখি?'

বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল দাদু সাগর পারের সোয়াশো গজ লম্বা এক টুকরো জমি, ওটার পিছনে টিলার গায়ে হবে চাঁদমারি।

দু'দিনের মধ্যেই জমি রেজিস্ট্রি হয়ে গেল, রাজমিস্তিরি লেগে গেল কাজে। ঠিক একমাসের মধ্যে চালু হয়ে গেল 'বোনানযা শুটিং কমপ্লেক্স'। প্রথম দিনই একশো গজ দূর থেকে বুল্‌স্ আইয়ে ঠিক একইঞ্চির মধ্যে দশটা গুলি লাগিয়ে চমকে দিল রানা দাদুকে।

'কী হলো ব্যাপারটা, ভাই?'

'ও কিছু না, দাদু; এই কদিন তোমার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করার ফল। দুই-একবার তোমার গায়ে ঘষা লেগেছে না? তাই হাত এসে গেছে অনেকটা। এবার চলো, সাগরতীরে বসে খানিক গল্প করে

একমাসের জন্যে বিদায় নেব আমি।'

দু' জন দুই ক্যান বিয়ার নিয়ে সাগর তীরে নারকেল গাছের ছায়ায় গিয়ে বসল। ওখানেই ওর শেষ কথা জানিয়ে দিল রানা দাদুকে।

'এসো, দাদু। আমাদের ভাগাভাগির ব্যাপারটা সেরে ফেলি। প্রথম দিকে লোকসান যাবে, তাই তোমার নামে একটা ফান্ড রেখে যাচ্ছি আমি ব্যাঙ্কে। যখন যা লাগে, ওখান থেকে টাকা তুলে খরচ চালাবে। যেদিন সব খরচ বাদ দিয়ে তোমার আয় দাঁড়াবে মাসে দশ হাজার ডলার, সেইদিন থেকে লাভের শতকরা পঁচিশভাগ জমা দেবে তুমি রানা এজেন্সির অ্যাকাউন্টে। ঠিক আছে?'

'না, ঠিক নেই!' মাথা নাড়ল দাদু। 'তোমার পঁচাত্তর, আমার পঁচিশ। যেহেতু সমস্ত ইনভেস্টমেন্ট...'

'পাগল, না মাথা খারাপ?' মাথা নাড়ল রানা। 'তুমি আমার একটা স্বপ্ন সফল করতে চলেছ, দাদু। একটা শুটিং রেঞ্জ গড়ে তোলা আমার দ্বারা কোনওদিনই সম্ভব হতো না। সেই দায়িত্ব নিয়েছ তুমি। আমার এজেন্সির লোকেরা, অর্ধেক পয়সার বিনিময়ে প্র্যাকটিসের সুযোগ পাচ্ছে এখানে এমন একজন দুর্দান্ত শুটারের তত্ত্বাবধানে যা ওরা কোনদিন কল্পনাও করতে পারত না। বেশি তেড়িবেড়ি কোরো না, আমি অন্যায্য কিছু বলিনি–ওই কথাই থাকল তা হলে। চলি, দাদু।'

সেই থেকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চালাচ্ছিল বোনানযা দাদু এই শুটিং স্কুল। মেজাজটা একটু মিলিটারি-ঘেঁষা, ডিসিপ্লিনের ভক্ত; এ ছাড়া আর কোনও দোষ নেই বৃদ্ধের। এটাকে একটা লাভজনক প্রতিষ্ঠানে দাঁড় করিয়ে ফেলতে এক বছরও লাগেনি তার। কিন্তু তৃতীয় বছর হঠাৎ করেই ঘটে গেল বিপর্যয়। বুড়ো দাদুর ছেলে আর ছেলের বউ অত্যন্ত মর্মান্তিক এক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেল। আর প্রায় অলৌকিক ভাবে বেঁচে গেল তাদের একমাত্র কন্যা, যোলো বছর বয়সী টুইংক্‌ল।

নাতনীকে নিজের কাছে নিয়ে এল দাদু বোনানজা। কিন্তু ছেলের

শোকে কিছুদিনের মধ্যেই রোগে ধরল তাকে। চিকিৎসায় তেমন কাজ হচ্ছে না। মাসের মধ্যে বিশদিনই পড়ে থাকে বিছানায়। ধীরে ধীরে কমতে শুরু করল আয়। গত বছর ঢাকায় থাকতে খবর পেয়েছিল রানা, দাদুর অবস্থা ভালো না। এতদিনে সুযোগ এসেছে দেখা করার, কিন্তু কাজের চাপে হয়ে ওঠেনি। সেই দাদুর কথা মনে পড়ে গেল আজ বেনিডিকটাস টাসকানের ছেলের শুটিং শেখার আগ্রহের কথা শুনে।

'তবে, একটা বিকল্প পথ বাতলে দিতে পারি আমি,' বলল রানা। 'সেরা লোকের কাছে ওর শুটিং শেখার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। আপনার ছেলেকে আমি এমন দক্ষ একজন মার্কসম্যানের কাছে পাঠাতে পারি, যার কাছ থেকে আমারও অনেক কিছু শেখার আছে। আপনার ছেলেকে এ-কথা বলুন, দেখবেন সে শুধু তাঁর কাছ থেকেই শিখতে চাইছে।'

'তাই নাকি?' তেমন আগ্রহ ফুটল না টাসকানের কণ্ঠে। 'তা হলে তো খুবই ভালো হয়। কে সে, কোথায় থাকে?'

অনেকদিন পর আজ আবার মনে পড়ল রানার দাদুর সঙ্গে সাইপ্রেস জলায় বুনো হাঁস শিকারের স্মৃতি। মনে পড়ল বছর দুয়েক আগে শিকার করতে গিয়ে দাদুর একটা বোট ওখানে রেখে এসেছিল ও।

'এই তো, পারাসিটি থেকে বেরিয়েই আঠারো-বিশ মাইল,' বলল রানা। 'ভদ্রলোকের নাম হেরোন বোনানজা। অলিম্পিক-বিজয়ী গোল্ড মেডালিস্ট। ঠিকানাটা লিখে নিন...'

এত সহজে, আর মাত্র দু'মিনিটের মধ্যে আপদ বিদায় করতে পেরে মনে মনে খুশি রানা। ব্যস্ত হয়ে পড়ল মিস্তিরিদের নিয়ে।

কিন্তু যদি জানত...

প্রায় সাত ঘণ্টা পর, বিকেল ছয়টার দিকে, অফিস থেকে বেরুবার প্রস্তুতি নিচ্ছে রানা। এই সময় একটা ফোন এল ওর। রিসিভারটা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে দারোয়ান বলল, 'দাদু।'

‘বোনানজা দাদু?’ জিজ্ঞেস করল রানা। ‘কেমন আছেন আপনি?’

‘ছিলাম তো ভালোই। কিন্তু যে উপদ্রব পাঠিয়েছ, তারপর আর ভালো থাকি কী করে?’ কোন ভূমিকা না, কুশল বিনিময় না, বুড়োর ক্ষুব্ধ কণ্ঠে অভিযোগ। অবাক হলো রানা, ব্যাপার কী!

‘কেন, কী হয়েছে?’ সাবধানে জানতে চাইল ও।

‘এতদিন তো শুনে এসেছি আমিই নাকি লোকজনের ওপর মেজাজ দেখাই,’ ঝাঁঝের সঙ্গে বলল বোনানজা দাদু। ‘কিন্তু তুমি যাদেরকে পাঠিয়েছ তারা তো শুধু মেজাজ দেখাচ্ছে না, বলছে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সব ফেলে পালিয়ে না গেলে আমাকে আর টুইংক্‌লকে জানে মেরে ফেলবে।’

রানা ভাবল–না, তা কী করে সম্ভব? বেনিডিকটাস টাসকানকে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মেজাজের লোক বলে মনে হয়েছে ওর। ‘কেন, এ-ধরনের কথা কেন বলবে? নিশ্চয়ই ভুল বোঝাবুঝির কিছু ব্যাপার ঘটেছে। কে বলল কথাটা? টাসকান নিজে?’

‘ও-সব টাসকান-ফাসকান কাউকে আমি চিনি না,’ মেজাজ দেখিয়ে বলল দাদু। ‘মোটরসাইকেল নিয়ে কয়েকজন এসেছিল, একটা রোলস-রয়েসও ছিল, তবে সেটা থেকে আমি কাউকে নামতে দেখিনি। কথা বলল রাইডারদের একজন।’

‘কী নিয়ে শুরু হলো তর্কটা?’ জানতে চাইল রানা।

‘কীসের তর্ক? এসেই জিজ্ঞেস করল–এখানে বেজন্মা দাদু বলে এক হারামজাদা থাকে শুনেছি। আমরা এসেছি তার গায়ে পেচ্ছাব করতে। কোথায় সে কুত্তার বাচ্চা?’

শরীর গরম হয়ে উঠছে রানার।

‘তারপর...’ হঠাৎ ওকে প্রায় দিশেহারা করে দিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল বুড়ো দাদু। গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল রানার।

‘তারপর কী?’

‘তারপর...’ চেষ্টা করেও আর কথা বলতে পারছে না দাদু। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ‘...চেঁচামেচি শুনে টুইংক্‌ল দরজার চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছে, ওকে দেখে লোকটা

বলল—এক পা কবরে, তারপরও ধুমসে চালিয়ে যাচ্ছ, না? ফিরে এসে যদি দেখি তখনও পালাওনি, তা হলে আমরাও ওর ওপর চালাব। কথাটায় গুরুত্ব দিলে ভালো করবে।'

মাথায় রক্ত চড়ে গেছে রানার। 'ঠিক আছে, দাদু, তুমি শান্ত হও। টুইংক্‌লকে কোথাও বেরুতে দিয়ো না। সবকথা ভালো করে শোনা দরকার। আমি এখনই আসছি।'

এখনই আসছি বললেও, প্যারাডাইস সিটি থেকে পাম বিচ অনেকটা দূরের পথ, পৌঁছাতে সন্ধে হয়ে গেল রানার।

দুটো পাকা দালান, একটা টিন শেড আর তিন একর সৈকত নিয়ে শুটিং রেঞ্জটা। সাধারণত সচ্ছল ও সৌখিন লোকজনই গুলি ছোঁড়া শিখতে আসে, তারা আশা করে ভালো একটা রেস্তোরাঁ আর চমৎকার একটা বার থাকবে। ছিল একটা রেস্তোরাঁ, কিন্তু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সেটা। সম্প্রতি টাকার খুব অভাব যাচ্ছে মনে হয় দাদুর, বারের অবস্থা অত্যন্ত করুণ।

গেটটা খোলা দেখে মার্সিডিজ নিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল রানা। সামনের দালানটায় তিনটে ঘর, দুটো বেডরুম আর একটা লিভিং রুম। পিছনের দালানটা খালি পড়ে আছে, শুধু একটা রুমে পড়াশোনা করে টুইংক্‌ল। সেটাও এই মুহূর্তে অন্ধকার। শুধু সামনের দালানে আলো জ্বলছে একটা, টেরেসেও কম পাওয়ারের একটা বাল্‌ব্‌।

উঠানের একধারে গাড়ি থামিয়ে নীচে নামছে রানা, লিভিং রুমের দরজা খুলে টেরেসে বেরিয়ে এল পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি লম্বা, রোগা, কিন্তু অপূর্ব সুন্দরী এক তরুণী—টুইংক্‌ল।

ধাপ কটা টপকে টেরেসে উঠে এল রানা। এগিয়ে এসে নিঃসঙ্কোচ সপ্রতিভ ভঙ্গিতে ওর দু' কাঁধে দুই হাত রাখল মেয়েটি, নীলচে চোখে অভিমান। 'একদম ভুলেই গেছ, ভাইয়া। ঠিক হয়েছে, দাদুকে ভয় দেখিয়ে গেছে লোকগুলো। তা না হলে আরও কতদিন যে তুমি আসতে না!'

একটু বিব্রতই হলো রানা। তাড়াতাড়ি বলল, 'আরে, না, ভুলব

কেন! কাজের চাপ, সময় করতে পারি না, তবে তোমাদের খবর ঠিকই রাখি আমি।' টুইংক্‌ল পথ দেখাচ্ছে, তার পিছু নিয়ে লিভিংরুমে ঢুকল ও।

'জানো ধরা পড়ে যাবে, তারপরেও মিথ্যে কথা বলো কেন?' সরাসরি কথা বলার তার এই আন্তরিক ঢংটা দাদুর কাছ থেকে পেয়েছে টুইংক্‌ল। 'খবর রাখো না ছাই! বলো তো, দাদু যে আমার লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়েছে, তুমি জানো? তিন মাস হতে চলেছে আমি কলেজে যাচ্ছি না। জানো?'

'কেন?' রানা বিস্মিত, একটা চেয়ারে বসতে গিয়েও বসল না। রানা জানে, খুবই ভালো ছাত্রী টুইংক্‌ল, স্কুলের প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম হয়ে এখন কলেজের সেকেন্ড ইয়ারে।

'দাদুকে জিজ্ঞেস করো কেন!' ঠোঁট ফোলাল টুইংক্‌ল। 'আমি জিজ্ঞেস করলে শুধু মেজাজ দেখায়। বুঝতে পারি, খরচ চালাতে পারছে না, তাই...'

খচ্ করে কিছু বিঁধল রানার বুকে। ছোট্ট একটা অপরাধ বোধের কাঁটাই হবে হয়তো। নিজেকে তিরস্কার করল ও তীক্ষ্ণ ভাষায়, আরও আগে খবর নেওয়া উচিত ছিল ওর। হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল ও। 'কোথায় তিনি?'

'এই তো খানিক আগে টিন শেডে গেল,' বলল টুইংক্‌ল। 'তুমি আসবে, তাই ডিপ ফ্রিজ খুলে দেখতে গেছে বিয়ারের দু'একটা ক্যান পড়ে আছে কিনা।'

'ডিপ ফ্রিজ টিন শেডে? কেন?'

মাথাটা নামিয়ে নিল টুইংক্‌ল। 'ওটা তো এখন আর আমরা ব্যবহার করি না।'

চেয়ারটায় বসল রানা। কামরার ভিতর অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল। অস্বস্তিটুকু দূর করার জন্য বলল ও, 'চিন্তা কোরো না, টুইংক্‌ল, সব ঠিক হয়ে যাবে। আগামী হপ্তা থেকেই আবার কলেজে যাচ্ছ তুমি।' যে লোকগুলো অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ আর প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে গেছে, তাদের প্রসঙ্গ ইচ্ছে করেই তুলছে না ও। মেয়েটিকে হয়তো শুধু বিব্রতই করা হবে।

‘টিনশেড থেকে বিয়ার আনতে এতক্ষণ লাগছে কেন?’ হঠাৎ জিজ্ঞেস করল রানা, ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল। ‘আমি এসেছি, তা-ও তো বেশ কয়েক মিনিট হয়ে গেল!’

‘হ্যাঁ, আমিও কথাটা ভাবছি, ভাইয়া,’ বলে দরজার দিকে পা বাড়াল টুইংক্‌ল। ‘দেখি তো কী করছে।’

‘দাঁড়াও, আমিও আসছি।’ চেয়ার ছেড়ে এগোল রানা, টুইংক্‌লকে পাশ কাটিয়ে দরজা খুলল, টেরেস থেকে নেমে এসে টিনশেডের দিকে হাঁটছে। ওর ঠিক পিছনেই থাকল মেয়েটি।

পাথরের স্ল্যাব বসানো সরু একটা পথ চলে গেছে দ্বিতীয় দালানটাকে ছুঁয়ে টিন শেডের দিকে। দ্বিতীয় দালানটাকে পাশ কাটাবার পর হঠাৎ ফিসফিস করে উঠল টুইংক্‌ল, ‘কী ব্যাপার?’ পিছন থেকে হাত ধরে থামিয়ে ফেলল রানাকে। ‘মাসুদ ভাইয়া, টিন শেডে আলো জ্বলছে না কেন?’

পুরানো শেড ওটা, টিনগুলোর গায়ে অসংখ্য ফুটো তৈরি হয়েছে, ভিতরে আলো জ্বাললে ওই ফুটোগুলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

‘দাদু!’ গলা চড়িয়ে ডাকল টুইংক্‌ল ।

অন্ধকারে দেখতে পেল না সে, রানার এক হাতে পিস্তল বেরিয়ে এসেছে, আরেক হাতে একটা পেন্সিল টর্চ।

সাড়া না পেয়ে আবার ডাকল টুইংক্‌ল, আরও জোরে, ‘দাদু!’

আকাশে তারা আছে, চাঁদ নেই। বুড়ো দাদু বোনানজা সাড়া দিচ্ছে না দেখে সাবধানে পা ফেলে টিনশেডের দরজা লক্ষ্য করে এগোচ্ছে রানা। পেন্সিল টর্চটা এখনও জ্বালেনি। হঠাৎ জ্বালতেও চাইছে না, অন্তত ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে তো নয়ই।

তিন হাত দূর থেকে অস্পষ্টভাবে দেখা গেল, দরজাটা খোলা। ওটার একপাশে পৌঁছে থামল রানা, শুধু হাতটা বাড়িয়ে টর্চ জ্বেলে আলো ফেলল কামরার ভিতর।

ভিতরে কাউকে দেখা গেল না। তবে মেঝের কিছুটা অংশ লাল হয়ে আছে দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আলোটা নিভিয়ে ফেলল রানা। ‘এখানে দাঁড়াও তুমি, ভেতরে তাকাবে না।’ বলে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

প্রথমে টিনের বড়সড় কামরার চারদিকে আলো ফেলে কেউ কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা দেখে নিল রানা। তারপর হাঁটু গেড়ে বসল লাল দাগের পাশে। শুধু রক্ত নয়, খুলির এক ইঞ্চি বাই দুই ইঞ্চি চামড়াও পাওয়া গেল, রক্তে লাল হয়ে গেছে পাকা চুল। খুব সম্ভব হাতুড়ির বাড়ি মেরে মাথার খুলি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। রক্তাক্ত হাতুড়িটা পড়ে রয়েছে একপাশে, আট ইঞ্চি হাতলের ছোট একটা সৌখিন হাতুড়ি। লাশ নেই।

'মাসুদ ভাইয়া!' অজানা আশঙ্কায় টুইংক্লের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল।

টিনশেড থেকে বেরিয়ে এসে তার একটা হাত মুঠোয় ভরল রানা। 'শেডে কেউ নেই। এখন আমাদেরকে শক্ত হতে হবে, লক্ষ্মী বোন। চলো, চারপাশটা আগে একটু দেখে নিয়ে পুলিশকে জানাই...'

নিস্তব্ধ রাতটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে আর্তনাদ করে উঠল টুইংক্ল। 'আমার দাদু? মাসুদ ভাইয়া, আমার দাদু নেই?'

কী বলবে রানা? কী জবাব দেবে?

'এখানে নেই। এসো...'

পরমুহূর্তে ব্যস্ত হয়ে উঠল ও। জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ছে দেখে টুইংক্লকে ধরে আস্তে করে শুইয়ে দিল স্ল্যাবের উপর। তারপর টর্চ জ্বেলে পরীক্ষা করল শেডের বাইরেটা।

পায়ের ছাপ দেখে চমকে উঠল রানা। দানবাকৃতি কোনও লোক। জুতোর গভীর দাগ পড়েছে বালির উপর, গোপন করার চেষ্টা করা হয়নি। সোজা চলে গেছে সাগর-সৈকতের দিকে। ওখানে নৌকা ভিড়াবার দাগ দেখা গেল, বৈঠার চাপ দিয়ে নৌকা ভাসাবার গভীর দাগ রয়েছে স্পষ্ট।

লাশটা কি পাথর বেঁধে ফেলে দিয়েছে সাগরে?

টুইংক্লের পাশে ফিরে এল রানা। এখনও অজ্ঞান। ওকে দুই হাতে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে ফিরে এল লিভিং রুমে।

দুই

আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা প্রতিবেশী—খবর দেওয়ার মত কেউ নেই, প্রথমেই পুলিশ ডাকল রানা। পুলিশ এল, রানা যা-যা দেখেছে, সবই দেখল, নোট নিল; খুলির চামড়া আর হাতুড়ি নিল টিশু পেপারে মুড়ে; তারপর রানা ও টুইংকলের কাছ থেকে জবানবন্দি লিখে নিয়ে ফিরে গেল থানায়। রাতে এর বেশি আর কিছু করবার নেই।

যদি দাদু ফিরে আসে, এই আশায় বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে রাজি হলো না টুইংক্ল। ফলে রানাকেও থাকতে হলো। গোটা কয়েক স্যান্ডউইচ আর আধবোতল কোক দিয়ে সাপার সেরে দাদুর বেডরুমটা দখল করল রানা।

পরপর দুটো দিন পুলিশের আনাগোনা হলো বেশ। সাগরে খোঁজা হলো লাশ, আশপাশের এস্টেটের ঝোপ-ঝাড় জঙ্গলে খোঁজা হলো তন্নতন্ন করে; কিন্তু কোথাও কিছু পাওয়া গেল না। পুলিশ হেড-কোয়ার্টারের একজন ডিটেকটিভ দাদুর ভক্ত সাগরেদ হওয়ায় চেষ্টার কোনও ত্রুটি হলো না। কোথাও কোনও ক্লু না পেয়ে তৃতীয় দিন থেকে হাল ছেড়ে দিল পুলিশ। টাসকান কিংবা তার রাইডারদের শাসানির কথা কিছুই বলেনি ওরা কাউকে।

'দাদুকে মেরেছে বলে সন্দেহ করি, এমন কারও নাম পুলিশকে আমরা বললাম না কেন, ভাইয়া?' সবাই চলে গেলে জিজ্ঞেস করল টুইংক্ল রানাকে।

'তাতে কোনও লাভ হতো না। পুলিশ তো এ-ধরনের মানুষের কাছেই বিক্রি হয়ে যায়।' একটু চুপ করে থেকে রানা বলল, 'তা

ছাড়া, আমার ধারণা ঘটনা মাত্র শুরু হলো, আরও বড় কিছু আসছে।'

'সেটা আমরা নিজেরা সামলাব?'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমি। এটা ছেলেদের কাজ। আমি দেখতে চাই, কী চায় আসলে বেনিডিকটাস টাসকান; জানতে চাই, ওর সবচেয়ে দুর্বল জায়গা কোন্‌টা, যেখানে আঘাত করলে গুঁড়িয়ে যাবে ওর বুক। তবে তোমার কিন্তু উচিত সময় থাকতে হোস্টেলে চলে যাওয়া।'

'ওরা কি এখানে আসবে আবার?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আমার ধারণা আসবে। নিজেই আবার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে টাসকান। একটা সুযোগ অন্তত পাব বলে আশা করছি।'

'তা হলে আমিও থাকছি তোমার সঙ্গে।'

তৃতীয় দিন এল ওরা। রোদ ঝলমলে বিকেল। বাতাসের দাপটে বালিয়াড়ির মাথা ভেঙে যাচ্ছে, লাফিয়ে সৈকতে উঠে আসছে সাগর। রোদ অত্যন্ত গরম লাগছে গায়ে। ক্রমশ লম্বা হচ্ছে ছায়াগুলো। আপনজনকে হারাবার বেদনা ভুলে থাকার জন্য টুইংক্‌লকে নিয়ে কাজে ব্যস্ত রয়েছে রানা—ঘর-বাড়ি রঙ করছে ওরা।

রানা কাজ করছে শুটিং গ্যালারিতে, আর টুইংক্‌ল দ্বিতীয় দালানটায়। সকাল আটটা থেকে শুরু করেছে ওরা, মাঝখানে দু'বার বিরতি নিয়ে কফি আর স্যান্ডউইচ খেয়েছে। রঙের কৌটায় ব্রাশ ডোবাচ্ছে রানা, এইসময় দেখতে পেল গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকছে সোনালি রোলস-রয়েসটা, কাঁকর ছড়ানো গাড়িপথ ধরে গ্যালারির দিকে অলসভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে।

ব্রাশ রেখে দিয়ে ন্যাকড়ায় হাত মুছল রানা, মইয়ের ধাপ বেয়ে নামার সময় শিরদাঁড়ার কাছে বেল্টে গুঁজে রাখা পিস্তলটা একবার ছুঁলো। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল টুইংক্‌লও হাত মুছে মই থেকে নামছে।

রোলস-রয়েসের ব্যাক সিটে দু'জন আরোহীকে দেখতে পাচ্ছে রানা। ড্রাইভারের পাশে কেউ নেই। আরোহীরা কালো সুট পরে আছে, মাথায় স্লাউচ হ্যাট, ওটার কারনিশ দিয়ে কান ঢাকা যায়। এমন কী ড্রাইভারের ইউনিফর্মটাও কালো। তিনটে কাকের মত লাগছে তাদেরকে, গাড়ি না থামা পর্যন্ত অটল বসে থাকল যে যার সিটে। দ্বিতীয় দালানের কাছ থেকে দশ গজ দূরে থামল রোলস-রয়েস।

স্ল্যাব বসানো পথের উপর দিয়ে এগিয়ে আসছে রানা, দেখল চওড়া শরীর নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে বেনিডিকটাস টাসকান। অপর প্যাসেঞ্জার আর ড্রাইভার বসে থাকল গাড়িতেই।

কাছ থেকে দেখে টাসকানের চেহারায় ভীতিকর কী যেন একটা আছে বলে মনে হলো রানার, বিশেষ করে তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা শকুনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

টাসকান টুইংক্লের দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। টুইংক্ল কী করবে বুঝতে না পেরে নিষ্প্রাণ পুতুল হয়ে গেছে, চোখ দুটো প্রায় বিস্ফারিত। ম্লান হাসল লোকটা, এগিয়ে গিয়ে টুইংক্লের সামনে থামল, হ্যাট নামিয়ে আন্তরিক ভঙ্গিতে মাথাটা একবার নত করে সম্মান দেখাল, তারপর নরম সুরে বলল, 'জানি, মা, এই শোক কাটিয়ে ওঠা তোমার জন্যে সহজ হবে না। প্রার্থনা করি ঈশ্বর তোমাকে ধৈর্য ধরার শক্তি দিন।' পিছাল সে, ঘুরল, তারপর সরাসরি রানার চোখে চোখ রেখে বলল, 'পাম বিচের পুলিশকে আমি বলে দিয়েছি, পনেরো দিনের মধ্যে তদন্ত করে বের করতে হবে কে এই জঘন্য কাজ করেছে। তা না হলে আমি এফবিআইকে ডাকব—ওদের চিফ আমার বন্ধু মানুষ।' খাটো, মোটা, লোমশ একটা হাত বাড়িয়ে দিল। 'আপনাকে খুঁজে খুঁজে আমরা তো হয়রান। হোটেলে নেই, অফিসে নেই—কেউ জানে না আপনি কোথায়!'

'কেন এসেছেন?' ভারী গলায় জানতে চাইল রানা, হাতটা যেন দেখতে পায়নি।

'আমি মর্মাহত, মিস্টার রানা,' বলল টাসকান। 'ভদ্রলোকের

কাছে আপনি আমাকে পাঠালেন, আমিও অনেক আশা নিয়ে এলাম, কিন্তু তারপরই এই জঘন্য খুন–সত্যিই আমি মর্মাহত।'

'তাই বুঝি?' বলল রানা, 'খুন হবার আগে বোনানজা দাদু আমাকে ফোন করেছিলেন।'

রানা আরও কিছু বলবে এই আশায় আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দু'সেকেন্ড অপেক্ষা করল টাসকান। তারপর প্রশ্ন করল, 'ইয়েস? তিনি কি সম্ভাব্য খুনি সম্পর্কে আপনাকে কোন আভাস দিয়েছিলেন?'

'আভাস নয়, দাদু স্পষ্ট করেই বললেন, আপনার লোকজন তাঁকে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার হুকুম দিয়েছে, তা না হলে খুন করবে বলে হুমকি দিয়েছে।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছে রানা।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল টাসকান। 'এরকম একটা বিষয়ে আপনি আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছেন না, মিস্টার রানা?'

কথা না বলে তাকিয়ে আছে রানা।

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল টাসকান। 'গাড়ি থেকে আমি নামিনি বটে, তবে আমার লোকদের আগেই জানিয়ে রেখেছিলাম মিস্টার বোনানজাকে বলতে হবে, মিস্টার মাসুদ রানা আমাকে পাঠিয়েছেন, ছেলেকে নিয়ে কাল আমি আসব, আপনার কোনও অসুবিধে বা আপত্তি নেই তো? নিশ্চয়ই এই কথাগুলোই বলা হয় ভদ্রলোককে। অন্য কিছু বলা হয়ে থাকলে আমাকে রিপোর্ট করত ওরা। তা ছাড়া, সে প্রশ্নই তো ওঠে না! কী কারণে আমার নির্দেশ অমান্য করবে ওরা…কেন?'

'সেটা আপনিই ভালো বলতে পারবেন।'

'দুঃখজনক। অত্যন্ত দুঃখজনক।' মাথা নাড়ছে টাসকান। 'এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার আছে। তিনি কি বুঝতে ভুল করেছিলেন? বা আপনি শুনতে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'ভুল বোঝার মত কিছু ঘটেনি। কারণ, দেখা যাচ্ছে, যা হুমকি দিয়েছিল তা-ই করেছে ওরা।'

'সেক্ষেত্রে আমি অসহায়,' হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল টাসকান। 'আমার হাতে এমন কোন প্রমাণ নেই যে আপনার এই

গুরুতর অভিযোগ খণ্ডাতে পারি।' একটু থেমে ম্লান হাসল সে। 'এখন আমি শুধু আপনাকে একটা পরামর্শই দিতে পারি, পুলিশকে তাগাদা দিন, তারা তদন্ত করে বের করুক মিস্টার বোনানজাকে খুন করার পিছনে আমার কী স্বার্থ বা মোটিভ ছিল।'

কথা না বলে অপেক্ষা করছে রানা।

অস্বস্তি দূর করার জন্য আবার কাঁধ ঝাঁকাল টাসকান। 'আপনার খোঁজে এজেন্সির অফিসেই গিয়েছিলাম আমরা। ওখানে কেউ নেই, এমনকী দারোয়ানটাও না। ভাবলাম, এখানে আপনাকে পাওয়া যেতে পারে, তাই একেবারে ছেলেকে নিয়ে চলে এসেছি। কিন্তু এখন তো দেখছি আপনাকে অনুরোধ করে কোন লাভ নেই। ঠিক আছে, আমরা তা হলে ফিরেই যাই...'

'কীসের অনুরোধ?' না বোঝার ভান করে জিজ্ঞেস করল রানা। ভাবল, এ-তো জানা কথা যে ফিরে যাওয়ার জন্য তুমি আসোনি। আর তোমার অনুরোধে জড়াতেই তো আমি চাই।

'ওই যে, আমার ছেলেকে শুটিং শেখানোর ব্যাপারটা...'

'ও, ওই ব্যাপারটা। আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই, টাসকান। দাদুর অনুপস্থিতিতে টুইংক্‌ল খুব বিপদে পড়ে গেছে। টাকা দরকার ওর। কাজটা আমি নেব।'

'কিন্তু যে ক্লায়েন্টের বিরুদ্ধে এতবড় অভিযোগ, তার কাজ করে কী শান্তি পাবেন আপনারা?' ইতস্তত করছে টাসকান। তারও ভান এটা। সে ভাবছে, এখন যদি তুমি আমাকে ফেরত দাও, আমি আবার আসব। তোমাকে যে আমার চাই-ই, মাসুদ রানা!

'আসলে কী ঘটেছে তা কেউই আমরা জানি না—না আমি, না আপনি,' বলল রানা। 'জানতেন দাদু, কিন্তু তিনি এখন কোন্ জগতে কে জানে। অগত্যা ব্যাপারটাকে তুচ্ছ ধরে নিতে পারি আমরা। জীবন তো আর থেমে থাকার নয়।'

'না, সত্যি নয়,' বলে ডান হাতটা আবার বাড়িয়ে দিল টাসকান। 'রঙ লাগুক, আমি কিছু মনে করব না, আসুন হাত মেলাই।'

হাতটা এবার ধরল রানা। তালুর চামড়া শুকনো, গিরগিটির মত

কর্কশ। আঙুলে শক্তি আছে, তবে মুঠোয় চ্যালেঞ্জের বদলে বন্ধুত্ব।

'আপনার সম্পর্কে অনেক শুনেছি আমি। হাতের টিপ নাকি খুবই ভালো আপনার। এমন কী হেরোন বোনানযার চেয়েও।'

ফালতু কথায় কান না দিয়ে চোখ ঘুরিয়ে রোলস-রয়েসটার দিকে তাকাল রানা। ড্রাইভার লোকটা শিম্পাঞ্জির মত দেখতে। ছোটখাট গড়ন, গায়ের রঙ বাদামী, মুখটা বড় বেশি চ্যাপ্টা; গর্তে ঢোকা খুদে আকৃতির চোখ, লোমশ হাত দুটো ড্রাইভিং হুইলের উপর স্থির হয়ে আছে। এবার প্যাসেঞ্জার সিটে বসা আরোহীর দিকে তাকাল রানা। অল্প বয়স, ছাব্বিশ হতে পারে। লম্বাটে একহারা গড়ন, চোখে সানগ্লাস। কালো সুটটা গায়ে চেপে বসেছে, শার্টটা চোখ-ধাঁধানো সাদা। সে-ও অনড় বসে আছে, চোখের দৃষ্টি সরাসরি সামনে, রানার দিকে তাকাচ্ছে না।

'কাজ চালাবার মত পারি আর কী,' এতক্ষণে জবাব দিল রানা। 'তা আপনার ছেলে...'

'তার আগে আমার কিছু প্রশ্ন আছে,' রানাকে থামিয়ে দিয়ে বলল টাসকান। 'আচ্ছা, এই জিনিসটা ভালোভাবে কাউকে শেখানো কি খুব কঠিন?'

'সেটা নির্ভর করে কেমন ছাত্র এবং ভালো বলতে আপনি কতটা ভালো বোঝাতে চান তার ওপর।'

মাথা থেকে হ্যাট নামাতে পাতলা আগোছাল চুল বেরিয়ে পড়ল, ঠিক চাঁদিতে বৃত্তাকার একটা ছোট টাক। হ্যাটের ভিতর তাকিয়ে থাকল টাসকান, যেন সন্দেহ করছে ওখানে কিছু লুকানো আছে। তারপর বাতাসে একবার নেড়ে মাথায় পরল আবার। 'জানি আপনার হাত খুব ভালো, কিন্তু অনেকদিন প্র্যাকটিস না থাকায় এখনকার অবস্থাটা কী?'

'আমি কেমন শেখাব, আর আমার হাত কেমন—দুটো যদিও সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার, আপনি যেহেতু আমার হাতের ওপরই বেশি জোর দিচ্ছেন, গ্যালারিতে আসুন, দেখাচ্ছি।'

টাসকান হাসল, সোনায় মোড়া দাঁতটা দেখা যাচ্ছে। 'ভাল লাগল, মিস্টার রানা। কথা নয়...অ্যাকশন।' রানার কবজিতে হাত

ছোঁয়াল। 'জানি স্থির টার্গেট মিস করবেন না, কিন্তু সচল টার্গেট? আমি কিন্তু শুধু সচল টার্গেটের ব্যাপারে আগ্রহী।'

'দেখতে চান মাটির কবুতর ফেলতে পারি কিনা?'

রানার দিকে তাকাল টাসকান, ঘন কালো চোখের চারপাশ কুঁচকে উঠেছে। 'শটগানের এক পশলা ছররা গুলি...ওটাকে আমি শুটিং বলি না, মিস্টার রানা। শুটিং হলো রাইফেলের একটা গুলি, ইয়েস!'

হাতছানি দিয়ে টুইংক্‌লকে ডাকল রানা। 'দাদুর রাইফেল আর কয়েকটা বিয়ারের ক্যান নিয়ে এসো তো, টুইংক্‌ল।'

'জী, মাসুদ ভাইয়া, আনছি,' বলে ঘুরে প্রথম দালানের দিকে হাঁটা ধরল টুইংক্‌ল।

'আপনাদের ব্যক্তিগত বিষয়ে আমার মাথা ঘামানো মোটেই উচিত নয়, তবু বিশেষ কারণবশত জিজ্ঞেস না করেও পারছি না; মিস্টার বোনানজা মারা যাবার পর তার নাতনীর কী হবে? এখানে আপনার ভূমিকাটাই বা কি?'

'টুইংক্‌ল ওর কলেজের হোস্টেলে চলে যাচ্ছে,' বলল রানা। 'আর আমার ব্যাপারটা হলো—দাদু বোনানজা আর আমি পার্টনার ছিলাম, যদিও কাগজপত্র সব দাদুর নামেই ছিল; এই শুটিং রেঞ্জটা আমরা দুজন মিলে গড়েছিলাম। এখন মালিক টুইংক্‌ল। এটা বেচে দিয়ে ওর লেখাপড়ার খরচ তোলার কথা ভাবা হচ্ছে।'

টুইংক্‌লের গমনপথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে টাসকান। 'মেয়েটি চমৎকার দেখতে, তাই না? যেমন লম্বা, তেমনি সুন্দর—একেবারে নায়িকা!'

খুঁটিয়ে লক্ষ করল রানা। লোকটার চোখে-মুখে নির্মল প্রশংসার ভাব আর নির্দোষ মুগ্ধতাই শুধু ফুটল। হ্যাট খুলে আবার সেটার ভিতর তাকাল সে। এটা বোধহয় তার একটা অভ্যাস। বাতাসে একবার দুলিয়ে আবার মাথায় পরল সেটা।

একটু পরেই দাদুর রাইফেল আর খালি বিয়ারের ক্যান ভর্তি একটা ব্যাগ নিয়ে এল টুইংক্‌ল।

রাইফেলটা নিল রানা, আর হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে বালির উপর

দিয়ে হাঁটা ধরল টুইংক্‌ল। বেশ কয়েক মাস দাদু কোন সহকারী রাখেনি, টুইংক্‌লই তাকে সাহায্য করত, ফলে রুটিন কাজগুলো জানা আছে তার। রানার কাছ থেকে তিনশো গজ দূরে পৌঁছে বালির উপর ব্যাগটা ফেলল সে। রাইফেল লোড করার পর হাত তুলে সংকেত দিল রানা।

ক্যানগুলো একটা একটা করে শূন্যে ছুঁড়ে দিতে শুরু করল টুইংক্‌ল। কতটা উঁচুতে ছুঁড়তে হবে, কত দ্রুত, ধারণা আছে তার। প্রতিটি ক্যানে লাগাল রানা। দশটা ক্যান ফুটো করার পর রাইফেলটা নিচু করল।

'হ্যাঁ, মিস্টার রানা, আমি সন্তুষ্ট,' বলল টাসকান, সাপের চোখ দুটো রানার মুখে কী যেন খুঁজছে। 'কিন্তু ভালো শেখাতেও কি পারবেন?'

রাইফেলের বাঁটটা গরম বালিতে ঠেকাল রানা। ক্যানগুলো সংগ্রহ করে বস্তায় ভরছে টুইংক্‌ল। 'শেখানোর আইডিয়াটা আমার নয়, টাসকান, আপনার। আপনিই জোর করে কাজটা চাপাতে চাইছেন আমার কাঁধে। তার পরেও আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি: ভাল শুটার হতে হলে ন্যাক দরকার। কারও সেটা থাকে, কারও থাকে না। আমাকে মুভিং টার্গেটে গুলি লাগাতে দেখলেই আপনার ছেলের সেটা শেখা হয়ে যাবে না। এটুকু অর্জন করতে অনেক বছর ধরে চর্চা করতে হয়েছে আমাকে।'

'এবার তা হলে যাকে শেখাবেন তাকে একটু দেখুন,' বলে রোলস-রয়েসের দিকে হাত তুলে সংকেত দিল টাসকান। তারপর বাজখাঁই গলা ছাড়ল, 'অ্যাই, সালজার!'

ব্যাকসিটে বসে থাকা একহারা গড়নের তরুণ ডাকটা শোনামাত্র আড়ষ্ট হয়ে উঠল। টাসকানের দিকে তাকাল সে, তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে এল গরম রোদে। বড় বড় হাত আর পা নিয়ে লম্বা একটা তালগাছ; আনাড়ী, অপ্রতিভ, ভঙ্গুরদর্শন একটা দানব; চোখ দুটো কালো সানগ্লাসের আড়ালে। মুখটা ভরাট, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চিবুক, ছোট নাকটা খাড়া। হাঁটার সময় হোঁচট খাওয়ার ঝোঁক দেখা গেল, বাপের পাশে চলে এসে চোখে প্রত্যাশা নিয়ে তাকাল, এত লম্বা যে

বাপকে বামুন বানিয়ে ফেলেছে। ছোকরা নির্ঘাত সাড়ে ছ'ফুট হবে। রানা যথেষ্ট লম্বা, তার পরও চোখ তুলে তাকাতে হলো।

'আমার ছেলে,' টাসকান বলল, রানার কানে কোন রকম গর্বের সুর বাজল না। 'সালজার টাসকান। সালজার, ইনি মাসুদ রানা।'

হাত বাড়াল রানা। সালজারের মুঠো গরম, ভেজা ভেজা আর নিস্তেজ। 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।' আর কী বলবে সম্ভাব্য একজন ছাত্রকে?

বিয়ারের ক্যানগুলো নিয়ে ফিরে আসছে টুইংক্ল।

'সালজার, এ হলো টুইংক্ল, কলেজে পড়ছে, এই শুটিং রেঞ্জের মালিক,' বলল টাসকান।

তালগাছের দৈত্যটা মাথা ঘোরাল, তারপর মাথার হ্যাট খুলে হাতে নিল। মাথাভর্তি কালো কোঁকড়ানো চুল। মাথাটা একটু নোয়াল সে, তবে চেহারায় কোন ভাব ফুটল না। চশমার খুদে দুই আয়নায় পামগাছ, আকাশ আর সাগর প্রতিফলিত হচ্ছে।

'হাই,' বলে তার উদ্দেশে একটু আড়ষ্ট হাসল টুইংক্ল।

এরপর দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত কিছুই ঘটল না, অবশেষে টাসকান বলল, 'সালজার একজন দক্ষ শুটার হতে চায়। ওর পক্ষে কি সেটা সম্ভব, মিস্টার রানা?'

'এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়। একটু সময় দিন।' রাইফেলটা তালগাছের দিকে বাড়িয়ে ধরল রানা। ইতস্তত করল সে, তারপর ধরল। ধরার ভঙ্গিটা এমন, ওটা যেন একটা বিষাক্ত সাপ। 'চলুন, গ্যালারিতে যাওয়া যাক। ওকে গুলি ছুঁড়তে দেখার পর বলতে পারব।'

বাপ-বেটাকে সঙ্গে নিয়ে বালির উপর দিয়ে রেঞ্জের দিকে এগোল রানা। ক্যান ভর্তি ব্যাগটা নিয়ে প্রথম দালানে ফিরে গেল টুইংক্ল।

ত্রিশ মিনিট পর আবার গরম রোদে বেরিয়ে এল ওরা তিনজন। সালজার চল্লিশ রাউন্ড গুলি ছুঁড়েছে, মাত্র একবার টার্গেটের কিনারায় লাগাতে পেরেছে। বাকিগুলো একেকটা হারিয়ে গেছে চাঁদমারির একেক জায়গায়।

‘ঠিক আছে, সালজার,’ ঠাণ্ডা, বেসুরো গলায় বলল টাসকান। ‘গাড়িতে গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করো।’

আবার সেই হোঁচট খাওয়ার ভঙ্গিতে হেঁটে গাড়ির কাছে পৌঁছাল সালজার, দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়ল, তারপর বিষণ্ন একটা স্ট্যাচু।

‘তা হলে, মিস্টার রানা?’ জানতে চাইল টাসকান।

এক সেকেন্ড ইতস্তত করল রানা। তারপর সত্যি কথাটাই বলল, ‘এ লাইনে ওর কোন ট্যালেন্ট নেই। তবে তার মানে এই নয় যে সাবধানে কোচিং দেয়া হলে সোজা গুলি করতে পারবে না। দশ লেসন পর ওর উন্নতি দেখে আপনি অবাক হয়ে যাবেন।’

‘ট্যালেন্ট নেই, না?’ হতাশ দেখাল লোকটাকে।

‘সেটা ডেভলপও করতে পারে। আপনাকে আমি জানাতে পারব হপ্তা দুয়েক পর।’

‘নয়দিন, মিস্টার রানা। তার মধ্যেই ওকে আপনার মত দক্ষ একজন শুটার হতে হবে।’

প্রথমে রানা ভাবল ঠাট্টা করছে। সরীসৃপের চোখের মত খুদে চোখ দুটো চকচক করে ওঠায় বুঝল লোকটা সিরিয়াস। ‘দুঃখিত, তা সম্ভব নয়,’ বলল ও।

‘নয়দিন,’ আবার বলল টাসকান।

মাথা নাড়ল রানা, কোন রকমে ধৈর্য ধরে আছে। ‘আমার ন্যাক ছিল, তারপরও ঠিকমত গুলি করা শিখতে কয়েক বছর সময় লেগেছে। মিরাকল দেখানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।’

‘আমি বুড়ো মানুষ, গরমটা ঠিক সহ্য করতে পারি না,’ বলল টাসকান। ‘চলুন, ভেতরে গিয়ে বসি।’ হাত তুলে প্রথম দালানটা দেখাল সে। ‘ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা দরকার।’ নিজেই সেদিকে হাঁটা ধরল।

তার পিছু নিল রানা, কানে কথাটা বাজছে এখনও–‘নয়দিন, মিস্টার রানা। তার মধ্যেই ওকে আপনার মত দক্ষ একজন শুটার হতে হবে।’

ছেলেটা কোনদিনই ভালো শুটার হতে পারবে না। আগ্নেয়াস্ত্রের

স্পর্শ ঘৃণা করে সে। এটা রানা বুঝে নিয়েছে তার রাইফেল নাড়াচাড়া করার ধরন দেখে। ট্রিগার টানার সময় প্রতিবার তাকে শিউরে উঠতে দেখেছে ও। রাইফেলটা এমন আলগাভাবে ধরেছিল, রিকয়েলের কারণে তার কাঁধের চামড়া এরই মধ্যে বোধহয় ছড়ে গেছে।

দালানের দিকে টাসকানকে হেঁটে আসতে দেখে লিভিং রুমের দরজা খুলে দিল টুইংক্‌ল। তারপর স্রেফ ভদ্রতা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের নিশ্চয় তেষ্টা পেয়েছে। বিয়ার দিই?'

মুখ তুলে মেয়েটাকে দেখল টাসকান। চোখের দৃষ্টিতে আবার সেই মুগ্ধতা ফুটল। 'তোমার মনটা খুব নরম দেখছি। ধন্যবাদ, টুইংক্‌ল। এখন নয়, পরে একসময়।'

তাকে একটা সোফা দেখিয়ে টুইংক্‌লকে রানা বলল, 'এখানে আমার বেশিক্ষণ লাগবে না। তুমি বরং পেইন্টিঙের কাজটা শেষ করে ফেলো।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকিয়ে লিভিং রুম থেকে বেরিয়ে গেল টুইংক্‌ল। জানালার সামনে সরে এসে বাইরে তাকাল রানা। রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে সোনালি রোলস-রয়েস। ড্রাইভার সিগারেট ফুঁকছে। ব্যাকসিটে স্থির হয়ে বসে আছে সালজার, হাত দুটো হাঁটুর উপর। গাড়িটার সামনে দিয়ে হেঁটে গেল টুইংক্‌ল, ড্রাইভার বা সালজার কেউ তার দিকে তাকাল না।

জানালার দিকে পিছন ফিরল রানা।

হ্যাটটা খুলে নিচু টেবিলে রেখেছে টাসকান। সোফার কোণে হেলান দিল সে। তারপর বলল, 'আপনি বলছিলেন টুইংক্‌লের টাকা দরকার।'

'তা দরকার। তবে হঠাৎ এ প্রসঙ্গ?' একটা চেয়ার টেনে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসল রানা।

'আপনাদের কাছে একটা জিনিস আছে যেটা আমার কাজে লাগবে। আমার কাছেও একটা জিনিস আছে যেটা আপনার না হোক টুইংক্‌লের কাজে লাগবে,' বলল টাসকান।

'কিন্তু...'

'আগে আমাকে শেষ করতে দিন, প্লিজ। এটা সত্যি খুব গুরুত্বপূর্ণ যে নয়দিনের মধ্যে আমার ছেলেকে ভালো একজন শুটার হতে হবে, মিস্টার রানা। সেজন্যে আপনাকে আমি এক লাখ ডলার দিতে রাজি আছি। প্রথমে পঞ্চাশ হাজার, বাকিটা কাজ শেষ হলে।'

এই কাজে খুব বেশি হলে ফি ধরা হয় পাঁচ হাজার ডলার। লোকটা বিশগুণ বেশি দিতে চাইছে। কেন? অন্য কোথাও না গিয়ে, রানার পিছনেই বা লেগে রয়েছে কেন লোকটা? কাজটা ওকে দিয়ে করানোর জন্য নিরীহ এক বুড়ো মানুষকে খুন করতেও বাধেনি তার। এখন লোভ দেখাচ্ছে টাকার। কী আছে এসবের পিছনে?

তারপর সালজারের কথা ভাবল রানা। এক্সপার্ট শুটার? পাঁচ বছরেও সম্ভব নয়! মাথা নাড়ল ও। 'দুঃখিত, টাসকান। টুইংক্‌লের টাকা দরকার ঠিকই, তবে যতটা দরকার তার চেয়ে ঢের বেশি পাবে ও এই জায়গা-জমি বেচে দিলে। আপনাকে সত্যি কথাটা না বলে পারছি না। আমার ধারণা আপনার ছেলে কোনদিন মাঝারি মানের শুটারও হতে পারবে না। তাকে আমি হয়তো সোজা গুলি করা শেখাতে পারব, কিন্তু ওই পর্যন্তই। ও আগ্নেয়াস্ত্র পছন্দ করে না। ভালো শুটার হতে হলে প্রথমে রাইফেলের প্রেমে পড়তে হয়।'

হাত দিয়ে ঘাড়ের পিছনটা ঘষছে টাসকান। চোখ সরু করে তাকিয়ে আছে। 'একটা সিগারেট হবে নাকি, মিস্টার রানা? ডাক্তার অবশ্য নিষেধ করে দিয়েছে, কিন্তু মাঝে মধ্যে তৃষ্ণাটা কাবু করে ফেলে আমাকে।'

'দেরাজে দাদু বোনানজার সস্তাদরের সিগারেট আছে, দেখুন খাবেন কিনা,' বলল রানা, খেয়াল রাখছে কী প্রতিক্রিয়া হয়।

ইতস্তত করল টাসকান। না বলতে গেল। তারপর কী ভেবে যেন হ্যাঁ বলল। দেরাজ খুলে প্যাকেট আর লাইটারটা বের করল সে, নেড়েচেড়ে দেখে একটা সিগারেট ধরাল। 'মিস্টার রানা, আপনি সত্যি কথা বলায় আমি খুশি। শুনুন, আমি আমার ছেলের লিমিটেশন সম্পর্কে সচেতন। তবে এ-ও ঠিক যে যা-ই ঘটে যাক না কেন, যে কোন অবস্থায় নয়দিনের মধ্যে তাকে একজন এক্সপার্ট শুটার হতেই হবে। আপনি বলেছেন আপনার পক্ষে মিরাকল

দেখানো সম্ভব নয়। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এটা আমি মেনে নিতাম, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি মোটেও স্বাভাবিক নয়। আবার বলছি, আমার ছেলের নয়দিনের মধ্যে এক্সপার্ট শুটার না হয়ে উপায় নেই।'

লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। 'কেন?'

'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। তবে সে-সব নিয়ে আপনার মাথা ঘামানোর দরকার নেই।' টাসকানের খুদে চোখ দুটো চকচক করছে। টেবিলে পড়ে থাকা কাঁচের অ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়ল সে। 'আপনি মিরাকলের কথা বললেন। এ-কথা কি জানেন যে আমরা মিরাকলের যুগেই বাস করছি? মিরাকল ঘটানোর সবচেয়ে বড় মাধ্যমটার নাম টাকা। আমার ছেলেকে এক্সপার্ট শুটার বানাতে কত টাকা চান আপনি, মিস্টার রানা?'

'টাকার অঙ্ক যত বড়ই হোক, সেটা নয়দিনে আপনার ছেলেকে ভালো শুটার বানাতে পারবে না,' বলল রানা। 'কেউ যদি তাকে ছ'মাস সময় দিতে পারত তা হলে হয়তো কিছুটা শেখানো সম্ভব হতে পারত, কিন্তু নয়দিনে...নাহ্! এর সঙ্গে টাকার কোন সম্পর্ক নেই। আপনাকে বললাম তো...তার ট্যালেন্ট নেই।'

রানার দিকে তাকিয়ে আছে টাসকান। 'অবশ্যই টাকার সঙ্গে সম্পর্ক আছে। বহু বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমি জেনেছি টাকা দিয়ে সব কিছু কেনা যায়...যদি সেটা পরিমাণে যথেষ্ট হয়।' পকেট থেকে লম্বা একটা সাদা এনভেলাপ বের করল সে। 'এতে দুটো বেয়ারার বন্ড আছে, মিস্টার রানা। প্রতিটি বন্ড এক লাখ ডলারের।' এনভেলাপটা ছুঁড়ে টেবিলে ফেলল। 'খুলে দেখুন আমি সত্যি কথা বলছি কিনা।'

রানা আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কী কারণে বুড়ো দাদু খুন হলো জানার জন্য টাসকানের নিয়মেই খেলবে ও। এনভেলাপটা তুলে খুলল। দুটো কাগজ বেরুল—দুই লাখ ডলারের দুটো নির্ভেজাল বন্ড।

'এখন আমি আপনাকে মিরাকলটা ঘটাবার জন্যে দু'লাখ ডলার সাধছি, মিস্টার রানা।'

বন্ড দুটো এনভেলাপে ভরে টেবিলে রাখল রানা। 'শুনুন,

টাসকান...'

'কথা নয়, মিস্টার রানা,' ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল লোকটা। 'আমি অ্যাকশন চাই। শুনুন, এখন আমি আমার হোটেল সানশাইন ইন-এ ফিরে যাচ্ছি—ওখানেই উঠেছি।' হাতঘড়ির উপর চোখ বুলাল। 'এই মাত্র পাঁচটা বাজল। প্লিজ, ঠিক সাতটায় ফোন করে আমাকে জানান দু'লাখ ডলারের বিনিময়ে মিরাকলটা আপনি ঘটাতে রাজি কিনা।' এনভেলাপটা পকেটে ভরে সোফা ছাড়ল সে।

'এক মিনিট,' শান্তকণ্ঠে বলল রানা। 'দু'একটা ব্যাপারে আমার কিছু প্রশ্ন আছে।'

'বলুন।'

'আপনার ছেলেকে এক্সপার্ট শুটার হতে হবে কেন? তার টার্গেট কী হবে? এক্সপার্ট শুটার অনেক রকম হয়, সে কীরকম হতে চায় না জানলে তাকে আমি তৈরি হতে সাহায্য করতে পারব না।'

অনেকক্ষণ চিন্তা করল টাসকান। টেবিল থেকে হ্যাটটা নিয়ে সেটার ভিতর তাকিয়ে থাকল। 'বেশ,' অবশেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল সে। 'শুনুন তা হলে। আমার এক বন্ধুর সঙ্গে বোকার মত অবিশ্বাস্য মোটা টাকার একটা বাজি ধরেছি আমি। আমার ওই বন্ধুটি এক্সপার্ট শুটার, আর তা নিয়ে সারাক্ষণ তার হামবড়াই করা চাই। অসহ্য হয়ে, বোকার মত, একদিন আমি বললাম, ট্রেনিং নিলে যে কেউ এক্সপার্ট শুটার হতে পারে।' গল্পটা কীভাবে নিচ্ছে রানা বোঝার জন্য সাপের চোখ আরও ছোট হয়ে এল। 'মদ খেলে ঝানু একজন নেতাও যে কমনসেন্স হারিয়ে বসতে পারে, আমি তার একটা প্রমাণ। আমার বন্ধু বলল, সে বাজি ধরে বলতে পারে আমার ছেলে একমাস ট্রেনিং নিয়েও সচল একটা প্রাণীকে গুলি করে মারতে পারবে না। মাতাল অবস্থায় বাজিতে আমি রাজি হয়ে যাই। এখন যেভাবেই হোক জেতা ছাড়া আমার সামনে অন্য কোন পথ খোলা নেই। আর মাত্র নয়দিন সময় আছে হাতে।'

'কী প্রাণী?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'গাছের ডাল ধরে দোল খাচ্ছে এমন একটা বানর, ছুটন্ত একটা হরিণ...ঠিক জানি না, এরকম কিছু একটা হবে আর কী। বাছাই

করবে আমার বন্ধু। তবে পরিষ্কার গুলি লাগাতে হবে, মৃত্যুটা যেন গুলি খেয়েই হয়।'

'কত টাকার বাজি, টাসকান?'

হেসে ওঠায় লোকটার সোনার দাঁতটা বেরিয়ে পড়ল। 'আপনি অত্যন্ত কৌতূহলী মানুষ। তবে বলতে আমার আপত্তি নেই। আমরা বাজি ধরেছি দুই মিলয়ন ডলার। আমি ধনী মানুষ, কিন্তু তারপরও এত বড় অঙ্কের টাকা হারাবার সামর্থ্য আমার নেই।' মুখের হাসিটা স্থির হয়ে আছে। 'ইচ্ছেও নেই।' ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল, লিভিংরুম ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। 'আজ তা হলে সন্ধে সাতটায়, মিস্টার রানা।'

জানালার সামনে থেকে তাকে হাঁটতে দেখল রানা। তপ্ত বালির উপর দিয়ে খানিকটা হেঁটে থামল টাসকান, ঘাড় ফিরিয়ে দালানটার পিছন দিকে তাকাল, তারপর কারনিস ধরে সামান্য উঁচু করল মাথার হ্যাট। টুইংক্‌লকে সৌজন্য দেখাল সে।

মাথার ভিতরটা ভোঁ-ভোঁ করছে রানার। মিরাকল ঘটাবার জন্য দুই লাখ ডলারের লোভ দেখাচ্ছে! কেন? না, বিশ লাখ ডলার বাজি ধরেছে। গাঁজা মারার জায়গা পায় না!

না, অসম্ভব। বাজির ব্যাপার নয়, এর মধ্যে আরও গভীর কিছু আছে। এমন কিছু, যার জন্য খুন করা যায়। সেই আরও কিছুটা কী, তা জানার জন্যই খেলাটা চালিয়ে যেতে হবে ওকে। ঠিক জায়গা মত ধরতে হবে এই পিচ্ছিল বাইম মাছটাকে।

তিন

সন্ধ্যার আগে চা খেতে বসে সব কথা শুনে টুইংক্‌ল বলল, 'লোকটা

কারও সঙ্গে বাজি ধরে ফেঁসে গেছে, এ আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। দাদুকে খুন করার এটা কারণ হতে পারে না। এর মধ্যে অন্য আরও কোন ব্যাপার আছে, মাসুদ ভাইয়া।'

'আমিও তাই মনে করি,' বলল রানা। 'সেজন্যেই কাজটা নেব বলে ঠিক করেছি। আর একটা কথা, দাদু খুন হয়েছে এমন কোনও প্রমাণ কিন্তু আমরা পাইনি এখনও–সবই আমাদের আন্দাজ। আসল ব্যাপারটা জানতে হলে ওদের ভাও মত চলতে হবে এখন।'

'জানি তুমি সবদিক বিবেচনা করেই এগোচ্ছ, তবু জানতে ইচ্ছে করছে–তোমার ধারণা এরাই কালপ্রিট?'

'হ্যাঁ। কোনও সন্দেহ নেই তাতে।'

'সেক্ষেত্রে...'

'ওরা একটা কিছু পাবার পথ পরিষ্কার করার জন্যে সরিয়েছে দাদুকে,' বলল রানা। 'দাদুর বদলে আমার সার্ভিস পেতে হবে ওদের। কেন? সেটা জানতে হলে টাসকানের প্রস্তাবে রাজি হতে হবে আমাকে।'

'আরও সংক্ষিপ্ত কোন উপায় নেই?' বিস্মিত দেখাচ্ছে টুইংক্‌লকে। 'আমরা পুলিশকে সব কথা জানাতে পারি না?'

'পুলিশের কাছে যাওয়ায় ঝুঁকি আছে। আমাদের বদলে তারা হয়তো ওদেরকেই সাহায্য করবে। এখনই, ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগেই, রানা এজেন্সিকেও কিছু জানাতে চাইছি না।'

'তা হলে তো ঠিক পথ ধরেই এগোচ্ছ তুমি,' বলল টুইংক্‌ল। 'তবু বলি, ব্যাপারটা আমার কিন্তু ভালো লাগছে না, ভাইয়া।'

'ভয় নেই, কাল সকালেই তোমাকে আমি হোস্টেলে দিয়ে আসব।'

'মাসুদ ভাইয়া!' গলা চড়াল মেয়েটি। 'আমি শুধু আমার কথা ভেবে বলিনি!'

'আরে বোকা, নিজেকে আমি রক্ষা করতে পারব।'

আচমকা প্রসঙ্গ বদলে টুইংক্‌ল জানতে চাইল, 'ওই ছেলেটাকে কি তুমি নয়দিনের মধ্যে শুটিং শেখাতে পারবে?'

'খুব কঠিন প্রশ্ন, টুইংক্‌ল,' ধীরে ধীরে বলল রানা। 'এক কথায়

যদি জানতে চাও, সম্ভব নয়। তবে মিরাকল তো ঘটে দুনিয়ায়, ঘটে না?'

চোখ তুলে ওয়ালক্লকের দিকে তাকাল টুইংক্‌ল। 'সাতটা বাজছে, মাসুদ ভাইয়া।'

সানশাইন হোটেলের নম্বরে ফোন করল রানা। আধ মিনিটেই অপারেটর বেনিডিকটাস টাসকানের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিল।

'মাসুদ রানা,' বলল ও। 'হ্যাঁ বলার আগে আমাকে একটা ব্যাপার জানতে হবে...আপনার ছেলে কতটুকু সহযোগিতা করবে?'

'কতটুকু মানে?' টাসকানের কণ্ঠস্বরে বিস্ময়। 'শতকরা একশো ভাগ সহযোগিতা করবে সে, মিস্টার রানা। পরিস্থিতিটা তার জানা আছে। অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে শিখবে সে।'

'আমি ঠিক তা বোঝাতে চাইনি। আমি যদি দায়িত্বটা নিই, তার শুধু উৎসাহ থাকলে কাজ হবে না। খাটতে হবে তাকে। কঠিন পরিশ্রম করতে হবে। আপনাদের শেষ দিনটা কবে?'

'সেপ্টেম্বর সাতাশ।'

চিন্তা করল রানা–পাক্কা নয়দিন পাচ্ছি, কাল থেকে ধরে। 'ঠিক আছে। কাল সকাল ছ'টা থেকে ছাব্বিশ তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত আপনি তাকে আমার দায়িত্বে ছেড়ে দেবেন। আমার সঙ্গে এখানে থাকবে সে।'

'ওখানে থাকবে?' টাসকান নিশ্চিত হতে চাইছে ঠিক শুনেছে কিনা।

'হ্যাঁ। টার্গেট প্র্যাকটিস, খাওয়া, ঘুমানো, টার্গেট প্র্যাকটিস: এই হবে তার রুটিন। রুটিনের বাইরে একটা সেকেন্ডও অন্য কিছু করবে না সে। এ-সব শর্তের কথা জানিয়ে তার মতামত চান আপনি। তারপর আমাকে জানান।'

'আইডিয়াটা আমি সমর্থন করছি, মিস্টার রানা...'

'আমার প্রতিটি নির্দেশ কোন আপত্তি ছাড়াই মেনে চলতে হবে তাকে। বুড়ো দাদুর বেডরুমে শোবে সে। আপনার আপত্তি নেই তো?'

অপরপ্রান্তে হেসে উঠল টাসকান। 'আমি মনে করি আমার

ছেলের যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, নার্ভ পরীক্ষা করার সুযোগ পেলে গ্রহণ করা উচিত তার। ঠিক আছে, ওকে আমি কাল ছ'টায় পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার কাছে।'

'বেশ। প্রচুর অ্যামিউনিশন কিনে পাঠাবেন। আপনার ছেলের জন্যে একটা রাইফেলও দরকার। তার হাত বেশি লম্বা, আমাদের রাইফেল দিয়ে গুলি করতে পারবে না।'

'এ নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। ওর জন্যে একটা অস্ত্র কিনেছি আমি। কিনেছি মানে ওয়েস্টন অ্যান্ড লি কোম্পানি থেকে অর্ডার দিয়ে ওর জন্যে বানিয়েছি। সঙ্গে করে নিয়ে যাবে ও।'

টেক্সাসের বিখ্যাত গানস্মিথ ওয়েস্টন অ্যান্ড লি। অর্ডার দিয়ে মাপমত একটা রাইফেল বানাতে লোকটার খরচ পড়েছে কম করেও ত্রিশ হাজার ডলার। 'ঠিক আছে। কাল সকালেই তা হলে "স্কুল বন্ধ" লিখে একটা বোর্ড টাঙিয়ে দেব গেটে।'

'কেন?'

'আপনার ছেলে ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় পাব না আমি।'

'গুড, ভেরি গুড।' তারপর দীর্ঘ নীরবতা। 'আপনার সঙ্গে আমার ফাইনাল আর একটা কথা হওয়া দরকার, মিস্টার রানা। আজ রাতে, এই দশটার দিকে, আমার হোটেলে একবার আসতে পারবেন?' বার কয়েক ভারী নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ করল লোকটা রিসিভারে। 'আমাদের আয়োজনটা চূড়ান্ত করতে চাইছি আর কী। কিছু অগ্রিমও নিয়ে যাবেন।'

'আসব।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার রানা।' ফোন রেখে দিল টাসকান।

দশটার কয়েক মিনিট পর সানশাইন হোটেলে পৌঁছাল রানা। দরজায় তালা দিয়ে সাবধানে থাকতে বলে এসেছে টুইংক্‌লকে, তারপরেও মনটা খুঁতখুঁত করছে ওর। সময় ছিল, ইচ্ছে করলে রানা এজেন্সি থেকে গার্ডকে আনিয়ে নেওয়া যেত, কিন্তু আইডিয়াটা পছন্দ করেনি টুইংক্‌ল। তার যুক্তি, এর আগেও বহুবার একা থাকতে

হয়েছে তাকে, কখনও কোন সমস্যা হয়নি, কাজেই লোকজন ডেকে ঝামেলা বাড়াবার কোন মানে হয় না।

হোটেলের হল পোর্টার রানাকে জানাল মিস্টার টাসকান বিশতলার সিলভার ট্রাউট স্যুইটে উঠেছেন। সাদা আর কমলা রঙের ইউনিফর্ম পরা নির্লিপ্ত এক ছোকরা পোর্টার এলিভেটরে তুলে উপরে নিয়ে এল ওকে, তারপর একটা দরজা খুলে সাজানো-গোছানো বড়সড় সিটিংরুমে ঢুকিয়ে দিল। শেষপ্রান্তের দেয়ালে বিরাট একটা সিলভার ট্রাউট দেখা যাচ্ছে, অদৃশ্য উৎস থেকে ছবিটার গায়ে আলো এসে পড়ায় একেবারে জ্যান্ত দেখাচ্ছে মাছটাকে।

ঝুল-বারান্দায় বসে রাস্তার ওপারে সৈকত আর সাগর দেখছে বেনিডিকটাস টাসকান। আজকের চাঁদটা বেশ বড়ই, রুপালি-সাদা আলো ছড়াচ্ছে। পায়ের শব্দ পেয়ে রানাকে ডাকল সে। সিটিংরুম থেকে ঝুল-বারান্দায় বেরিয়ে এল রানা।

'কষ্ট করে আসার জন্যে ধন্যবাদ, মিস্টার রানা,' বলল লোকটা। 'সুন্দরী মেয়েটিকে একা রেখে আসতে হলো। আমারই ভুল, কথাটা তখনই ভাবা উচিত ছিল।'

'আপনার ছেলের সঙ্গে কথা বলেছেন?'

'প্রথমে কাজ, না?' মুখ তুলে রানার দিকে তাকিয়ে হাসল টাসকান। 'এখন আমি নিশ্চিত, আপনি আমাকে হতাশ করবেন না, মিস্টার রানা।'

'ছেলের সঙ্গে কথা বললেন?'

হাত নেড়ে রানাকে একটা চেয়ার দেখাল লোকটা। 'হুইস্কি...অন্য কিছু?'

'না...শুধু শুধু সময় নষ্ট হচ্ছে। কী বলল আপনার ছেলে?'

'সালজার আমার লক্ষ্মী ছেলে। আমি যা বলি তাই সে করে, মিস্টার রানা। ছাব্বিশ তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত সে আপনার, একেবারে কায়মনোবাক্যে।' থেমে রানার দিকে তাকাল টাসকান। 'এটাই তো আপনি চেয়েছিলেন?'

এতক্ষণে খালি চেয়ারটায় বসল রানা। 'আর কী জানাতে চান আপনি আমাকে?'

‘অগ্রিম হিসেবে কিছু…’ পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল লোকটা, পাঁচশো ডলারের কয়েকটা নোট গুণে বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে।

মাথা নাড়ল রানা। ‘ধন্যবাদ। অগ্রিমের দরকার নেই আপাতত। লাগলে চেয়ে নেব।’

‘স্কুলটা বন্ধ করে দিচ্ছেন, তাই না? ছাত্রদের আসতে নিষেধ করে দেবেন?’ নোটগুলো মানিব্যাগে ঢুকিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করল টাসকান।

‘হ্যাঁ। দাদু মারা যাবার পর এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে ওটা।’

‘হ্যাঁ, তা বন্ধ হয়ে যাবে।’ অন্যমনস্ক একটা ভঙ্গিতে হাত দিয়ে চোয়াল ঘষছে টাসকান, জোছনা লেগে ঝিলমিল করা সাগরের দিকে চোখ। ‘এবার আরেকটা বিষয়, মিস্টার রানা, আপনার জানা উচিত। এটা অত্যন্ত জরুরি যে, কিছুতেই কেউ যেন–আবার বলছি–কিছুতেই কেউ যেন জানতে না পারে আমার ছেলেকে আপনি গুলি চালানো শেখাচ্ছেন। বিশেষ করে পুলিশ।’

শিরদাঁড়ার কাছে শিরশিরে একটা অনুভূতি হলো রানার। ‘এর মানে কী?’

‘আমরা একটা চুক্তিতে আসছি, যার পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত টুইংক্‌ল ধনী হয়ে যাবে, মিস্টার রানা। আপনার এটা ধরেই নেয়া উচিত যে, এর মধ্যে এমন কিছু শর্ত থাকবে যেগুলো আপনাকে, আমাকে আর আমার ছেলেকে মেনে চলতে হবে। সেই শর্তগুলোর একটা হলো নিশ্ছিদ্র গোপনীয়তা।’

‘কী বলছেন প্রথমবারই শুনেছি,’ বলল রানা। ‘আমার প্রশ্ন হলো, আপনার ছেলেকে আমি ট্রেনিং দিচ্ছি, এটা পুলিশ কেন জানতে পারবে না?’

‘কারণ ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে সালজারকে জেলে যেতে হবে।’

চেয়ারে হেলান দিল রানা। ‘খুলে বলুন। পুরো ছবিটা পেতে চাই আমি।’

‘তা তো আপনি চাইতেই পারেন, মিস্টার রানা। দুর্ভাগ্যই

বলতে হবে, ছেলেটা আমার অস্বাভাবিক লম্বা। আবার খুব লাজুকও সে। তার ভালো গুণের কোন অভাব নেই–মনটা নরম, বিবেচক, ছাত্র হিসেবে রীতিমত জিনিয়াস…'

'আপনাকে আমি ছেলের গুণগান গাইতে বলিনি, এই বদভ্যাসটা খুবই নীচ প্রকৃতির লোকজনের মধ্যে দেখা যায়,' ভারী গলায় বলল রানা। 'আমি জানতে চাই, গুলি চালানো শিখছে, এটা কেন পুলিশকে জানানো যাবে না? এই জেলে যাবার ব্যাপারটা কী?'

চকচকে চোখ মেলে রানাকে দেখছে টাসকান। রানা বুঝল, এই ভাষায় কথা শুনতে অভ্যস্ত নয় লোকটা। তবে সামলে নিল নিজেকে। নিচু গলায় বলল, 'ভাল ছাত্র বলে আমি আমার ছেলেকে হার্ভার্ড-এ পড়তে পাঠাই। বেশি লম্বা আর সারাক্ষণ বিব্রত বোধ করায় ছাত্ররা তাকে পেয়ে বসে। পরে যা কানে আসে আমার, বুঝতে পারি খুব একটা খারাপ সময় কাটাতে হয়েছে তাকে। ওই সময়, অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে, একজনকে গুলি করে সালজার। অত্যাচারী ছেলেটা তার একটা চোখ হারায়।

'জ্ঞানী বিচারক পরিস্থিতিটা বুঝতে পারেন। তিনি উপলব্ধি করতে পারেন যে চরমভাবে প্ররোচিত হবার পরই কাজটা করে বসেছে সালজার। তাকে সাসপেন্ডেড সেনটেন্স দেয়া হয়।' ভারী কাঁধ দুটো উঁচু করল টাসকান। 'বিজ্ঞ বিচারক তাঁর রায়ে বলেন, জীবনে কখনও আগ্নেয়াস্ত্র ধরতে পারবে না সালজার। যদি ধরে, ওই স্থগিত সাজা তিন বছরের জেল খাটতে হবে তাকে।'

রানার চোখে কঠিন দৃষ্টি। 'অথচ তারপরও আপনি বাজি ধরলেন, নয়দিনের মধ্যে আপনার ছেলে এক্সপার্ট শুটার হতে পারবে?'

আবার ভারী কাঁধ দুটো উঁচু হলো। 'আগেই বলেছি, খানিকটা মাতাল ছিলাম আমি। যা হবার হয়ে গেছে, মিস্টার রানা। আমি ধরে নিচ্ছি, আমার এ-সব কথা শুনে আমাদের আয়োজনটা আপনি রদবদল করতে চাইবেন না?'

'না, তা চাইছি না,' এক মুহূর্ত ইতস্তত করার পর বলল রানা। 'যদি ফাঁস হয়ে যায় আবার সে বন্দুক ধরেছে…বিপদে পড়বেন

আপনারা, আমার কী!’

‘বিপদটা আপনাদেরও হতে পারে, মিস্টার রানা, কারণ তখন টাকাটা আপনারা পাবেন না।’

‘আমি যে দৃষ্টিতে ব্যাপারটাকে দেখছি–আমার কাজ আপনার ছেলেকে রাইফেল চালানো শেখানো,’ বলল রানা। ‘আমি কোন রকম জটিলতা চাই না। আপনার ছেলের নিরাপত্তার দিকটা দেখা আপনার দায়িত্ব।’

মাথা ঝাঁকাল টাসকান। ‘এ নিয়ে আগেই ভেবেছি আমি, কিছু ব্যবস্থাও নিয়েছি। সালজারের সঙ্গে আমার কয়েকজন লোক যাবে। ওদেরকে নিয়ে আপনাদেরকে কোন ঝামেলা পোহাতে হবে না। ওরা সিকিউরিটির ব্যবস্থা করবে, কোন রকম ঝামেলা করলে সালজারকেও সামলাবে।’

ভুরু কোঁচকাল রানা। ‘ঝামেলা করতে পারে? কীরকম?’

‘না, মানে, অত্যন্ত সেনসিটিভ তো।’ হাত নেড়ে বিষয়টাকে হালকা করতে চাইল টাসকান। ‘এমন কিছু নয় যে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না।’ একটু থেমে আবার শুরু করল, ‘টুইংক্‌লকে আপনি বোঝাতে পারবেন তো আমাদের এই আয়োজন সম্পর্কে কাউকে কিছু বলা যাবে না? বুঝতেই পারছেন, শুধু পুলিশ নয়, যার সঙ্গে বাজি ধরেছি তাকেও আমি জানতে দিতে চাই না কী ঘটছে। আমার ওই বন্ধুটি অত্যন্ত কৌতূহলী, কাজেই সিকিউরিটিও খুব কড়া হতে হবে।’

‘টুইংক্‌ল কাউকে কিছু বলবে না।’

‘ধন্যবাদ।’ হঠাৎ চেয়ার ছাড়ল লোকটা। ‘তা হলে সে কথাই রইল–কাল ছ’টায়।’ রানার আগে সিটিংরুমে ঢুকল সে। প্রকাণ্ড ডেস্কের পিছনে দাঁড়িয়ে ড্রয়ার খুলল, তুলে নিল একটা এনভেলাপ। ‘এটা আপনার জন্যে। আমি যে আপনাকে বিশ্বাস করি, এটা তার প্রমাণ। প্রেরণার উৎসও বলতে পারেন। তবে এটা আপনাকে উপার্জন করতে হবে।’

টাসকানের বাড়ানো হাত থেকে এনভেলাপটা নিয়ে খুলল রানা। ভিতর থেকে বেরুল একটা বেয়ারার বন্ড। মূল্য এক লাখ ডলার

মাত্র।

রেন্ট-আ-কারের মার্সিডিজ নিয়ে শুটিং রেঞ্জে ফিরছে রানা, গেট দিয়ে ঢুকতেই দেখতে পেল নীল একটা ক্যাডিলাক দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রথম দালানের সামনে। ধক করে উঠল বুকের ভিতরটা। এত রাতে...সাড়ে এগারোটায় কে এল? বাড়িতে টুইংক্ল একা...

দালানের সামনে গাড়ি থামিয়ে নীচে নামছে, লিভিংরুমে আলো জ্বলতে দেখল রানা। ধাপ টপকে দরজার দিকে এগোচ্ছে, আলোকিত জানালার সামনে এসে দাঁড়াল টুইংক্ল।

নিঃশ্বাস ছেড়ে পেশিতে ঢিল দিল রানা। 'তুমি ঠিক আছো তো, টুইংক্ল?'

'জী, মাসুদ ভাইয়া। আসুন, এক ভদ্রলোক এসেছেন।'

দরজা খোলাই ছিল, কবাট ঠেলে ভিতরে ঢুকল রানা।

লম্বা সোফাটায় আরাম করে বসে আছে এক নিগ্রো লোক। বয়স হবে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। লম্বা-চওড়া কাঠামো, মুখটা কঠোর, চোয়ালে আক্রমণাত্মক একটা ভঙ্গি। চোখ দুটো কুচকুচে কালো, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। তার হাতে কোক ভর্তি গ্লাস, মোটা ঠোঁট থেকে ঝুলছে জ্বলন্ত সিগারেট। সোফা ছেড়ে দাঁড়াল সে, হাতের গ্লাস টেবিলে নামিয়ে রাখছে, এই সময় টুইংক্ল বলল, 'ইনি মিস্টার ম্যানফ্রেড। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান। আমি ওঁকে বসিয়ে রেখেছি।'

'ডিটেকটিভ সেকেন্ড গ্রেড ডিক ম্যানফ্রেড...পামবিচ পুলিশ স্টেশন,' বলে একটা হাত বাড়িয়ে দিল ম্যানফ্রেড।

হয়তো এক সেকেন্ডেরও কম সময়ের জন্য আড়ষ্ট বোধ করল রানা, তবে সঙ্গে সঙ্গে আবার ঢিল দিল পেশিতে। ভাবল, বুড়ো দাদু খুন হয়েছে, পুলিশ তো আসতেই পারে। কালো চোখ, নির্লিপ্ত একটা ভঙ্গিতে রানাকে সরাসরি দেখছে লোকটা। ও নিশ্চিত, ওর প্রতিক্রিয়া লক্ষ করেছে সে। এ-সব খেয়াল করার ট্রেনিং থাকে পুলিশদের।

'কেসটার কোন সুরাহা হচ্ছে?' হ্যান্ডশেক করার সময় জানতে

চাইল রানা।

মাথা নাড়ল পুলিশ অফিসার। 'আমি ছুটিতে ছিলাম। খুনটার কথা জানতামই না। মিস বোনানযার মুখ থেকে এই মাত্র শুনলাম।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'দুঃখজনক, ব্যাপারটা সত্যিই দুঃখজনক।'

'তা হলে...আমার সঙ্গে আপনার কী কথা?' জানতে চাইল রানা। লোকটার উপস্থিতিতে স্বস্তি পাচ্ছে না। মনে পড়ে গেল টাসকান কী বলেছে—কথাটা কারও জানা চলবে না, বিশেষ করে পুলিশের।

'তোমাকে একটা কোক দেব, মাসুদ ভাইয়া?' জানতে চাইল টুইংক্‌ল। 'আপনি বসুন, মিস্টার ম্যানফ্রেড।'

'দাও একটা,' বলল রানা। 'বসুন, মিস্টার ম্যানফ্রেড।'

সোফায় আরাম করে বসল ডিটেকটিভ অফিসার। টুইংক্‌ল কিচেনের দিকে চলে যাওয়ার পর একটা চেয়ারে বসল রানা।

'আমি আপনার বেশি সময় নেব না, মিস্টার রানা,' বলল ম্যানফ্রেড। 'এত রাতে আসতামও না, কিন্তু হঠাৎ খবরটা পেয়ে...'

'এসেছেন ভালো করেছেন। আমার বোনটা একা ছিল, তাকে সঙ্গ দিয়েছেন। একটা কাজে বাইরে যেতে হয়েছিল আমাকে।'

'হ্যাঁ, মিস বোনানযা বলছিল আমাকে।'

আর কী বলেছে টুইংক্‌ল? রানার অস্বস্তি বাড়ছে।

কোক নিয়ে ফিরে এল মেয়েটি। 'মিস্টার ম্যানফ্রেড জেনে ফেলেছেন, তুমিও দাদুর মতই একজন উঁচুদরের শুটার। উনি চাইছেন, তুমি তার গুলি চালানোর হাতটা আরও একটু পাকিয়ে দেবে,' বলল সে, রানার হাতে কোকটা ধরিয়ে দিল। 'আমি বললাম অন্তত হপ্তা দুয়েক তুমি বোধহয় সময় দিতে পারবে না।' রানার তাকাবার ধরন লক্ষ করে টুইংক্‌ল আবার বলল, 'বললাম স্পেশাল একটা ছাত্র পেয়েছ তুমি, সবটুকু সময় তার পিছনেই দিতে হবে।'

খানিকটা কোক গিলল রানা। মুখের ভিতরটা বালির মত শুকনো হয়ে আছে।

'ব্যাপারটা হলো,' বলল অফিসার, 'হঠাৎ জানতে পেরেছি কদিন

পরই আমাদের পদোন্নতির পরীক্ষা। গুলি আমি ভালোই চালাই, তবে এক্সট্রা কিছু পয়েন্ট পেলে খুব সুবিধে হয়। এখানে আমি এসেছি কিছু টিপস পাবার আশায়। মিস টুইংক্‌ল বললেন, আপনি একজন এক্সপার্ট।'

গ্লাসে ভেসে থাকা বরফের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। 'আপনাকে সাহায্য করতে পারলে খুশি হতাম, তবে সম্ভব নয়। সত্যি দুঃখিত। টুইংক্‌ল ঠিকই বলেছে, দু'হপ্তা অত্যন্ত ব্যস্ত থাকব। আর, তারপর, মাসটা শেষ হলে, এখানকার এই শুটিং রেঞ্জ বন্ধ হয়ে যাবে।'

চকচকে কালো চোখদুটো আবার রানার মুখে কী যেন খুঁজছে।

'এমন একজনকে পেয়েছেন, একা শুধু তার পিছনেই পুরো দুই হপ্তা সময় দিতে হবে?'

'হ্যাঁ।'

'চলতি মাসের পর এটা আপনারা বন্ধ করে দিচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'শুধু মাসের শেষ দু' তিনটে দিন আপনি ফ্রি?'

'হ্যাঁ। আপনি কি অপেক্ষা করতে পারবেন?'

'তা হয়তো করা যায়,' বলল অফিসার। 'আমার পরীক্ষা মাসের শেষদিকে। আপনি আমাকে ঊনত্রিশ তারিখে দু'তিন ঘণ্টা সময় দিতে পারবেন না? তা হলেই হবে।'

'মনে হয় পারব। ঊনত্রিশ তারিখ বিকেল ছ'টায়?' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা।

অফিসার ম্যানফ্রেড নিজের গ্লাস শেষ না করে সোফা ছাড়ল না। 'দেখলাম রঙ-টঙ লাগাচ্ছেন।'

'বিক্রি করে দেওয়া হবে তো, তাই।'

'বোনানজা দাদু আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছিলেন।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অফিসার। 'টুইংক্‌ল বলছিল এই জায়গাটা আপনিই নাকি তাঁকে কিনে দিয়েছিলেন।'

'তিনি আমাকে তাঁর নাতীর মতই স্নেহ করতেন,' বলল রানা।

'শুনলাম আপনি নাকি খুব নাম করা একজন প্রাইভেট

ইনভেস্টিগেটর,' বলল অফিসার। 'আপনার মত নামী-দামি একজন মানুষের এত লম্বা একটা সময় দখল করে নিচ্ছে, নিশ্চয় ক্লায়েন্টটিও সেরকম জাঁদরেল কেউ হবে?'

'অসম্ভব ধনী হলে তাদের অসম্ভব সব খেয়াল থাকে।'

'এমন কেউ, আমি চিনব?'

'না...এখানে সে বেড়াতে এসেছে।'

সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ডিটেকটিভ ম্যানফ্রেড। 'হ্যাঁ...আজকাল স্রোতের মত আসছে ওরা। মগজের চেয়ে টাকা বেশি, ফলে জানে না নিজেদের নিয়ে কী করবে।' দরজার কাছে পৌঁছে হ্যান্ডশেক করার জন্য ঘুরল। 'যদি ফোন না করি, ঊনত্রিশ তারিখ, কেমন?'

'হ্যাঁ। টুইংক্‌লকে সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ।'

গাড়ি নিয়ে চলে যাচ্ছে অফিসার, রানার পাশে এসে দাঁড়াল টুইংক্‌ল। দরজাটা বন্ধ করে সোফায় এসে বসল রানা, চিন্তিত।

'কী হয়েছে, মাসুদ ভাইয়া?' সরে এসে একটা চেয়ারে বসল টুইংক্‌ল। 'আমি কি উচিত হয়নি এমন কিছু বলে ফেলেছি অফিসারকে?'

'না, তুমি কোন ভুল করোনি,' বলল রানা। 'তবে সালজার যে এখানে ট্রেনিং নেবে, এখন থেকে সেটা গোপন করে রাখতে হবে। গোপন মানে...ভুলেও কাউকে বলা চলবে না।'

'সে কী কথা! কিন্তু কেন, ভাইয়া?'

সব কথা তাকে খুলে বলল রানা।

শোনার পর চুপ করে বসে থাকল টুইংক্‌ল, চোখ দুটো সামান্য বড় হয়ে আছে। 'ব্যাপারটা এখন আরও জটিল লাগছে আমার কাছে, মাসুদ ভাইয়া। আমি তোমার বিপদের কথাও ভাবছি।'

'আমার বিপদের কথা তোমাকে...'

রানাকে বাধা দিল টুইংক্‌ল। 'আইনের নিষেধ আছে এমন একজন লোককে তুমি শেখাচ্ছ, পুলিশ ওটা জানতে পারলে তোমাকেও ধরবে না তো?'

'না, আমাকে কেন ধরবে! আমি বলব...' থেমে গেল রানা।

‘এ-কথা বলা সম্ভব নয় যে তুমি জানতে না। শুধু তুমি নও, আমিও জানি। পুলিশ প্রশ্ন করলে আমার পক্ষেও মিথ্যে বলা সম্ভব নয়।’

‘সম্ভব, টুইংক্‌ল,’ বলল রানা। ‘প্রয়োজনে পুলিশকে মিথ্যে কথাই বলব আমরা। কেন, তা তুমি জানো।’

মাথাটা নিচু করল টুইংক্‌ল, তারপর ম্লানসুরে জিজ্ঞেস করল, ‘কিন্তু তুমি কি সত্যি মনে করো এভাবে ওদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার পরিণতি ভালো হবে? দাদুর খুনের বদলা নেয়ার এটাই একমাত্র উপায়?’

‘হ্যাঁ, টুইংক্‌ল, আমি তাই মনে করি।’

মুখ তুলল মেয়েটি। ‘তা হলে ঠিক আছে। দরকার হলে মিথ্যে কথাই বলব। এখন চলো, অনেক রাত হয়েছে–তোমার অপেক্ষায় আমারও খাওয়া হয়নি।’

‘এক মিনিট,’ বলে শার্টের পকেট থেকে এনভেলাপটা বের কওে টেবিলের ওপর ফেলল রানা। ‘এক লাখ ডলারের বেয়ারার বন্ড আছে এতে।’

এনভেলাপটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে খুলল টুইংক্‌ল। বন্ডটা দেখে বলল, ‘কী সাংঘাতিক! এত টাকার বন্ড এভাবে ফেলে রাখছ?’

‘রাখছি এইজন্যে যে, খুনির টাকা আমরা নেব না। আরও একটা কারণ, এটা টোপ, কাজ উদ্ধার হয়ে গেলেই কেড়ে নেবার চেষ্টা করবে।’

‘এটা আমার ব্যাগে তুলে রাখি?’

ভুরু কুঁচকে একটু ভাবল রানা, তারপর বলল, ‘রাখো। তবে ওরা যেই চাইবে ওমনি বের করে দেবে, হাতুড়ির বাড়ি খাওয়ার আগেই।’

‘নিজের ওপর প্রচণ্ড আস্থা লোকটার, জানে কাজ শেষ না করে বন্ডটা তুমি ভাঙাতে চেষ্টা করবে না,’ বলল টুইংক্‌ল। ‘তবে, মাসুদ ভাইয়া, এই কাজের জন্যে এত টাকা…এটা রূপকথাকেও হার মানাচ্ছে।’

‘হ্যাঁ, আমিও ঠিক তাই ভাবছি,’ বলল রানা। ‘এবার একটু

সাহায্য করো আমাকে, দাদুর ঘর ওই ছেলেটার জন্যে ছেড়ে দিয়ে আমি তোমার পড়ার ঘরটা দখল করতে চাই।'

চার

ভোর পৌনে পাঁচটায় কফি বানিয়ে রানার ঘুম ভাঙাল টুইংক্‌ল।

শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাল রানা। বারান্দায় বসে সকালের ঠাণ্ডা বাতাস উপভোগ করছে, হাতে ধূমায়িত কফির কাপ।

ওর পাশে এসে দাঁড়াল টুইংক্‌ল। 'মাসুদ ভাইয়া।'

'কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ। শেষমেশ দাদুর ছাত্র ছিল ছয়জন। অনেক দূর থেকে আসে তারা। ফোন করে তাদেরকে আসতে মানা করা উচিত না?'

'অবশ্যই। সেই সঙ্গে বোলো আমরা এটা বন্ধ করে দিচ্ছি।'

'ঠিক আছে।' একটু থেমে টুইংক্‌ল জানতে চাইল, 'তুমি যে আমাকে হোস্টেলে রেখে আসবে বললে...আমি তো থাকব না, তোমাদের জন্যে রাঁধবে কে?'

হেসে ফেলল রানা। 'আরে, এটা তো ভেবে দেখিনি। তবে চিন্তার কিছু নেই, কোন একটা ব্যবস্থা টাসকানই করবে। নিজের ছেলেকে নিশ্চয়ই না খাইয়ে রাখবে না সে।'

'আমি তা হলে বই নিয়ে বসি,' বলল টুইংক্‌ল। 'তোমার কিছু দরকার হলে ডেকো আমাকে।'

'ঠিক আছে।'

ঠিক ছ'টা দশ মিনিটে ছোট একটা ট্রাককে গেট দিয়ে ভিতরে

ঢুকতে দেখল রানা। সামনের সিটে দু'জন লোক। ওকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়ল ড্রাইভার, তারপর একটু ঘুরিয়ে ট্রাকটাকে বারান্দার দিকে নিয়ে এল।

অপেক্ষা করছে রানা।

ট্রাক থামতে লোক দুজন নীচে নামল। সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা হবে ড্রাইভার, শুধু একজোড়া কালো বক্সিং ট্রাঙ্কস পরে আছে। লোকটার শরীর ঘন আর কর্কশ লোমে ঢাকা। বয়স হবে ত্রিশ, মুখটা মাংসল আর কালো। বোঝাই যায়, মার্কিন নয়, বিদেশী। ত্বকের নীচে ঢেউ খেলানো প্রচুর পেশি, ভাবসাব বলে দিচ্ছে গোক্ষুরের মত ক্ষিপ্র আর বুনো ষাঁড়ের মত শক্তিশালী।

তার সঙ্গীর দিকে তাকাল রানা। এর বয়স আরেকটু বেশি, আরেকটু খাটোও সে। তার হাওয়াইয়ান শার্টের লাল জমিনে হলুদ ফুল—এ-ধরনের শার্ট আজকাল কেউ পরে বলে মনে হয় না। স্ল্যাকস জোড়া সাদা। এ-ও কালো, বাইরে থেকে এসেছে। মুখে পক্স বা অন্য কিছুর দাগ আছে। চোখ দুটো ছোট, নাক চওড়া আর চ্যাপ্টা। চেহারায় গুণ্ডাদের মত বেপরোয়া একটা ভাব।

ধাপ বেয়ে বারান্দা থেকে নীচে নামছে রানা, ওর দিকে এগিয়ে এল ড্রাইভার। 'মিস্টার রানা? আমি কোলামবি। মিস্টার বেনিডিকটাস টাসকানের ডান হাত, বাম হাত আর সম্ভবত বাম পা-ও বলতে পারেন আমাকে। ডান পা-টা আমাকে লাথি মারবেন বলে রেখে দিয়েছেন নিজের আয়ত্তেই!' তার হাসিটা চওড়া হলো। 'আর এ হলো রামালু। ওকে নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন দরকার নেই। ও হলো স্রেফ একটা বেল্লিক, সবচেয়ে ভালো পারে ঘোড়ার ফেলে যাওয়া...পরিষ্কার করতে।'

ভাগ্য ভালো বলতে হবে যে লোকটা হাত বাড়ায়নি, হ্যান্ডশেক করতে হলো না। প্রথম দর্শনেই তাকে পছন্দ হয়নি রানার। পছন্দ হয়নি তার সঙ্গীটিকেও। 'ওটা কেন আনা হয়েছে?' জানতে চাইল ও।

'ট্রাক ছাড়া এত সব জিনিস আনতাম কীভাবে, মিস্টার রানা?' হঠাৎ রানাকে ছাড়িয়ে গেল ড্রাইভারের দৃষ্টি, বিস্ময় ভরা মুগ্ধ একটা

ভাব ফুটল চেহারায়। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। বারান্দা থেকে কফির কাপ-পিরিচ নিয়ে লিভিং রুমে ফিরে যাচ্ছে টুইংক্‌ল। একটা গেঞ্জি আর জিনস পরেছে। হাঁটার সময় সামান্য ঝাঁকি খেল তার নিতম্ব।

'ইনিই আপনার সিসটার?' জিজ্ঞেস করল কোলামবি, দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল রানার দিকে।

'তা জেনে তোমার কোন দরকার নেই,' কঠিন সুরে বলল রানা। 'এতসব জিনিস-পত্র মানে?'

'এতসব মানে...সবই! রাইফেল, অ্যামিউনিশন, খাবারদাবার, বিয়ার, হুইস্কি, সিগারেট। কিছুই আমি বাদ দিইনি।'

'খাবারদাবার কেন?'

কোলামবির হাসি সরু হলো। 'মিস্টার টাসকান পাঠিয়েছেন, শুভেচ্ছা সহ।' ট্রাকের পাশে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা সঙ্গীর দিকে ঘুরে গেল। 'ও হে, রামালু, মাল-পত্র সব নামাও।' রানার দিকে ফিরল। 'ওদিকে ওটা কি শুটিং রেঞ্জ? আপনি ইয়েস বললে ওখানেই আমরা অ্যামিউনিশন আনলোড করতে চাই।'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। শুভেচ্ছা! টাসকান যদি নিজের খরচ বাড়াতে চায় তাতে ওর কী। 'সালজার কোথায়?'

'রওনা হয়ে গেছে। যে-কোন মুহূর্তে পৌঁছে যাবে। একটা জায়গা দেখাতে পারেন, যেখানে আমরা তাঁবু ফেলব? আমি আর রামালু এবং আর সবাই—আমরা কেউ আপনাদেরকে বিরক্ত করব না। আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা আলাদা। রামালু দেখবে ওদিকটা।' আবার চওড়া হাসি দেখা গেল মুখে। 'আপনি শুধু বলুন আমরা কোথায় থাকলে আপনাদের অসুবিধে হবে না।'

'এখানে তোমাদের কাজটা কী? আর সবাই মানে?'

'নিরাপত্তার দিকটা দেখার জন্যে আর সবাই। এই ধরুন, আঠারো-বিশজন টহল দিয়ে বেড়াবে দৃষ্টিসীমার বাইরে থেকে। কাউকে যদি এদিকে আসতে দেখা যায়, ভদ্রভাবে কিছু একটা বুঝিয়ে বিদায় করে দেওয়া হবে। ভয় দেখানো বা হুমকি দেয়ার

মধ্যে আমরা নেই, মিস্টার রানা। সবই বিনয়ের সঙ্গে করা হবে। আর আপনাদের সেবার জন্যে থাকছি আমরা দুজন। সে নির্দেশই দিয়েছেন মিস্টার টাসকান আমাদেরকে। তাঁর নির্দেশ আমরা মাথায় তুলে রাখি।'

দূরের এক সারি পামগাছের দিকে হাত তুলল রানা, দালানগুলোর কাছ থেকে কম করেও পাঁচশো গজ দূরে। 'ওগুলোর ওপারে যে-কোনও জায়গায়।'

'ঠিক আছে। যাই, রামালুকে একটু সাহায্য করি।' ট্রাকের দিকে ফিরে গেল কোলামবি।

বারান্দায় বেরিয়ে এসে রানার পাশে দাঁড়াল টুইংক্‌ল। 'ওরা কারা, মাসুদ ভাইয়া?' জানতে চাইল সে।

'টাসকানের দু'জন কর্মচারী। সঙ্গে করে বাজার নিয়ে এসেছে ওরা। বলছে, আরও নাকি আঠারো-বিশজন ঘিরে রাখবে আমাদেরকে। নিরাপত্তার স্বার্থে!'

রানার দিকে তাকিয়ে থাকল টুইংক্‌ল। 'বাজার?'

'হ্যাঁ, মানে, নয়দিনে যা-যা লাগার কথা সবই কিনে পাঠিয়েছে টাসকান,' বলল রানা। 'তুমি ওদেরকে দেখিয়ে দাও জিনিসগুলো কোথায় রাখবে।'

আরও এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর ধাপ বেয়ে নেমে ট্রাকের দিকে এগোল টুইংক্‌ল। ভারী দুটো কাঠের বাক্স মাথায় করে নিয়ে আসছিল কোলামবি আর রামালু, তাকে দেখতে পেয়ে দু'জনেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল কোলামবি। 'অঢেল ভালো ভালো খাবার, মিস টুইংক্‌ল,' বলল সে। 'কোথায় রাখতে বলেন, প্লিজ?'

এই সময় সোনালি রোলস-রয়েসটাকে গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকতে দেখে সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে নামল রানা। টুইংক্‌লকে পাশ কাটাবার সময় বলল, 'ছোকরা পৌঁছে গেছে, টুইংক্‌ল। তুমি তৈরি হয়ে থাকো, ওদিকটা একটু সামলে নিয়েই তোমাকে রেখে আসব হোস্টেলে।'

শিম্পাঞ্জির মত দেখতে রোলসের সেই ড্রাইভার গাড়ি থেকে প্রায় পিছলে নীচে নামল। দ্রুত পিছনদিকে এসে বুট খুলল সে, ভিতর থেকে একটা সুটকেস বের করল।

সালজার টাসকান গাড়ি থেকে নামল ধীরে ধীরে, অপ্রতিভ একটা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল রোদে, রানাকে এগিয়ে আসতে দেখছে।

কালো শর্ট-স্লিভ সুতি শার্ট পরেছে সালজার, কালো সুতি স্ল্যাকস্, কালো রোপ-সোলড শু। সে যেন সাদা একটা বক, আলকাতরায় পড়ে গেছে।

'হাই,' বলে হাত বাড়াল রানা।

মাথাটা নত করল সালজার। চোখ দুটো কালো গগলসে ঢাকা থাকায় পুরো চেহারাটা এখনও অজ্ঞাত। নিস্তেজ মুঠোয় রানার হাতটা ভরল সে। সামান্য চাপ, তারপরই ছেড়ে দিল।

'এসো, তোমার কামরাটা দেখিয়ে দিই,' বলল রানা। 'কফি চলবে তো?'

'না, ধন্যবাদ। না…ও-সব আমি সেরে এসেছি।' চারদিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে সালজার।

'কামরাটা দেখাই, তারপর রেঞ্জে নিয়ে যাব।'

'কামরাটা না দেখলেও চলে। জানি ওটা ঠিকই আছে।'

'বেশ।' শিম্পাঞ্জির দিকে ঘুরে গেল রানা। 'সুটকেসটা প্রথম দালানে রেখে এসো। টুইংক্ল তোমাকে দেখিয়ে দেবে কোথায় রাখতে হবে।'

যে যার বাক্স রেখে শেড থেকে বেরিয়ে এল কোলামবি আর রামালু। রানার সামনে থেমে কোলামবি বলল, 'ডেলিভারি দেয়ার কাজ শেষ, মিস্টার রানা।' সালজারকে দেখতে পেয়ে খক-খক আওয়াজ করে হাসল সে, অপমানজনক বললে ভুল হবে না। 'হাই, মাস্টার টাসকান! বুম-বাম-ড্রিম-ড্রাম শুরু করার জন্যে তৈরি, কেমন?'

সালজারকে সিটকাতে দেখল রানা, ফরসা মুখ লাল হয়ে উঠল তার।

কোলামবির কথাবার্তা অসহ্য লেগে উঠল রানার। এ-ধরনের লোককে চেনে রানা, নিজেকে অত্যন্ত স্মার্ট আর কঠিন পাত্র মনে করে। মনে করে সবাই ভয় করে চলে তাকে।

'রাইফেল আর অ্যামিউনিশন নিয়ে যাও রেঞ্জে!' হুকুম দিল রানা। 'এখানে তোমার আর কোনও কাজ নেই। এদিকে ঘুরঘুর না করে রেঞ্জের ধারে-কাছে থাকো। যখন-তখন দরকার লাগতে পারে আমার।'

চড় খেলেও লোকটা এভাবে চমকাত না। তবে তা মাত্র মুহূর্তের জন্য, তারপরই আড়ষ্ট হয়ে গেল সে। মুখটা কঠিন আর ভীতিকর একটা আকৃতি পেল, রানার দিকে স্থির চোখ দুটো থেকে যেন আগুন ঝরছে। 'আপনি আমাকে কিছু বললেন, মিস্টার?'

'তবে কাকে?'

'আপনার দরকারে লাগার জন্যে আমাকে পাঠানো হয়নি, সার। সিকিউরিটির দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে।'

'ন্যাকামি বাদ দাও। যা বললাম করো, তারপর চোখের সামনে থেকে দূর হও।'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। মুহূর্তের জন্য রানার মনে হলো লোকটা ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে। তবে না, একেবারে শেষ মুহূর্তে যেভাবেই হোক নিজেকে সামলে নিল সে। জোর করে যে নিঃশব্দ হাসিটা হাসল, গায়ের রোম দাঁড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো রানার। 'ঠিক আছে, মিস্টার রানা।'

'আর মুখ থেকে ওই বিচ্ছিরি হাসিটা মুছে ফেলো,' খেঁকিয়ে উঠল রানা। 'আমার ভালো লাগছে না।'

তাড়াতাড়ি সালজারের দিকে তাকাল কোলামবি, তারপর রানাকে ছাড়িয়ে রামালুর উপর দৃষ্টি ফেলল। রামালু হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে রানার দিকে।

'আপনি আমার সঙ্গে এভাবে কেন কথা বলবেন?' জিজ্ঞেস করল কোলামবি।

তার গলার আওয়াজে অনিশ্চয়তার ভাবটুকু রানার কানে ধরা পড়ে গেল। 'যেহেতু আমি এই রেঞ্জের বস্। এখানে সব কিছু

আমার হুকুমে, আমার পছন্দ মত চলবে। তোমার চালচলন, ব্যবহার আমাকে ইরিটেট করছে।'

নিজের জায়গা ছেড়ে নড়ল না কোলামবি। বোমা ফাটার আগের মুহূর্ত হয়ে উঠল নীরবতা। তার রোদে পোড়া কালো চামড়া বেগুনি হয়ে উঠছে। মনে হলো সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না–চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করবে, নাকি আত্মসমর্পণ করবে। 'আমার সঙ্গে লাগার...' শুরু করল সে, প্রচণ্ড রাগ সামলাতে না পারায় কণ্ঠস্বর কাঁপছে।

এবার বাঘের মত গর্জে উঠল রানা। 'ভাগো! দূর হও!'

ইতস্তত করল কোলামবি, তারপর ধীর পায়ে ট্রাকের দিকে এগোল। ড্রাইভিং সিটে বসে স্টার্ট দিল সে। চোখের কোণ দিয়ে রানা দেখল তার পাশে উঠে বসল রামালু। ট্রাক শুটিং রেঞ্জের দিকে এগোল।

সালজারের দিকে তাকাল রানা। নিষ্প্রাণ মূর্তির মত আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা। কালো সানগ্লাস রানার দিকে ফেরানো। রানা ধরে নিল ওর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে সে।

নিঃশব্দে হাসল রানা। 'লোকটার আচরণ আমার পছন্দ হয়নি, সালজার,' নরম গলায় বলল ও। 'সাধারণত কারও সঙ্গে আমি খারাপ ব্যবহার করি না। কিন্তু এ আমার নার্ভের ওপর প্রেশার ফেলতে শুরু করেছে। সত্যি তুমি কফি বা আর কিছু নেবে না?'

একটা ঢোক গিলে মাথা নাড়ল সালজার।

রোলস-রয়েসের শিম্পাঞ্জি ড্রাইভার একটু দূর থেকে সব দেখছিল। এতক্ষণে ধীর পায়ে এগিয়ে আসতে দেখা গেল তাকে। 'এক্সকিউজ মি, সার,' রানাকে বলল সে। তার চ্যাপ্টা মুখের চামড়া টান টান হয়ে আছে, নাকের ফুটো দিয়ে নিঃশ্বাস বেরুচ্ছে শিসের মত আওয়াজ করে। 'মাস্টার টাসকানের সঙ্গে কথা বলতে পারি আমি, প্লিজ?'

মাথা ঝাঁকিয়ে বারান্দায় উঠে গেল রানা, টুইংক্‌ল ওর দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে। 'কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ। প্লিজ, তুমি এত মাথা গরম কোরো না তো, ভাইয়া!'

অভয় দিয়ে হাসল রানা। 'কিছু লোককে ধমক না দিলে মাথায়

চড়ে বসে। ডেলিভারি পাওয়া খাবার জিনিসগুলো দেখেছ?'

'আমি দেখে কী করব?' হাসল টুইংক্‌ল্‌, 'আমি রাঁধবও না, খাবও না। ওদেরকে জিজ্ঞেস করেছ, কে তোমাদের রেঁধে খাওয়াবে?'

'সে সময় হলে জানা যাবে,' বলল রানা। 'তুমি হোস্টেলের জন্যে তৈরি তো?'

'হ্যাঁ, প্রায়।'

স্টার্ট নেওয়ার আওয়াজ শুনল রানা, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। গেটের দিকে ঘুরে যাচ্ছে রোলস-রয়েস। রোদের মধ্যে যেখানে রেখে এসেছে, এখনও ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সালজারকে, হাত দুটো পিছনে এক করা, করুণ দৃষ্টিতে রোলস-রয়েসের ফিরে যাওয়াটা দেখছে।

'সালজারের দায়িত্ব নিতে হচ্ছে আমাকে,' টুইংক্‌লকে বলল রানা। 'ওকে কাজে লাগিয়ে দিয়েই ফিরে আসছি আমি, কেমন?'

'তোমাকে আসতে হবে না, তৈরি হয়ে আমিই চলে যাব মার্সিডিজ নিয়ে।'

'ঠিকই তো বলেছ,' খুশি হলো রানা। 'তুমি নিয়ে যাও ওটা। আগামী দশদিন গাড়ি লাগবে না আমার। পৌঁছে একটা ফোন দিয়ো। সো লঙ!'

বারান্দা থেকে নেমে বালির উপর দিয়ে এগোচ্ছে রানা, তাই দেখে চমকে উঠল সালজার, গগলস তাক করল ওর দিকে।

'চলো, রেঞ্জে গিয়ে কথা বলি।' এগোল রানা।

নিঃশব্দে গ্যালারিতে ঢুকল ওরা, ঢালু ছাদের নীচে ছায়ায় দাঁড়াল। একশো গজ দূরে গরম রোদের মধ্যে টার্গেটগুলোকে দেখা যাচ্ছে।

ঢালু ছাদের নীচে কয়েকটা কাঠের বেঞ্চ রয়েছে, একটার পাশে পড়ে রয়েছে ক্যানভাস কেসে ভরা একটা রাইফেল আর দুই কেস ভর্তি অ্যামিউনিশন।

'এটা তোমার অস্ত্র?'

মাথা ঝাঁকাল সালজার।

‘বসো। ঢিল দাও পেশিতে।’

একটা বেঞ্চে এত সাবধানে বসল সালজার, যেন ভয় পাচ্ছে তার ভারে ভেঙে পড়বে ওটা। ঘামের ফোঁটায় ঢাকা পড়ে আছে লম্বাটে মুখ। হাত দুটো কাঁপছে, মাঝে মধ্যে ঝাঁকিও খাচ্ছে। রানা ভাবল, এরকম নার্ভাস ছাত্র খুব কমই দেখা যায়।

তবে এদের সম্পর্কে জানে ও। এরা আগ্নেয়াস্ত্রকে ঘৃণা করে, গুলির আওয়াজ সহ্য করতে পারে না। সেনাবাহিনীতেও এরকম এক-আধজন ঢুকে পড়ে। এদের প্রথমে অভয় দিতে হয়, সহানুভূতি জানাতে হয়–যেন নার্ভাস একটা ঘোড়াকে বশ করার কাজ চলছে। সেটা ব্যর্থ হলে ধমক আর ভয় দেখিয়ে চেষ্টা করতে হয়। তারপর হাল ছেড়ে না দিয়ে উপায় থাকে না। কিন্তু সালজারের বেলায় হাল ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্নই বোধহয় নেই।

রানার মুখ থেকে ‘সম্ভব নয়’ শুনতে রাজি হবে না টাসকান।

‘তুমি সিগারেট খাও?’ জিজ্ঞেস করল রানা। ‘খেলে ধরাতে পার।’

মাথা নাড়ল সালজার।

‘তা হলে তো খুব ভালো। তাতে সুবিধে হয়।’ সালজারের কাঁধে একটা হাত রাখল রানা। ‘যেহেতু একটা কাজ করব বলে আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, তিক্ত বা ভীতিকর কিছু যদি অতীতে ঘটে থাকে, সব আমরা ভুলে যাব–যাতে এই কাজটায় কোন রকম বিঘ্ন না ঘটে, ঠিক আছে?’

রানার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল সালজার।

‘বয়সে তুমি আমার চেয়ে অনেক ছোট, তারপরেও এই কাজটায় পরস্পরের বন্ধু আমরা, কেমন? এই কাজটা বেশ শক্ত, তবে সব সময় মনে রাখবে তোমাকে সাহায্য করার জন্যে মাসুদ রানা আছে।’

চুপচাপ বসে রানাকে দেখছে সালজার। তার প্রতিক্রিয়া ধরতে পারছে না রানা। চোখের সমস্ত ভাব লুকিয়ে রেখেছে গগলস।

‘তোমার রাইফেলটা আমি দেখব, সালজার?’

মাথা ঝাঁকাল সালজার। বেঞ্চে একটু সরে বসল, ক্যানভাস কেসটার দিকে কেমন অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল।

কেস থেকে বের করে অস্ত্রটা পরীক্ষা করল রানা। খুবই ভালো জিনিস। ওয়েস্টন অ্যান্ড লি আজেবাজে কিছু তৈরি করে না। এই রাইফেল দিয়ে কেউ যদি শুট করতে না পারে, কোনও রাইফেল দিয়েই পারবে না।

'বাহ্, দারুণ তো!' অ্যামিউনিশনের একটা বাক্স খুলে দশটা গুলি ভরল রানা ম্যাগাজিনে, তারপর বোল্ট টেনে রাইফেলের ব্রিচে নিয়ে এল একটা বুলেট। 'এবার বাম দিকের প্রথম টার্গেটের দিকে তাকাও।'

মাথাটা ধীরে ধীরে ঘোরাল সালজার, তপ্ত বালির উপর দিয়ে একশো গজ দূরে টার্গেটের দিকে চলে গেল দৃষ্টি।

'শুধু তাকিয়ে থাকো ওটার দিকে।'

রাইফেলটা কাঁধে তুলে নিজেকে শক্ত করল রানা। ওর জন্য শুটিংটা পানির মত সহজ। ছয় রাউন্ড গুলি করল ও। টার্গেটের মাঝখানটা বিচ্ছিন্ন হয়ে বালিতে পড়ে গেল। 'চেষ্টা করলে তুমিও এরকম গুলি চালাতে পারবে, সালজার। বিশ্বাস করা কঠিন, না? কিন্তু চেষ্টা করলে সত্যিই পারবে।'

কালো গগলস স্থির হয়ে থাকল রানার দিকে। খুদে আয়না দুটোয় নিজেকে দেখতে পাচ্ছে ও। একটু যেন আড়ষ্ট বোধ করল রানা। 'আমার একটা উপকার করবে, সালজার?' পেশিতে ঢিল দিয়ে বলল ও।

দীর্ঘ নীরবতার পর খসখসে গলায় ছেলেটা বলল, 'উপকার? আমাকে বলা হয়েছে আপনার প্রতিটি নির্দেশ মেনে চলতে হবে।'

'তার বোধহয় প্রয়োজন হবে না, তবে আপাতত চোখ থেকে সানগ্লাসটা খুললেই হবে।'

শক্ত হয়ে গেল সালজার, শরীরটা একটু সরে গেল পিছনে, দু'জনের মাঝখান পাঁচিল হয়ে থাকা গগলসের দিকে হাত দুটো তুলল আগলে রাখার ভঙ্গিতে।

'কারণটা হলো,' ব্যাখ্যা করল রানা, 'সানগ্লাস পরে তুমি টার্গেট

প্র্যাকটিস করতে পারবে না। এ কাজে অস্ত্রের মতই গুরুত্বপূর্ণ চোখ দুটো। ওটা খোলো, সালজার। এখানে আলো খুব উজ্জ্বল, তোমার চোখে সেটা সইয়ে নিতে হবে।'

সালজারের ডান হাতটা ধীরে ধীরে গগলসের দিকে উঠছে। দ্বিধা আর সঙ্কোচ তার কাটতেই চায় না। অবশেষে চোখ থেকে সেটা নামাল সে।

এই প্রথম তাকে দেখল রানা। যা আন্দাজ করেছিল, বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশই হবে। চোখ দুটো তার গোটা চেহারাটাকে বদলে দিল। ভালো, নির্মল একজন মানুষের চোখ, তাকানোর ভঙ্গিটা সরাসরি, তাতে সরলতা আর সততার পাশাপাশি বুদ্ধির দীপ্তি আছে–শেষটা রানা একেবারেই আশা করেনি। ছেলেটাকে বোকাসোকা বলে মনে করেছিল ও। তা তো নয়ই, বরং ঠিক তার উল্টো। তবে এই মুহূর্তে সালজারের চোখে ভয়ও আছে।

ছেলেটা বাপের মত হয়নি একেবারেই।

সালজারকে পাশে বসিয়ে রাইফেলের কোন্ পার্টসের কী কাজ বোঝাচ্ছিল রানা, এই সময় দরজায় এসে দাঁড়াল টুইংক্ল।

রাইফেল নিয়ে কথা বলাটা অযথা সময় নষ্ট, জানে রানা, তারপরও ছেলেটার নার্ভাসনেস দূর করার জন্য ধৈর্য ধরে কাজটা করে যাচ্ছে। খুব নরম সুরে তাকে বোঝাচ্ছে: রাইফেলটা তার হাতে জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে, তার কথা শুনবে ওটা, হয়ে উঠবে বিশ্বস্ত বন্ধু। কীভাবে কাঁধে তুলতে হবে, গালটা ঠেকাতে হবে রাইফেলের বাঁটে, তারপর রিয়ারসাইটের ভিতর স্থির রেখে ফ্রন্টসাইটকে তুলে আনতে হবে টার্গেটের গায়ে ইত্যাদি। ফলাফল? ওর মনে হলো, কথাগুলো নিরেট পাঁচিলে লেগে ফিরে এল গলফ বলের মত। ঠিক এই সময়ে হঠাৎ করে টুইংক্ল চলে আসায় মনোযোগ না দেওয়ার একটা অজুহাত পেয়ে গেল সালজার।

'দুঃখিত, মাসুদ ভাইয়া,' বলল টুইংক্ল, বুঝতে পারছে বিরক্ত হয়েছে রানা। 'আমি তোমাকে ডিসটার্ব করতে চাইনি...'

'কী ব্যাপার, টুইংক্ল?' জানতে চাইল রানা শান্ত গলায়, কিন্তু

নিজের অজান্তেই গলার আওয়াজ একটু হয়তো চড়ে গেল। চোখের কোণ দিয়ে সালজারকে চমকে উঠতে দেখল ও। টুইংক্‌লও থমকে দাঁড়িয়েছে।

'তোমার মার্সিডিজ স্টার্ট নিচ্ছে না।'

বড় করে একটা শ্বাস নিল রানা। হাতঘড়ি দেখল। দৈত্যাকার তালগাছটাকে দু'ঘণ্টারও বেশি সময় দেওয়া হয়ে গেছে দেখে বিস্মিত হলো ও। চট্‌ করে একবার দেখে নিল তাকে। নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। রানা খেয়াল করল তার কপালের একটা শিরা লাফাচ্ছে। টুইংক্‌লের উপস্থিতি আর রানার চড়া কণ্ঠস্বর সম্ভবত দু' আড়াই ঘণ্টার কাজ নষ্ট করে দিয়েছে।

রাইফেলটা নামিয়ে রাখল রানা। 'কেন, স্টার্ট নেবে না কেন?'

ফাটলে আঙুল আটকানো শিশুর মত অসহায় দেখাচ্ছে টুইংক্‌লকে। 'জা-জানি না। কিন্তু অনেকবার চেষ্টা করেও স্টার্ট দিতে পারছি না।'

মেজাজটা কোন রকমে শান্ত করে বলল রানা, 'ঠিক আছে, চলো দেখি।' তারপর সালজারের দিকে ফিরে বলল, 'এখনই আসছি। চোখে আলো সয়ে গেছে, কাজেই এখানেই বসে থাকো তুমি। গগলসটা পোরো না।'

বিড় বিড় করে কিছু একটা বলল সালজার, তবে এরই মধ্যে বেঞ্চ ছেড়ে দরজার কাছে পৌঁছে গেছে রানা। পিছু হটল টুইংক্‌ল, সরে গিয়ে পাশ কাটাবার জায়গা করে দিল ওকে।

'গ্যাস পেডালে জোরে চাপ দিয়েছিলে?' জিজ্ঞেস করল রানা, ওর পাশে থাকার জন্য হন-হন করে হাঁটছে টুইংক্‌ল।

'জী, মাসুদ ভাইয়া।'

'বিগড়াবার আর সময় পেল না! চিন্তা কোরো না, এখনই ওটার ব্যারাম সারিয়ে দিচ্ছি।' রানা নিশ্চিত টুইংক্‌ল ভুল-ভাল কিছু করে ফেলায় বেঁকে বসেছে রেন্ট-আ-কারের গাড়িটা।

পামগাছের পাতা দিয়ে তৈরি একটা চালার নীচে পার্ক করা রয়েছে মার্সিডিজটা। হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল রানা—এখনও বিশ্বাস, ওর হাতে পড়লে স্টার্ট না নিয়ে যাবে

কোথায়।

পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে টুইংক্‌ল।

গিয়ার লিভার নেড়েচেড়ে দেখে নিল রানা নিউট্রালে আছে কিনা। এরপর পা দিয়ে গ্যাস পেডাল মেঝের সঙ্গে চেপে ধরে ইগনিশন সুইচ অন করল। শব্দ বেরুল, কিন্তু গাড়ি স্টার্ট নিল না। একে একে আরও তিনবার চেষ্টা করল ও। আওয়াজটাই বলে দিচ্ছে ইঞ্জিন স্টার্ট নেবে না।

স্টিয়ারিং হুইলে হাত রেখে ধুলোমাখা উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল রানা। ভাবছে, গাড়িটার স্টার্ট নেওয়া, নাকি সালজারকে ট্রেনিং দেওয়া, কোন্‌টা বেশি গুরুত্বপূর্ণ?

গাড়ি থেকে নেমে বনেট খুলল রানা ইঞ্জিনটা দেখবে বলে। কোনও গাড়ি এরকম আওয়াজ করলে প্রথম কাজ হলো ডিসট্রিবিউটার হেড চেক করা, পয়েন্টগুলো পরিষ্কার করার জন্য তৈরি থাকা। সেটাই করতে যাচ্ছে ও।

কিন্তু দেখা গেল: ডিসট্রিবিউটার হেডটা নেই।

ঠাণ্ডা হয়ে গেল রানা। মেজাজটা এখন আর গরম নয়। শিরদাঁড়ার কাছে শিরশিরে একটা অনুভূতি হলো। 'কীভাবে স্টার্ট নেবে...ডিসট্রিবিউটার হেডই তো খুলে নেওয়া হয়েছে!' বনেটটা নামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বন্ডটা তোমার সঙ্গে আছে?'

চোখ বড় বড় করে রানার দিকে তাকিয়ে ছিল টুইংক্‌ল, মাথাটা ওপর-নীচ করল নিঃশব্দে। তারপর হাতব্যাগ খুলে বন্ডটা বের করে দিল।

'মনে হচ্ছে, আমাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে,' বলল রানা, 'সাবধান হওয়ার এখনই সময়। এটা আমাদের কারও কাছেই এখন রাখা ঠিক নয়,' হাসল রানা।

'কিন্তু...কিন্তু এসবের মানে কী, ভাইয়া?'

'জানি না এখনও, বোন। তবে জানব। এ নিয়ে কিচ্ছু ভেবো না তুমি, সুটকেসটা থাকুক পেছনের সিটেই। তুমি রেঞ্জে যাও, সালজারকে খানিকক্ষণ সঙ্গ দাও গিয়ে। সম্ভব হলে ওর বাবা আর দাদুর নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে দু'একটা প্রশ্ন করে দেখো, কী বলে।

আমি কোলামবির সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি। আমার ধারণা ডিসট্রিবিউটার হেডটা সে-ই খুলে নিয়ে গেছে।'

'মাসুদ ভাইয়া, সাবধান। ওই লোকটাকে আমার ভয় লাগে।'

'আমার লাগে না,' অভয় দিল রানা। দূরের পামগাছ লক্ষ্য করে হাঁটা ধরল।

কড়া রোদের মধ্যে হাঁটতে কারই বা ভালো লাগে। ট্রাকটা যখন দৃষ্টিপথে এল, তার আগেই ঘেমে গোসল হয়ে গেছে রানা।

কোলামবি আর রামালু বড়সড় একটা তাঁবু টাঙাচ্ছিল। জায়গাটা ভালোই বেছেছে তারা। প্রচুর ছায়া আছে, সামনেই লম্বা সৈকত আর আদিগন্ত সাগর। এগোচ্ছে রানা, প্রথমে রামালুকে দেখতে পেল, তার হাওয়াইয়ান শার্ট ঘামে ভিজে সপসপে হয়ে গেছে। খাটনির কাজটুকু তাকে দিয়েই করিয়ে নিচ্ছে কোলামবি। এক জায়গায় বসে আপনমনে গান গাইছে সে। গানের গলা বেশ ভালো তার। শুনে মনে হলো আওয়াজটা ট্র্যানজিস্টার রেডিও থেকে বেরিয়ে আসছে।

রানাকে দেখে গান থেমে গেল তার, সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে রামালুকে কী যেন বলল। মুখ তুলে রানার দিকে একবার তাকাল রামালু, তারপর নিজের কাজে মন দিল আবার—মাটিতে খুঁটি পুঁতছে সে।

কোলামবির কাছ থেকে ছয় ফুট দূরে থামল রানা। এগিয়ে আসছিল কোলামবি, সে-ও দাঁড়িয়ে পড়ল।

'আমার গাড়ির ডিসট্রিবিউটার ক্যাপটা তোমার কাছে,' বলল রানা, ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বর, প্রায় শান্ত। 'দাও।'

'হ্যাঁ, মিস্টার রানা। ওটা আমার কাছে...হুকুম পেয়ে খুলে আনতে হয়েছে।'

'দাও ওটা,' আবার বলল রানা।

'আপনি হুকুম করছেন।' কোলামবির নিঃশব্দ হাসি চওড়া হচ্ছে। 'কিছু হুকুম মিস্টার টাসকানও করেছেন! তিনি বলেছেন এই শুটিং রেঞ্জ ছেড়ে কেউ বেরুবে না, কেউ ঢুকবেও না। সিকিউরিটির এটাই হলো সার কথা। আমার কথা বিশ্বাস না হলে মিস্টার টাসকানকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।' মাথাটা একদিকে কাত

করল সে। 'আপনি আপনার কাজ করছেন। আমি করছি আমার কাজ। ট্রাকটাও স্টার্ট নেবে না, মিস্টার রানা।'

দ্রুত চিন্তা করছে রানা। কী ভয়ঙ্কর স্পর্ধা! তবে এরকম একটা নির্দেশ টাসকানের পক্ষে দেওয়া সম্ভব, বিশেষ করে নিরাপত্তা আর গোপনীয়তার ব্যাপারটাকে সে যদি খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কিন্তু এভাবে হঠাৎ ওদের আসা-যাওয়ার স্বাধীনতা কেড়ে নেবে লোকটা, অনুমতি নেওয়ার বা পরামর্শ করার গরজটুকুও দেখাবে না? বাহ! ওরই ঘরে বন্দি ও এখন!

'কেউ যদি ঢুকতে চায়, তুমি ঠেকাবে কী করে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'চিন্তা করবেন না, মিস্টার রানা,' বাঁকা হাসি লোকটার পুরু ঠোঁটে। 'কেউ ঢুকতে পারবে না—গোটা শুটিং রেঞ্জ এলাকা ঘিরে রাখা হয়েছে। চব্বিশ ঘণ্টা পাহারায় থাকবে লোক।'

টুইংক্লের কথা ভাবল রানা, তার হোস্টেলে যাওয়ার কী হবে? তারপর ভাবল, গোটা ব্যাপারটা কোলামবির সাজানো গল্পও তো হতে পারে, অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য।

'আমি তোমার বসের সঙ্গে কথা বলছি,' বলল রানা। 'এরকম একটা নির্দেশ কেন দিল, সেটা তাকে ব্যাখ্যা করতে হবে। আর যদি তুমি কোনও চালাকি করে থাকো, আমি ফিরে আসছি।'

গরম বালির উপর দিয়ে হেঁটে দালানে ফিরে এল রানা। শান্ত ভাবে হাঁটল ও, এত গরমে তাড়াহুড়ো করাটা বোকামি। আসার পথে চিন্তা করল ও। কোলামবি যদি সত্যি কথা বলে থাকে, টাসকানের নিয়মে খেলতে গিয়ে স্বেচ্ছায় জটিল বিপদে জড়িয়ে পড়েছে ও। একা শুধু ও নয়, ওর সঙ্গে জড়িয়েছে টুইংক্লকেও। তবে খেলাটা একবার শুরু করার পর এখন আর নিজেকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার কোন উপায় নেই।

এক লাখ ডলারের বন্ডটার কথা ভাবল। পরিস্থিতি কখন কোনদিকে গড়ায় বলা মুশকিল, ওকে ফাঁসাবার জন্য থানাকে টাসকান জানাতে পারে ওটা চুরি হয়ে গেছে তার কাছ থেকে। কাজেই প্রথম সুযোগেই ওটা পুঁতে ফেলতে হবে বালির নীচে।

লিভিংরুমে ঢুকে ক্রেডল থেকে ফোনের রিসিভার তুলল রানা। ডায়াল টোন নেই। টেলিফোন ডেড।

একটা চেয়ারে বসে মাথাটা শান্ত রাখার চেষ্টা করছে রানা। গাড়ি নেই...টেলিফোন নেই...হাইওয়ে থেকে এই জায়গা আট মাইল দূরে। বিচ্ছিন্ন, আলাদা একটা জগতে রয়েছে ওরা।

চেয়ার ছাড়ল রানা। দালান থেকে বেরিয়ে এসে টিন শেডে ঢুকল। ডেলিভারি দেওয়া খাবারগুলো পরীক্ষা করল ও। সম্ভাব্য সব খাবার জিনিসই পাঠানো হয়েছে। আর যাই হোক, না খেয়ে মরবে না ওরা। ক্যানে ভরা প্রতিটি খাবার বিখ্যাত কোম্পানির, পরিমাণেও প্রচুর–তিনজন মানুষের দু'মাস অনায়াসে চলে যাবে। সঙ্গে আছে ছয় বোতল শ্যাম্পেন, দুশোর মত বিয়ারের ক্যান, দশ বোতল হুইস্কি আর জিন।

কাজেই শহর বা সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় অন্তত এই ব্যাপারে বিরাট কোন সমস্যা দেখা দেবে না। কিন্তু বন্ডটার কী হবে? এটা তো ওর নয়।

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। তারপর বিস্কিটের খালি একটা ছোট বাক্স খুঁজে বের করল। বন্ডটা তাতে ভরে শেড থেকে পিছনের দরজা দিয়ে বেরুল রানা, ঝাঁক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটা পামগাছের নীচে দাঁড়িয়ে চারদিক ভালো করে দেখে নিল। এদিকে কারও থাকার কথা নয়, নেইও। প্রথম সারির তৃতীয় গাছটার গোড়ায়, বালিতে বেশ গভীর একটা গর্ত করল ও। গাছটার শিকড়ের গায়ে রাখল বাক্সটা, তারপর বালি চাপা দিল। গাছের চারপাশ থেকে নিজের পায়ের ছাপ মুছতে বেশ খাটতে হলো ওকে।

হাতের বালি ঝেড়ে হাতঘড়ি দেখল রানা। ন'টা ছাব্বিশ। প্রায় তিন ঘণ্টা হয়ে গেল রেঞ্জে পৌঁছেছে সালজার, অথচ এখন পর্যন্ত একটা গুলিও ছোঁড়েনি সে।

লম্বা পা ফেলে শুটিং গ্যালারিতে ফিরছে রানা। একটা চাপ, একটা তাগাদা অনুভব করছে ও। এখানে একটা অপরাধ উদ্ঘাটনের জন্য সময় দিতে হচ্ছে ওকে। জানতে হবে বুড়ো দাদুকে মারল কে এবং কেন, সেই হুকুমটা দিয়েছিলই বা কে। তবে শুধু এটুকুই নয়;

রানার ধারণা, এরমধ্যে আরও বড় কিছু আছে। সেই বড় কিছুটা কী, জানতে হলে হাতের কাজ দ্রুত সারতে হবে ওকে, তা না হলে রহস্যময় কাহিনীটার জট খুলবে না।

ওই তাল বৃক্ষটিকে যদি কিছু শেখাতে হয়, আর কোনও উটকো ঝামেলায় জড়ানো চলবে না। শেখাতে শুরু করার আগে শিথিল করে নিতে হবে তাকে!

গ্যালারিতে ফিরে এল রানা। নরম বালি ওর পায়ের শব্দ চেপে রাখছে। টুইংক্‌লের গলা পেল ও। বেশ উচ্ছ্বসিত মনে হলো তাকে। হাঁটার গতি কমে গেল রানার।

'তোমার মত আমিও লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই,' বলছে টুইংক্‌ল। 'দাদু খরচ চালাতে পারছিলেন না...তবে মাসুদ ভাইয়া বলেছে এখন আর কোনও সমস্যা নেই, হোস্টেলে থেকে কলেজ...আচ্ছা, আমার কথা থাক–তোমার কথা বলো।'

'আমি আসলে আমার বাবার বিষয়গুলো কিছুই বুঝি না। হার্ভার্ড থেকে বেড়াতে নিয়ে এসেছে, এর বেশি কিছু জানি না। বাবা বোধহয় চান না ওখানে ফিরে যাই আমি। কিন্তু আর মাত্র একটা বছর পরিশ্রম করলেই পিএইচডিটা হয়ে যায় আমার, তারপর হার্ভার্ডেই শিক্ষকতা আর সেই সঙ্গে গবেষণার সুযোগ পেয়ে যাব–এই সুযোগ কি আমি ছাড়তে পারি?'

সালজার এভাবে কথা বলতে পারে? এত কথা একসঙ্গে? নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না রানা। ঢালু চালার নীচে ছায়ায় দাঁড়িয়ে কপালের ঘাম মুছছে ও।

'কখনোই না!' জোরের সঙ্গে বলল টুইংক্‌ল। 'আমার মনে হচ্ছে অন্যায় জুলুম করা হচ্ছে তোমার ওপর। যাক, তখন যেটা বলছিলাম,' আগের কোনও কথার খেই ধরল টুইংক্‌ল। 'আমার কাছে আদর-ভালোবাসাটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ সম্ভবত এই যে, মেয়ে চাননি বাবা, চেয়েছিলেন ছেলে হোক। আমি হওয়ায় ব্যাপারটা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি, কাজেই ভালোবাসার তো প্রশ্নই ওঠে না। অবশ্য আমার সব অভাব পুষিয়ে দিয়েছিল আমার দাদু অঢেল, অকৃত্রিম আদর-ভালোবাসা দিয়ে, কিন্তু সেই

দাদুকে সরে আসতে হলো আমাদের সংসার ছেড়ে। ভাগ্যিস মাসুদ ভাইয়ার মত এতবড় একজন মহান মানুষের কাছে আশ্রয় পেয়েছিল দাদু...'

'আশ্রয়?'

'তা নয়তো কী? তিনিই তো পার্টনারশিপের ছুতো করে গোটা শুটিং কমপ্লেক্স কিনে দিয়েছেন দাদুকে। প্রতিটা অস্ত্র তাঁর টাকায় কেনা। দাদুর নাতনী হিসেবে, আমিও তাঁর কাছে আপন বোনের চেয়ে বেশি স্নেহ পেয়ে এসেছি। দুনিয়ায় কেউ নেই তো মানুষটার, তাই যাকে ভালোবাসেন তাকে হৃদয়ের সবটা দিয়ে দেন। তুমি আমার সঙ্গে একমত, মানুষের জীবনে...' রানা বুঝল, আড়ি পাতা ঠিক হচ্ছে না। এগোতে যাবে, এমনি সময়ে সালজারের কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'আসলে...আমি ঠিক বলতে পারব না,' হঠাৎ করে ম্লান হয়ে গেল সালজারের কণ্ঠস্বর। 'আমি অন্য একভাবে মানুষ হয়েছি। তোমার মা তোমাকে ভালোবাসতেন না?'

'মা বাবাকে ভালোবাসতেন, ফলে ছেলে না হওয়ায় তাঁকে খুশি করার জন্যে আমার প্রতি অবহেলা দেখাতেন। তোমার মা?'

'ব্রাদারহুড বোঝো? ব্রাদারহুডে মেয়েদের কোন ভূমিকা নেই। মাকে বলতে গেলে আমি দেখিইনি।'

'ব্রাদারহুড? সেটা আবার কী?'

'একটা বিশেষ জীবনধারা...এই বিষযটা নিয়ে আমরা কখনও আলাপ করি না।' দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ডের নীরবতা। 'তখন বললে নিজেকে নিয়ে তোমার সমস্যা আছে। কেন বললে এ-কথা?'

'সেটা বললাম এই জন্যে যে আমার ভেতর কনফিডেন্স বলে একদমই কিছু নেই। একটুতেই ঘাবড়ে যাই। কোথাও বাজ পড়লে মনে হয় এই বুঝি মরে গেলাম। তোমাকে যেমন উদ্বিগ্ন আর নার্ভাস দেখছি, আসলে আমিও তাই–ঠিক তোমারই মত।'

'বিপদ, বৈরি পরিবেশ, খারাপ মানুষ, অন্যায় আর অপরাধকে ভয় পাওয়াটা ভালো গুণ, টুইংক্‌ল। তোমার ভয় পাওয়ার প্রবণতা আমার সত্যি ভালো লাগল। আমি জানি, এইসব কারণেই তুমি

নার্ভাস হয়ে থাকো—আমারই মত।'

হেসে উঠল টুইংক্‌ল। 'আমরা তা হলে অনায়াসে বন্ধু হতে পারি।' একটু বিরতি। তারপর সে জানতে চাইল, 'এটা তোমার রাইফেল?'

'হ্যাঁ।'

'চেষ্টা করে দেখব? দাদু আমাকে কোনদিন শেখাননি। তুমি শেখাবে, প্লিজ, সালজার?'

'মিস্টার রানা সেটা পছন্দ করবেন বলে মনে হয় না।'

'মাসুদ ভাইয়া? তাকে তুমি চেনো না…বরং খুশিই হবে। তা ছাড়া, মাসুদ ভাইয়া এখন গাড়ি ঠিক করতে ব্যস্ত। প্লিজ, দেখাও না আমাকে!'

টুইংক্‌ল নিশ্চয়ই রাইফেলটা তুলেছে, কারণ সালজার তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, 'সাবধান! ওটা লোড করা।'

'দেখাও আমাকে!'

'আমি নিজেই কিছু জানি না, তোমাকে আবার কী দেখাব। মিস্টার রানার জন্যে অপেক্ষা করি…'

'দূর, অপেক্ষা করতে হবে কেন! আমি চেষ্টা করে দেখতে চাই। প্রথমে কী করতে হবে?'

'চেষ্টা না করাই ভালো, টুইংক্‌ল।'

'আমি করছি।'

টুইংক্‌ল কখনও রাইফেল চালায়নি। একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসা বিচিত্র নয়। একজনের হাতে অপরজন মারাও পড়তে পারে। সামনে এগোতে গেল রানা, তারপর আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। ভাবল, সালজারকে ওর চেয়ে অনেক ভালোভাবে ম্যানেজ করছে টুইংক্‌ল। ঝুঁকিটা উপকারে লাগতে পারে।

সালজারকে রানা বলতে শুনল, 'থামো! থামো! ওটাকে অত আলগা করে ধোরো না। কাঁধে শক্ত করে চেপে ধরতে হবে। তা না হলে রিকয়েলে ব্যথা পাবে। ভেবে দেখো, অপেক্ষা করলে ভালো হতো না…'

'এভাবে?'

‘আরও চেপে ধরো কাঁধে। টুইংক্‌ল, প্লিজ, তোমার আসলে উচিত হচ্ছে না…’

তারপর রাইফেল গর্জে উঠল। টুইংক্‌লের চিৎকার শুনতে পেল রানা।

‘উফ্, ব্যথা পেয়েছি! বাবারে, উফ্!’

‘আগেই মানা করেছিলাম। কিন্তু তুমি টার্গেটে লাগিয়েছ!’ তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে সালজারের উত্তেজনা ধরা পড়ল। ‘দেখো!’

‘তাই তো চেয়েছিলাম!’ একটু বিরতি। ‘খারাপ করিনি, কী বলো, প্রথম শট হিসেবে? এবার তুমি চেষ্টা করো।’

‘আমার আসলে…মানে, হয় না। আগে কোনওদিন গুলি চালাইনি তো…’

‘দেখো, সালজার, আমার চেয়ে ভালো করতে না পারলে তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত, বুঝলে!’ খিলখিল করে হাসছে টুইংক্‌ল, কথার সুরে মেয়েলি চ্যালেঞ্জ।

‘বন্দুক আমি পছন্দ করি না।’

‘এটা বন্দুক না, জনাব, এটা রাইফেল। দেখো, আমি আরেকবার চেষ্টা করছি।’

একটু লম্বা বিরতি, তারপর গর্জে উঠল রাইফেল।

‘ওহ্!’

‘গুলি করার সময় সাইট নেমে যেতে দিয়েছ তুমি। দেখেছি আমি। দেখি, আমাকে দাও।’

‘বাজি ধরে বলতে পারি আমার চেয়ে ভালো করতে পারবে না,’ বলল টুইংক্‌ল, কৃত্রিম শ্লেষ রয়েছে তার কণ্ঠে। ‘এক নিকেল বাজি ধরলাম। রাজি তো?’

‘রাজি।’

আবার লম্বা একটা বিরতির পর গর্জে উঠল রাইফেল।

‘মিথ্যুক কোথাকার!’ টুইংক্‌ল অসন্তুষ্ট। ‘বলে কিনা গুলি চালাতে জানে না! আমার এক নিকেল তুমি চুরি করেছ!’

‘সত্যি দুঃখিত।’ সালজার খিলখিল করে হাসছে। ‘ব্যাপারটা স্রেফ ঝড়ে বক। বাজির কথা ভুলে যাও। হেরে গেলে আমি পেমেন্ট

করতাম না…অনেস্ট ।’

রানা সিদ্ধান্ত নিল মঞ্চে এবার ওর প্রবেশ করা দরকার। নিঃশব্দে পিছাল খানিকটা, তারপর মৃদু শব্দে শিস বাজিয়ে সামনে এগোল।

গ্যালারিতে ঢুকল রানা। ঢোকা মাত্র অনুভব করল, শিথিল পরিবেশটা বদলে গেছে। রাইফেলটা সালজারের হাতে, রানাকে দেখেই স্থির মূর্তি হয়ে গেছে সে। যেন লাফ দিয়ে তার চোখে জায়গা করে নিল রাজ্যের ভয়, তাকে সন্ত্রস্ত একটা কুকুরের মত লাগল, জানে লাথি খেতে যাচ্ছে।

টুইংক্‌ল একটা বেঞ্চে বসে আছে, চেহারা সামান্য লালচে, চোখ দুটো থেকে আলো ছড়াচ্ছে। রানাকে দেখা মাত্র লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ও, দৌড়ে আসছে ওর দিকে।

‘কী ব্যাপার?’ জিজ্ঞেস করল রানা, টুইংক্‌লের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসছে। টের পেল, হাসিটা ক্রমে বড় হচ্ছে আরও। ‘বললেও আমি বিশ্বাস করব না যে সত্যি তোমরা গুলি করছিলে।’

‘প্লিজ, বিশ্বাস করো, মাসুদ ভাইয়া!’ হেসে উঠল টুইংক্‌ল। ‘শুধু গুলি করিনি, আমি টার্গেটেও লাগিয়েছি। এখানে একা শুধু তোমার হাত ভালো, এ-কথা সত্যি নয়। দেখো…’

সালজারকে এড়িয়ে দূরে, টার্গেটের দিকে তাকাল রানা। আউটার রিঙে একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে, আরেকটা দেখা যাচ্ছে আউটার বুলের পাশে। ‘আরে, কী আশ্চর্য!’ বলল রানা। ‘ভাল শুটিং বলতে হবে। ইনার হোলটা দারুণ!’

‘জানি তো এ-কথাই বলবে! তোমরা পুরুষরা একদল। ওটা ওর। আমার আউটার হোলটা।’

সালজারের দিকে ফিরে হাসল রানা। ‘দেখলে তো? ব্যাপারটা মোটেও কঠিন কিছু নয়। শুরুটা সত্যি খুব ভালো। চালিয়ে যাও। অ্যামিউনিশনের কোন অভাব নেই আমাদের।’ টুইংক্‌লের দিকে ফিরল। ‘দাদুর একটা রাইফেল আছে, তোমাকে ফিট করবে। তুমি ওর সঙ্গে প্র্যাকটিস করতে চাও?’

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে মাথা ঝাঁকাল টুইংক্‌ল।

গান কেসের কাছে সরে এল রানা, তালা খুলে আরেকটা রাইফেল বের করল–দাদু বোনানজা এটা তার ছাত্রীদের ব্যবহার করতে দিত। লোড করে রাইফেলটা টুইংক্‌লের হাতে ধরিয়ে দিল ও। 'তোমরা খানিক অপেক্ষা করো। নতুন টার্গেট দিচ্ছি আমি। পঞ্চাশ রাউন্ড করে, ঠিক আছে?'

সালজারকে দেখে মনে হলো ছুটে পালাবার জন্য তৈরি একটা খরগোশ। রানা যেন ব্যাপারটা খেয়ালই করছে না। ওদেরকে দাঁড় করিয়ে রেখে রোদে বেরিয়ে গেল নতুন টার্গেট খাড়া করার জন্য।

'ঠিক আছে, শুরু করো তোমরা,' গলা চড়িয়ে বলল রানা। 'একটা কাজে ঘরে যাচ্ছি আমি, ফিরে এসে যেন দেখি এই টার্গেটগুলো টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।'

হাসিমুখে হাত নেড়ে দালানে ফিরে এল রানা। ফ্রিজ খুলে ঠাণ্ডা একটা বিয়ার বের করল, বারান্দায় একটা চেয়ার ফেলে তাতে বসে ধীরেসুস্থে চুমুক দিচ্ছে।

অপেক্ষা করছে রানা।

গুলির কোন শব্দ নেই।

আরও পাঁচ মিনিট কাটল। গুলি হচ্ছে না। বিয়ারটা শেষ করল রানা। আরও কিছুক্ষণ পর হাতঘড়ি দেখল ও। দশটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

সালজার রেঞ্জে রয়েছে চারঘণ্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট, এই সময়ের মধ্যে মাত্র একটা গুলি ছুঁড়েছে সে।

কী করছে ওরা? এখন শুধু বিরক্তি নয়, রাগই হচ্ছে রানার। টুইংক্‌ল খুব ভালোই বোঝে যে ছেলেটাকে দিয়ে যত বেশি সম্ভব গুলি করানো দরকার। ওরা কি ওখানে বসে মা-বাবার খুঁত খুঁজে বের করছে? নিজেদের দুর্বলতা আর ফোবিয়া নিয়ে গবেষণা করছে?

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল রানা, এক সেকেন্ড ইতস্তত করল, তারপর আবার নিজেকে বসতে বাধ্য করল।

আরও একটু সময় দেওয়া যাক ওদেরকে।

তবে সময়ের খুব অভাব।

টুইংক্‌লের সান্নিধ্যে সালজার স্বাভাবিক হতে পারছে, টুইংক্‌ল

তাকে দিয়ে গুলি করিয়ে 'ইনার'-এ লাগাতে পেরেছে, এটাকে ছোট করে দেখেনি রানা; ওদেরকে ওখানে রেখে আসার সেটাই কারণ, আশা করছে টুইংক্‌ল অনুপ্রেরণা হিসাবে ভূমিকা রাখলে সালজার আরও ভালো করতে পারে। কিন্তু এতক্ষণ হয়ে গেল ওখানে ওরা করছেটা কী?

পঁচিশ মিনিট বসে থাকল রানা, প্রতিটি সেকেন্ড আশা করল এই গুলি হলো বুঝি। কিন্তু না।

আধ ঘণ্টা পুরো হলো। বারান্দা থেকে নেমে গ্যালারির দিকে রওনা হলো রানা।

ঢালু চালার ছায়ায় পৌঁছে দেখল ওখানে ওরা নেই। বেঞ্চের উপর রাইফেল দুটো পড়ে রয়েছে। নতুন খাড়া করা টার্গেটগুলো স্পর্শ করা হয়নি। পাঁচিল বেয়ে ছুটল একটা গিরগিটি—প্রাণের চিহ্ন বলতে কোথাও আর কিছু নেই।

চালার নীচ থেকে বেরিয়ে এল রানা। সামনে তাকাতে এতক্ষণে দেখতে পেল বালির উপর দু'জোড়া পায়ের ছাপ, সাগরের দিকে চলে গেছে।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ও, সৈকতের দূরপ্রান্তে চোখ বুলাচ্ছে। একসময় দেখতে পেল ওদেরকে।

পাশাপাশি হাঁটছে ওরা, পরস্পরের গা ঘেঁষে, পায়ের কাছে গড়াগড়ি খাচ্ছে সাদা ফেনা আর ঢেউ। দু'জনেই লম্বা, তারপরও টুইংক্‌লের পাশে টাওয়ারের মত লাগছে সালজারকে। মাথাটা একপাশে নুয়ে আছে সালজারের, টুইংক্‌লের কথা মন দিয়ে শোনার ভঙ্গিতে।

পায়ের স্যান্ডেল জোড়া হাতে নিয়েছে টুইংক্‌ল, হাঁটার সময় দোলাচ্ছে ওগুলো। গোড়ালির চারপাশে ভেঙে পড়া ছোট ঢেউগুলোকে লাথি মারছে সে। দু'জনের কাউকে দেখে মনে হচ্ছে না কোন রকম উদ্বেগে ভুগছে। বা মাসুদ রানা বলে বকা দেওয়ার কেউ আছে।

পাঁচ

তারুণ্যের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস আর আনন্দকে বেরসিকের মত বাধা দিতে না চাইলে রানার উচিত দূরে সরে থাকা। আরেকটা কাজ করতে পারে ও। সৈকতে গিয়ে সালজারের ঘাড় ধরে টেনে আনতে পারে গ্যালারিতে, বাধ্য করতে পারে একের পর এক টার্গেট প্র্যাকটিস করতে।

সৈকতের দিকে পিছন ফিরে ধীর পায়ে দালানে ফিরে এল রানা। ফিরে আসার এই সিদ্ধান্ত নিতে ওকে সাহায্য করল টুইংক্লের সাফল্য। সে সালজারকে দিয়ে 'ইনার'-এ গুলি করাতে পেরেছে, ওকে দিয়ে মনের কথা বলাতে পেরেছে।

সময়টা কাজেই ব্যয় করল রানা। টুইংক্লের হোস্টেলে যাওয়া যেহেতু দিন কয়েক পিছিয়ে গেছে, রান্নাবান্নার কাজ আপাতত তাকেই করতে হবে। প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো টিন শেড থেকে বয়ে নিয়ে এসে কিচেনে সাজিয়ে রাখল ও। ফ্রিজটা আগেই নিয়ে আসা হয়েছে, তাতে শ্যাম্পেনের দুটো বোতল আর এক ডজন বিয়ারের ক্যান ভরা হলো।

তারপর রানা সিদ্ধান্ত নিল রোজ টুইংক্ল ওকে রেঁধে খাওয়ায়, আজ ওদেরকে খাওয়াবে ও। লাঞ্চের জন্য মেনু ঠিক করল–টমেটো সুপ, ফ্রায়েড রাইস, মুরগির বুক, সেদ্ধ মটরশুঁটি আর ফ্রুট সালাদ।

টেবিল সাজিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল রানা, হাতে একটা বিয়ারের ক্যান। চেয়ারে বসে হাতঘড়ি দেখল। বারোটা চল্লিশ।

প্রথম দালানের বারান্দা থেকে সাগর বা সৈকত দেখা যায় না, দৃষ্টিপথে বাধা হয়ে রয়েছে গ্যালারিটা।

আরও প্রায় আধ ঘণ্টা পর শুটিং গ্যালারির কোণ ঘুরে টুইংক্‌লকে দৃষ্টিপথে বেরিয়ে আসতে দেখল রানা। সোজা ওর দিকে আসছে সে–ভঙ্গিটা হাঁটা আর দৌড়ের মাঝামাঝি। স্যান্ডেল দুটো এখনও তার হাতে।

টুইংক্‌ল একা।

নিজেকে জোর করে বসিয়ে রাখল রানা।

ও একা কেন?

অপেক্ষা করছে রানা। শেষ দূরত্বটুকু প্রায় রুদ্ধশ্বাসে ছুটে এল টুইংক্‌ল। চোখ-মুখের ভাব দেখেই বোঝা যাচ্ছে অস্থির হয়ে আছে সে।

'হাই!' বিয়ারটা রেখে দিয়ে তার দিকে তাকাল রানা। 'পানিতে নেমে খুব খেলা হলো, না?'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল টুইংক্‌ল। তবে চেহারায় কোন ভয় বা অপরাধ বোধের ছায়ামাত্র নেই। 'আর কিছু করার ছিল না, মাসুদ ভাইয়া,' ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বোঝানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল সে। 'তুমি চলে আসার পর রাইফেলটা সালজার ধরতে পর্যন্ত পারল না।' এক সেকেন্ড পর আবার বলল, 'তোমার ভয়ে আধমরা হয়ে আছে ও।'

'তাই নাকি? আমাকে ভয় পাচ্ছে? কেন? ওর মাথায় কি গোলমাল আছে?'

'তা জানি না। আমার তো সুস্থই মনে হলো। তবে তোমাকে সত্যি ভয় পাচ্ছে।'

'কোথায় ও?' ভারী গলায় জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওকে আমি সৈকতে থাকতে বলে তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।'

'কী কথা?'

‘মাসুদ ভাইয়া, কথাটা ঠাণ্ডা মাথায় শুনতে হবে তোমাকে,’ বলল টুইংক্‌ল। ‘আসলে, ব্যাপারটা হলো…ইয়ে, মানে, রাইফেল চালানো ও শিখতে চায় না।’

তার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। ‘শিখতে চায় না?’

‘না।’

‘শিখতে না চাইলে এখানে এল কেন সে? তার বাপ বলে গেল উৎসাহ নিয়ে শিখবে, কেন এখানে পাঠানো হয়েছে সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা আছে, অথচ এখন তোমাকে দিয়ে বলে পাঠাচ্ছে শিখতে চায় না!’

‘মাসুদ ভাইয়া, ভয় ও আসলে তোমাকে পায় না, ভয় পায় ওর বাবাকে। তার প্রতিনিধি হিসেবে তোমাকেও ভয় পাচ্ছে।’

‘দাদুর ব্যাপারে প্রশ্ন করেছ সালজারকে?’ হঠাৎ জানতে চাইল রানা।

‘করেছি।’ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল টুইংক্‌ল। ‘তার কোন ধারণা নেই। বলল, জানলে বলে দিত। এ-ও বলল, এ-ধরনের খুন-খারাবি তার বাবার কাছে কোন ব্যাপারই নয়।’

‘বাপের সম্পর্কে তার আর কী ধারণা?’

মাথা নাড়ল টুইংক্‌ল। ‘বাবা, ব্যবসা, পরিবার—এ-সব বিষয়ে কথা বলতে চায় না। চাপ দিলে শুধু বলেঃ ভয় পাই।’

মাথার চুলে আঙুল চালাল রানা। ‘তবে তোমাকে ও ভয় পায় না। একটা ব্যতিক্রম। এ-ও কম নয়।’

‘আমাদের মধ্যে অনেক মিল আছে…’

‘কথাটা ঠিক বললে না,’ বাধা দিল রানা। ‘সালজার আর তুমি দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জগতের মানুষ। সে অসুস্থ একটা পরিবেশে বড় হয়েছে। ছোটবেলা থেকে রক্তপাত আর খুন-খারাবি দেখে আসছে। আর তুমি মানুষ হয়েছ সভ্য সমাজে…’

‘না, তবু আমাদের চিন্তা-ভাবনা অনেক দিক থেকে মেলে, মাসুদ ভাইয়া,’ বলল টুইংক্‌ল, নিজের যুক্তি থেকে সরতে রাজি নয়।

‘রাইফেল চালাতে চায় না…তারমানে কি চাইছে ওর বাপ দুই মিলিয়ন ডলার হেরে যাক?’

'তা সে বলেনি...'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ভেবেছিলাম কাজটায় তোমার সাহায্য পাব, বিশেষ করে সালজারের প্রতিক্রিয়া দেখে। কিন্তু এখন দেখছি আমার ধারণা ভুল।'

লিভিং রুমের দিকে এগোল টুইংক্‌ল। 'তোমার খিদে লাগেনি? যাই লাঞ্চ বানাই।'

'ওর বাপকে তা হলে খবর পাঠাই, কী বলো?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'বলে দিই ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাক।' তার পিছু নিয়ে লিভিং রুমে ঢুকল ও, সেখান থেকে ডাইনিং রুমে।

'ওমা, লাঞ্চ দেখছি রেডি! মাসুদ ভাইয়া, তুমি?' হাসছে টুইংক্‌ল।

'কী বলছি শুনছ?'

'হুঁ, শুনছি তো,' প্লেট থেকে খানিকটা মাংস তুলে মুখে ফেলল টুইংক্‌ল। 'তুমি হার মানতে চাইছ। কিন্তু দাদু আমাকে অন্য কথা বলেছেন।'

'মানে?'

'একবার নয়, অনেকবার। বলেছেন, তুমি পিছু হটতে জানো না; হার মানার বান্দা নও।'

'না, ঠাট্টা নয়...' রানা গম্ভীর।

'এসো, আগে খেয়ে নিই,' বলল টুইংক্‌ল। 'তারপর ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করা যাবে।'

'তুমি বসো, আমি ডেকে আনি ওকে।'

'না...ডাকতে হবে না। আমাকে বলেছে দুপুরে কিছু খায় না। দিনে মাত্র একবার খায়।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, ভাবল–উদ্ভট।

লাঞ্চের পর বারান্দায় বসে কফি খাচ্ছে ওরা।

'দাদুর ছাত্রদের ফোন করেছিলে তুমি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

অপ্রতিভ দেখাল টুইংক্‌লকে। 'আ-আমি ভুলে গেছি।'

'কিছু আসে যায় না। ফোন ডেড।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল টুইংক্ল। 'ডেড?'

'গাড়ির মত, একই অবস্থা। ন'দিনের জন্যে দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে আমাদের। সিকিউরিটির দায়িত্বে রয়েছে কোলামবি।'

'তারমানে আমার হোস্টেলে যাওয়াটা তা হলে পিছিয়ে গেল?' টুইংক্লের চোখে-মুখে চাপা উত্তেজনা, আনন্দ ধরে রাখতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

'হ্যাঁ। তবে সময়টা অপব্যয় না করে নিয়মিত পড়তে বোসো...' হঠাৎ খেয়াল করল রানা ওর কথা শুনছে না টুইংক্ল। একটু আড়ষ্ট হলো সে, চোখের দৃষ্টি রানাকে ছাড়িয়ে গেছে, চেহারায় সতর্ক একটা ভাব।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা।

বারান্দার একটা পিলারের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কোলামবি। রোদ লাগায় কুঁচকে রেখেছে চোখ দুটো। সরাসরি রানার দিকে তাকিয়ে আছে।

কফি শেষ করার জন্য সময় নিল রানা, যতটুকু লাগে, তারপর তাকে জিজ্ঞেস করল কী চায় সে।

'আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি?' যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গেই প্রশ্নটা করল কোলামবি, গা জ্বালা করা সেই নিঃশব্দ হাসিটাও নেই ঠোঁটে।

'বলো।'

টুইংক্লের দিকে তাকাল কোলামবি, তারপর চাইল রানার চোখে। 'আপনি কি গ্যালারিতে আসতে পারবেন?'

'কাজটা সেরে আসি,' টুইংক্লকে বলল রানা, বারান্দা থেকে নেমে গ্যালারির দিকে হাঁটা ধরল। দ্রুত পা চালিয়ে ওর পাশে চলে এল কোলামবি। গ্যালারিতে না পৌঁছানো পর্যন্ত কেউ কোন কথা বলল না।

'কী বলতে চাও?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমি কিছু বলতে চাই না। সম্ভবত আপনি চান। সালজার গুলি করছে না কেন?'

'তার আগে তুমি বলো, তুমি জবাবদিহি চাওয়ার কে? আমাকে

বলা হয়েছেঃ নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে তুমি। এখন দেখছি সব দায়িত্বই তুলে নিচ্ছ নিজের কাঁধে, এমন কী নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছ আমাদের স্বাধীনতাও। কোলামবি, নিজের ভালো চাইলে তুমি তোমার নিজের কাজ নিয়ে থাকো।'

কোলামবির দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। 'এবার আপনার মাটিতে পা ফেলার সময় হয়েছে, মিস্টার মাসুদ রানা। ভাব দেখে মনে হচ্ছে না আপনি জানেন কীসের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছেন।'

রানা ভাবল, শালা বলে কী! কীসের সঙ্গে জড়িয়েছি? 'আবার তুমি ফালতু বকবক শুরু করছ। আমার কাজ নিয়ে আমি থাকি, তোমার কাজ নিয়ে তুমি থাকো। জরুরি কিছু বলার থাকলে বলো, তা না হলে কেটে পড়ো।'

ঢালু চালার নীচে এসে একটা বেঞ্চে বসল কোলামবি।

তার সামনের বেঞ্চটায় রানাও বসল। 'কী বললাম?'

রানার দিকে মুখ তুলল কোলামবি। 'সালজারকে নিয়ে আপনার সমস্যা হচ্ছে?'

'তা জেনে তোমার কী দরকার?'

'কারণ সমস্যা হলে আমি সেটার সমাধান করতে পারব। সেজন্যেই এখানে আমি আছি।'

'কিন্তু তখন না বললে তোমাকে নিরাপত্তার দিকটা দেখতে বলা হয়েছে?'

'নিরাপত্তা আর সালজার।'

এই সময় রানার মনে পড়ল টাসকান কী বলেছিলঃ 'সালজারের সঙ্গে আমার কয়েকজন লোক যাবে। ওদেরকে নিয়ে আপনাদেরকে কোনও ঝামেলা পোহাতে হবে না। ওরা সিকিউরিটির ব্যবস্থা করবে, কোন রকম ঝামেলা করলে সালজারকেও সামলাবে।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'শোনা যাক কী সমাধান দিতে পারো তুমি। সালজার শিখতে চাইছে না।'

'আগে বলবেন তো। ঠিক আছে, ব্যবস্থা করছি আমি।'

'তোমাকে আমি ব্যবস্থা করতে বলিনি।' লোকটার আত্মবিশ্বাস লক্ষ করে অবাকই হলো রানা। 'বরং জানতে পারলে খুশি

হতাম—তার সমস্যাটা কী।’

চোখ-মুখ কুঁচকে তাচ্ছিল্যের ভাব দেখাল কোলামবি। ‘সমস্যা কিছু না…ওটা একটা কাপুরুষ। সেই ভোর থেকে আপনাদের কাছে রয়েছে সে, অথচ গুলি ছুঁড়েছে মাত্র দুটো। ঠিক আছে, তার সঙ্গে আমি কথা বলছি।’

মাথা নাড়ল রানা। ‘পরে। তার আগে আমি কথা বলব। জানতে পারি কী বলবে তাকে তুমি?’

দাঁত বের করা ধূর্ত হাসি দেখা গেল কোলামবির ঠোঁটে। ‘সেটা আমার আর সালজারের ব্যাপার, মিস্টার।’

‘সকালে এত নার্ভাস ছিল, রাইফেলটা ধরতে পর্যন্ত পারছিল না। পরে তাকে শান্ত করা হয়। এখন আমি তার সঙ্গে কথা বলে দেখব। তাতে যদি কাজ না হয়, তারপর তুমি চেষ্টা কোরো।’

‘ঠিক আছে।’ মেনে নিল কোলামবি। ‘আপনাকে আমি দু’ঘণ্টা সময় দিলাম।’

‘তোমার কথাগুলো মোটেই পছন্দ হচ্ছে না আমার, কোলামবি। তুমি আমাকে সময় দিচ্ছ? নিজেকে কী মনে করো তুমি?’ ধমকে উঠল রানা। ‘বাড়াবাড়ি কোরো না, কোলামবি। তোমার নিজের জন্যেও ভালো হবে না সেটা। আমি তোমাকে জানাব কখন তার সঙ্গে কথা বলতে পারবে তুমি, বুঝেছ?’

রানার দিকে সাপের মত ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে ঝাড়া পাঁচ সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল কোলামবি। ‘এখনও টের পাননি, তবে আপনি একটা জ্যামে পড়ে গেছেন, মিস্টার রানা। শর্ত পূরণ করতে হবে আপনাকে, তা না হলে খারাবি আছে কপালে। কথাটা মাথায় রাখবেন—এই সেট-আপ কোনও খেলা নয়। ওই কাপুরুষটাকে গুলি করা শিখতেই হবে। আপনার কাজ তাকে শিখতে বাধ্য করা। যদি না পারেন, টাকাটা তো পাবেনই না, নিজেও বিপদে পড়ে যাবেন।’

‘আবার হুমকি দিচ্ছ?’

‘না। আমি কাউকে হুমকি দিই না…মেসেজ ডেলিভারি দিই।’ রানার দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে আছে কোলামবি। ‘এই মেসেজটা মিস্টার টাসকান আপনাকে ডেলিভারি দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন—মনে

রাখবেন, এটা কোনও খেলা নয়। আপনাকে আশাতীত ভালো ফি দেয়া হচ্ছে, নির্দিষ্ট সময়ে আপনার কাছ থেকে রেজাল্ট চাওয়া হবে। দিতে না পারলে বিপদে পড়বেন।' বেঞ্চ ছেড়ে দাঁড়াল সে। 'আমার ওপর খেপে গিয়ে অযথা নিজের রক্তচাপ বাড়াবেন না। আমি স্রেফ একজন বার্তাবাহক।' তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিটায় আত্মরক্ষার খানিক প্রস্তুতি আছে, রানা হামলা করতে যাচ্ছে দেখলে সে-ই যাতে আগে আঘাত করতে পারে। 'মেসেজটা পেয়েছেন তো, মিস্টার?'

'ফোনের তার জোড়া লাগিয়ে দাও,' বলল রানা। 'তোমাদের টাসকানের সঙ্গে কথা বলব আমি। বলব সে যেন তোমাকে এখান থেকে সরিয়ে নেয়।'

সেই গা জ্বালা করা নিঃশব্দ হাসিটা ফিরে এল কোলামবির ঠোঁটে। 'দুঃখিত। ফোন ঠিক করার অনুমতি নেই। এ-ও জেনে রাখুন আমি আর রামালু মিস্টার টাসকানের কেনা গোলাম, অর্থাৎ এত বেশি বিশ্বস্ত, কারও কথায় আমাদেরকে তিনি সরিয়ে নেবেন না।' একটু থেমে আবার বলল, 'সালজার যদি চারটের মধ্যে গুলি না করে, আমি তার সঙ্গে কথা বলব।'

ফিরে যাচ্ছে কোলামবি। পঞ্চাশ গজের মত এগিয়ে গান ধরল সে।

তার যে চেহারা আর কণ্ঠস্বর, যে-কোন টিভিতে ভালো সুযোগ পেতে পারত।

ফিরে এসে সালজারকে একটা পামগাছের নীচে বসে থাকতে দেখল রানা, সাগরের দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে। তার লম্বা পা ভাঁজ করে বুকের কাছে তোলা, চিবুকটা হাঁটুর উপর রাখা।

গায়ে রোদ নিয়ে বালির উপর এক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকল রানা। এতটুকু নড়ল না সালজার। তাকে যেন সম্মোহন করা হয়েছে।

বালিতে রানার সচল ছায়া দেখে সংবিৎ ফিরল সালজারের। তার প্রতিক্রিয়া হলো—কেউ যেন গরম লোহার ছ্যাঁকা দিয়েছে তাকে। লাফ দিয়ে সিধে হলো, উদ্‌ভ্রান্তের মত চারদিকে তাকিয়ে

পালাবার পথ খুঁজছে।

'হাই, সালজ্,' বলল রানা। 'চমকে দেয়ার জন্যে দুঃখিত। তুমি অনেক দূরে কোথাও ছিলে।'

আবার সানগ্লাস পরেছে সালজার। হ্যাঁচকা টান দিয়ে খুলে ওটাকে ভেঙে ফেলার ঝোঁকটাকে দমন করল রানা। 'বসো,' নরম সুরে বলল ও। 'তোমার আচরণ দেখে মনে হচ্ছে, আমাকে তুমি ঠিক পছন্দ করতে পারছ না।'

ছায়ায় বসল রানা। নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল সালজার, যেন সুযোগ পেলেই খিঁচে দৌড় দেবে, কপালের একটা শিরা লাফাচ্ছে।

'তুমি বসবে না?'

মাছের মত খাবি খেল সালজার। ইতস্তত করল। তারপর ধীরে ধীরে, অনিচ্ছার একটা ভাব নিয়ে রানার কাছ থেকে পাঁচ ফুট দূরে বসল। সাগরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'টুইংক্লের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে,' বলল রানা। 'ও বলছে, তুমি গুলি চালানো শিখতে চাও না। কিন্তু ভেবে দেখেছ, তুমি শিখতে না পারলে তোমার বাবা দুই মিলিয়ন ডলার বাজি হারবে?'

কোনও প্রতিক্রিয়া নেই সালজারের। যেন সাগর দেখছে একজন বোবা।

'শুধু তোমাদের ক্ষতি হবে, তা নয়, আমরাও আমাদের ফি পাব না,' বলল রানা। 'ওই ফির টাকাটা টুইংক্লের অ্যাকাউন্টে জমা হওয়ার কথা। বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন কেউ নেই, কাজেই ওটা ওর দরকার।'

এতক্ষণে সালজারের চোখের পাতা একটু নড়ল। তারপর ধীরে ধীরে যান্ত্রিক একটা রোবটের মত কুণ্ডলী ছাড়িয়ে সিধে হলো সে। রানার দিকে একবারও না তাকিয়ে শুটিং গ্যালারির দিকে রওনা হলো।

ঢালু একচালার ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল সালজার। এতক্ষণে উঠল রানা, তার পিছু নিল।

সালজারকে রাইফেলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা।

চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে ফেলেছে। ভিজে একটা বেড়ালের মত করুণ দেখাচ্ছে তাকে।

রাইফেল লোড করল রানা। 'শুরু করো, সালজ্,' বলল ও। 'সহজভাবে নাও। আমাদের সামনে সারাটা বিকেল পড়ে আছে। আমি চাই বুল-এর যতটা পারো কাছে গুলি লাগাও তুমি। রেজাল্ট ভালো হচ্ছে না দেখে ঘাবড়াবার কিছু নেই—ওটা পরে হবে। ঠিক আছে?'

রাইফেলটা নিল সালজার, হেঁটে শুটিং স্ট্যান্ডে পৌঁছাল, শুরু করল গুলি।

একে একে তাকে ছয়টা গুলি করতে দিল রানা। একটাও এমনকী টার্গেটের কিনারা স্পর্শ করতে পারেনি।

'ঠিক আছে, সালজ্...থামো।' একটা ট্রাইপড বের করল রানা, দাদু বোনানজা এটা তার সবচেয়ে আনাড়ী ছাত্রীদের জন্য ব্যবহার করত। জিনিসটাকে টেনে এনে জায়গা মত বসাল ও, স্ক্রু দিয়ে রাইফেলটা তাতে আটকাল, লাইনে আনল সাইট, তারপর পিছু হটল। 'একের পর এক চালিয়ে যাও।' ট্রাইপড থাকায় মিস করবে না সে। এভাবেও যদি ভালো করে, তাতে হয়তো তার উৎসাহ বাড়বে, তখন ট্রাইপডের সাহায্য না নিয়েও ভালো করতে পারে। হয়তো!

রানা তাকে বিশ রাউন্ড গুলি করতে দিল। এ-সময়ের মধ্যে টার্গেট থেকে বুলটাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল সালজার।

'একেই বলে শুটিং, তবে এটা সম্ভব হয়েছে রাইফেলটা স্থির ছিল বলে।' ট্রাইপড থেকে রাইফেলটা খুলে নিল রানা। 'এবার যতটা পার ধীরেসুস্থে। আমি চাই তুমি গুলি করবে তখনই, যখন নিশ্চিত হবে এখন ট্রিগার টানলে গুলিটা টার্গেটে লাগবে। তাতে যদি ছ'টা গুলি করতে একঘণ্টাও লাগে, আমি কিছু মনে করব না।'

গাল বেয়ে ঘাম গড়াচ্ছে, রাইফেল তাক করে দীর্ঘ সময় স্থির হয়ে থাকল সালজার। রানার সন্দেহ হলো, প্যারালাইজড হয়ে গেল কিনা! তারপর গুলি করল সে।

এটা নতুন একটা টার্গেট। আউটার-এ লাগিয়েছে সালজার।

যাক, কিছু একটায় লাগাচ্ছে তো!

পরবর্তী এক ঘণ্টায় আউটার রিঙ-এর চারপাশে এক গ্রুপে ছয়টা গুলি লাগাতে পারল সালজার। রানা এর বেশি কিছু আশা করেনি। পুরোটা সময় চুপচাপ থাকল সে। তার উত্তেজনা আঁচের মত লাগছে রানার গায়ে। বললে হয়তো আরও অনেকক্ষণ চালিয়ে যাবে সে, তবে তাতে কোন উন্নতি হবে বলে মনে হলো না রানার।

'ঠিক আছে, সালজ্, আজকের মত শেষ করি এসো। আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে। চলো, ঘরে ফিরে গিয়ে টুইংক্‌লকে বলবে শুটিংটা কেমন হলো।'

সালজার রাইফেল নামাল, নিশ্চয়ই হারকিউলিসও ঠিক এভাবেই কাঁধ থেকে নামিয়েছিল দুনিয়াটাকে। বালির উপর দিয়ে হেঁটে এসে তার টার্গেট দুটো কুড়িয়ে নিল রানা।

রওনা হলো ওরা।

'কেমন লাগছে তোমার, সালজ্?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'তেমন কঠিন কিছু নয়, কী বলো?'

'না।'

আবার চোখে সানগ্লাস পরল সালজার। রানার জন্য বন্ধ হয়ে গেল জানালা দুটো।

দালানের কাছাকাছি এসে রানা দেখল রঙ লাগাচ্ছে টুইংক্‌ল। একটা মইয়ের মাথায় রয়েছে সে, পানি নিষ্কাশনের জন্য টিনের তৈরি টানেলের বাইরেটা রঙ করছে। এরই মধ্যে দালানের চেহারা বদলে ফেলেছে মেয়েটা।

'হাই, টুইংক্‌ল! ফ্রিজটা একবার খুলবে নাকি, গলাটা মরুভূমির মত শুকনো লাগছে।'

নীচে তাকিয়ে হাসল টুইংক্‌ল, হাতের ব্রাশ নেড়ে বলল, 'হাত নোংরা, ফ্রিজ ধরার উপায় নেই, মাসুদ ভাইয়া। হেলপ ইওরসেলফ।'

'নীচে নামো। সালজার কী রকম ভালো করেছে তোমাকে দেখাতে চায় ও।'

'সালজারকে ওপরে উঠে আমার কাজটা শেষ করতে বলো।

জান আমার কাবাব হয়ে যাচ্ছে।'

সদ্য মুক্তি পাওয়া গ্রেহাউন্ডের মত সামনে এগোল সালজার। রানা নড়ার আগে মইয়ের গোড়ায় পৌঁছে গেল সে।

রানা তাকে বলতে শুনল, 'আনন্দের সঙ্গে করে দিচ্ছি। তোমার জন্যে এটা কঠিন কাজ, টুইংক্‌ল।'

পিছিয়ে থাকল রানা, দেখল মই বেয়ে নীচে নেমে সালজারের হাতে রঙের কৌটা আর ব্রাশটা ধরিয়ে দিল টুইংক্‌ল। ধাপ বেয়ে উঠে যাচ্ছে সালজার, টুইংক্‌ল্ রানার সামনে এসে দাঁড়াল।

দু'জন ওরা কিচেনে এসে ঢুকল।

'ওকে নিয়ে সমস্যা হলো...ভীরু টাইপের ছেলে, অতিরিক্ত সরল।' ফ্রিজ খুলে একটা বিয়ার বের করল রানা।

'গুলি কেমন করছে?'

টেবিলে রাখা টার্গেট দুটো দেখাল রানা।

'ভাল বলা যায়?'

'চলে। বলা যায় উন্নতি শুরু হয়েছে।'

'আমি যতটুকু বুঝেছি, ওর সঙ্গে নরম ব্যবহার করা হলে কাজ হবে।' একটা বিয়ারের ক্যান নিয়ে কিচেন থেকে বেরিয়ে গেল টুইংক্‌ল।

নিজের কামরায় চলে এল রানা। বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার সারল। তারপর হাতে আরেকটা ঠাণ্ডা বিয়ার নিয়ে বেরিয়ে এল বারান্দায়।

মইয়ের মাথায় এখন আবার টুইংক্‌ল। আশপাশে কোথাও সালজারকে দেখা যাচ্ছে না। 'কোথায় গেল?'

মইয়ের মাথা থেকে নীচে তাকাল টুইংক্‌ল। 'গ্যালারিতে ফিরে গেছে, মাসুদ ভাইয়া।'

'গ্যালারিতে...কী ব্যাপার, হঠাৎ এত উৎসাহ?' জিজ্ঞেস করল রানা, পরমুহূর্তে রাইফেল গর্জে ওঠার শব্দ শুনতে পেল।

'আমি তাকে ফিরে যেতে বলেছি,' জবাব দিল টুইংক্‌ল।

'ধন্যবাদ, টুইংক্‌ল। যাই দেখি...'

'না, যেয়ো না। ওকে একা থাকতে দাও। একার চেষ্টায় গুলি

করুক। আমরা একটা বাজি ধরেছি।'

মুখ তুলে তাকাল রানা। টুইংক্‌লের চোখে-মুখে উদ্বেগের সঙ্গে ব্যাকুল একটা ভাব রয়েছে। 'আরও ভালো করার জন্যে তার সঙ্গে বাজি ধরেছ তুমি?'

'হ্যাঁ।' টিনের গায়ে রঙের ছোপ লাগাল টুইংক্‌ল। 'ওকে আসলে এ-ধরনের উৎসাহ দেয়ার প্রয়োজন আছে।'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে মৃদুকণ্ঠে রানা জানতে চাইল, 'সে কি দুর্বল হয়ে পড়ছে? মানে, তোমাকে ভালো লাগছে বা সে-ধরনের কিছু?'

লাল হয়ে উঠল টুইংক্‌ল। 'কী করে...না...কেন...আমি জানি না, মাসুদ ভাইয়া!'

'আর তুমি?' জানতে চাইল রানা, ঠোঁটে দুষ্টামির হাসি।

আরও লাল হয়ে অন্যদিকে তাকাল টুইংক্‌ল। 'ন্-না!'

'দাদু নেই। আপনজন বলতে তোমার কেউ নেই,' মইয়ের গোড়ায় এসে দাঁড়াল রানা, কথাগুলো টুইংক্‌ল যাতে স্পষ্টভাবে শুনতে পায়। 'রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও, আমিই এখন তোমার অভিভাবক...দাদুর নিখোঁজ হওয়ার পর তুমি নিজেই কথাটা বলেছ, মনে পড়ে?'

'কেন মনে পড়বে না। যা সত্যি তাই বলেছি। কিন্তু হঠাৎ তুমি এ-কথা তুলছ কেন?'

'তুলছি, কারণ এই বয়সে অনেক ছেলেমেয়ে ভালো-মন্দ না বুঝে ভুল করে বসে। আমি চাই না তুমিও সেরকম কিছু করে বসো।'

'জী, মাসুদ ভাইয়া—বুঝেছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো...আমি কোনও ভুল করব না।'

ওদের এই আলোচনার সময় রাইফেলের আওয়াজ থেমে নেই, তবে বিরতি দিয়ে শোনা যাচ্ছে—প্রতি তিন মিনিটে পাঁচ কি ছয়টা গুলি। সালজার এত সাবধানে গুলি করছে, যেন এর উপর তার জীবনমরণ নির্ভর করছে।

এই সময় রানা দেখল বালির উপর দিয়ে হেঁটে আসছে

কোলামবি, হাতে লম্বা একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স।

অপেক্ষা করছে রানা, টুইংক্‌লও রঙ করছে না।

সময় নিয়ে হেঁটে এল কোলামবি, চোখ তুলে টুইংক্‌লকে একবার দেখে নিয়ে রানার দিকে তাকাল। 'গুলি তা হলে করানো গেল?'

'কী চাও?'

'ডেলিভারি...মিস্টার টাসকানের তরফ থেকে...স্পেশাল ডেলিভারি। ভীতুর ডিমটা এটার সাহায্যে গুলি করবে—হুকুম।' বাক্সটা রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল কোলামবি।

'কী এটা?'

'খুলে দেখুন, মিস্টার। আপনার চোখ আছে।' মুখ তুলে আরেকবার টুইংক্‌লকে দেখল কোলামবি, অসহ্য হাসিটা নিঃশব্দে ফুটছে ঠোঁটে, ঘুরে ফিরতি পথ ধরল।

বাক্সটা খুলছে রানা, মই বেয়ে নীচে নেমে টুইংক্‌ল জানতে চাইল, 'কী জিনিস?'

বালিতে হাঁটু গেড়ে বসে ঢাকনিটা খুলল রানা। ফোম প্যাকিং-এর উপর একটুকরো কাগজ দেখা যাচ্ছে। তাতে কমপিউটারে কম্পোজ করা একটা লাইন—

'এই দুটো অ্যাটাচমেন্ট-এর সাহায্যে প্র্যাকটিস করবে সালজার। আপনি দেখবেন, প্লিজ। বিটি।'

'কী ওটা?' আবার জিজ্ঞেস করল টুইংক্‌ল, রানার কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি দেওয়ার চেষ্টা করছে।

'টেলিস্কোপিক সাইট আর সাইলেন্সার। দুটোই হাইলি সফিসটিকেটেড...অত্যন্ত দামী।'

'কেন...কী দরকার?'

'বুলে লাগানোটা সহজ করে দেবে টেলিস্কোপিক সাইট।' জিনিসটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে রানা। 'ওদের বাজিতে টেলিস্কোপ ব্যবহারের কথা ছিল তা হলে?' কাঁধ ঝাঁকাল। 'এবার নিশ্চয়ই ভালো রেজাল্ট করবে সালজার।'

'টেলিস্কোপিক সাইটের প্রয়োজনটা বোঝা গেল,' বলল

টুইংক্ল। ‘কিন্তু সাইলেন্সার কেন?’

আবার কাঁধ ঝাঁকাল রানা। এটা ওরও প্রশ্ন। ‘কী জানি।’ সিধে হলো ও। ‘সাইলেন্সার তাকে আরও সমস্যায় ফেলবে। আমি বরং এখনই এগুলো তার রাইফেলে লাগিয়ে দিয়ে আসি, অভ্যস্ত হোক।’

‘আমার চিন্তা হচ্ছে, মাসুদ ভাইয়া,’ বলল টুইংক্ল।

‘না, চিন্তার কী আছে…’

‘যে কারণে এত ঝামেলা কাঁধে নিলে, তার কোন কিনারা করতে পারবে বলে মনে হয়?’ জিজ্ঞেস করল টুইংক্ল। ‘আমরা কি সত্যি কোন দিন জানতে পারব কী হয়েছে দাদুর?’

হেসে ফেলল রানা। ‘টুইংক্ল, আজ মাত্র প্রথম দিন! নাক যখন গলিয়েছি, তুমি নিশ্চিত থাকো, যা কিছু জানার আছে সবই আমরা জানব। এ নিয়ে পরে কথা হবে। এখন আমি যাই।’

টুইংক্লকে রেখে গ্যালারিতে চলে এল রানা। গুলি করার প্রস্তুতি নিচ্ছে সালজার। রাইফেলের বাঁটে গাল ঠেকিয়ে রেখেছে, ঘামে ভিজে যাওয়ায় কালচে দেখাচ্ছে গায়ের শার্ট। ট্রিগার টেনে দিল সে।

তাকে ছাড়িয়ে দূরের টার্গেটের দিকে চলে গেল রানার দৃষ্টি। ইনার রিঙ-এর উপরদিকে আরেক ঝাঁক গর্ত তৈরি করেছে সালজার। বুল থেকে এখনও দূরে সে, তবে অন্তত ঝাঁক তৈরি করতে পারছে।

‘হাই, সালজ্,’ বলল রানা। ‘তোমার সমস্যার সমাধান পাওয়া গেছে। এই দেখো।’

এমন চমকে উঠল, যেন ইলেকট্রিক শক খেয়েছে সালজার–হাত থেকে পড়ে গেল রাইফেলটা। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে রানার দিকে ঘুরল সে, হাঁ করে তাকিয়ে থাকল, কী দেখে যেন শিউরাল, তারপর পিছু হঠল এক পা।

তাকে এভাবে নার্ভাস হতে দেখে রানাও কম চমকায়নি। ‘এই, শান্ত হও। তোমার জন্যে ভালো একটা খবর এনেছি। এটা দেখো।’

সেই একই ভয়ার্ত দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে আছে সালজার। একচুল নড়ছে না।

‘এগুলো তোমার বাবা পাঠিয়েছেন। তোমার খুব কাজে লাগবে।’ তারপরও সালজার পঙ্গু হয়ে আছে দেখে রাইফেলটা কুড়িয়ে তুলে একটা বেঞ্চে বসল রানা। টেলিস্কোপিক সাইট আর সাইলেন্সার ফিট করতে মিনিট দুয়েক লাগল ওর।

কাজটা শেষ করে সালজারের দিকে মুখ তুলল রানা। রাইফেলটার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছে সে, বাথরুমে সাপ দেখলে এভাবে তাকিয়ে থাকে মানুষ।

নিজেকে সামলে নেওয়ার জন্য সালজারকে সময় দিচ্ছে রানা। আর কিছু না বলে শুটিং রেঞ্জ-এ এসে দাঁড়াল, টেলিস্কোপিক সাইটের সাহায্যে টার্গেটটা দেখল। এত কাছে চলে এল, আর এত পরিষ্কার ছবি, যেন হাত বাড়ালে আঙুল দিয়ে বুল ছুঁতে পারবে। মনে মনে স্বীকার করল রানা, এত ভালো টেলিস্কোপিক সাইট খুব কমই দেখা যায়।

‘এটার ভেতর দিয়ে তাকাও একবার,’ বলল রানা, তারপর ঘুরে দাঁড়াল।

ঢালু একচালার নীচে সালজার একচুল নড়ছে না। ছেলেটার যেন মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তার চোখে এখন বন্য একটা ভাব দেখা যাচ্ছে। মুখের চারপাশ জ্যান্ত প্রাণীর মত নড়াচড়া করছে। ঘাড়ের পেশি যেন গিঁট পড়া রশি, উঁচু হয়ে উঠছে।

‘ওহে, সালজার!’ ডাকল রানা। ‘কী হলো তোমার?’

অকস্মাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল সালজারের শরীরে। চোখের পলকে রানার দিকে ছুটে এল সে। দুই হাত দিয়ে রাইফেলটা ধরে থাকায় বাধা দেওয়ার সুযোগই পেল না রানা। ছুটে এসে স্টিম হ্যামারের প্রচণ্ডতা নিয়ে ওর মাথার পাশে ঘুসি মারল সালজার।

রানার হাঁটু ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে, এই সময় দেখল আরেকটা ঘুসি ছুটে আসছে ওর চোয়াল লক্ষ্য করে। একটা পা তুলেছিল রানা ওর তলপেটে মারবে বলে, কিন্তু চোখের পলকে সিদ্ধান্ত পালটাল। আঘাতটা অনুভব করল চোয়ালে, ঝাঁকি খেল মাথাটা, সাদা আলোর বিস্ফোরণ ঘটল চোখের সামনে, তারপর সব অন্ধকার।

সৈকতে সাগরের ঢেউ আছড়ে পড়ার আওয়াজ চিনতে পারল রানা। তারপর অনুভব করল ওর চোয়াল ব্যথা করছে। মুখের দিকে ছুটে আসা ঘুসিটার কথা মনে পড়ে গেল। মাথাটা এদিক ওদিক নাড়ল ও, একটু গোঙাল, তারপর উঠে বসল। জীবনে অনেক ঘুসি খেয়েছে ও, তবে এত জোরালো ঘুসির কথা মনে পড়ছে না।

চারদিকে তাকাল রানা। ও একা। ফুলে ওঠা চোয়ালটায় আঙুল ছোঁয়াল একবার, চোখ-মুখ বিকৃত করল, তারপর ধীরে ধীরে সিধে হয়ে দাঁড়াল।

টেলিস্কোপ সাইট আর সাইলেন্সার সহ রাইফেলটা বালির উপর পড়ে রয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে চোয়ালে আঙুল বুলাচ্ছে রানা, এই সময় একটা শব্দ হলো।

দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল কোলামবি। একচালার খুঁটিতে হেলান দিল সে, রানার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ দুটো একঘেয়েমির শিকার, আঙুলের ফাঁকে একটা সিগারেট। 'দূর থেকে কাণ্ডটা দেখেও চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছি না। ভাব দেখান নায়ক-নায়ক, অথচ বাচ্চা একটা ছেলের ঘুসি খেয়ে ছিটকে পড়লেন? তা হলে তো মনে হয় আমার একটা ঘুসি খেলে নিশ্চয়ই সাগরের ওপারে গিয়ে পড়বেন!'

রাইফেলটা তুলে সাবধানে একটা বেঞ্চে রাখল রানা। কথা বলছে না।

'আপনারা, মানে প্রাইভেট ডিটেকটিভরা, কী কাজ করেন আমার তা ভালই জানা আছে। গুরুগম্ভীর ভাবটুকু স্রেফ মুখোশ, আসল কাজ তো মেয়েদের পিছনে লেগে থাকা—কার বউ অন্য কারও সঙ্গে প্রেম করছে কিনা দেখা...'

ধীরে ধীরে তার দিকে তাকাল রানা।

ওর চোখের দৃষ্টিতে এমন কিছু একটা আছে, সঙ্গে সঙ্গে আড়ষ্ট হয়ে উঠল কোলামবি। এবার একেবারে অন্য সুরে কথা বলছে, 'দু'লাখ ডলার আঙুল গলে বেরিয়ে যেতে দেখছেন, অথচ পাছায় লাথি মেরে গর্দভটাকে লাইনে আনতে পারছেন না—নাহ্, আপনি হতাশ করলেন!'

রাইফেলটা একটু সরিয়ে বেঞ্চে বসল রানা। চোয়াল আর মাথার পাশটা ব্যথায় দপদপ করছে এখনও। 'কোথায় সে?' শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে জানতে চাইল। 'ছেলেটা পাগল নাকি?'

সিগারেটের ছাই ঝাড়ল কোলামবি। 'নার্ভাস।'

'কী কারণে নার্ভাস?'

'তার কিছু সমস্যা ছিল।' আবার ছাই ঝাড়ল কোলামবি। 'সবারই থাকে।'

'শুধু নার্ভাস নয়। তার আরও কোন সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার আছে,' বলল রানা। 'কোথায় সে?'

'রামালু তার দেখাশোনা করছে।'

চোয়ালটা ডলল রানা, তবে ব্যথাটা কমল না। 'ফোন ঠিক করো, ওর বাপের সঙ্গে কথা বলি।'

'ঠিক এখনই মিস্টার টাসকান আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান না, মিস্টার। যখন কথা বলবেন, শুনতে চাইবেন ভীতুর ডিমটা রাইফেল চালাতে জানে। আপনার সমস্যার ব্যাপারে তাঁর কোন আগ্রহ নেই। তিনি টাকা দিচ্ছেন, আপনি সার্ভিস দেবেন।'

দাঁড়াল রানা। 'তা হলে সালজারের সঙ্গে কথা বলি।'

মাথা নাড়ল কোলামবি। 'একবার তো বলেছেন। কোন লাভ হয়নি। আপনি জানেন না কীভাবে তাকে লাইনে আনতে হয়।'

'কীভাবে?'

'নরম আচরণে সাড়া দেয় না সে। তিক্ত হলেও সত্যি—শক্তের ভক্ত। এখন থেকে আমি তাকে সিধে করব। আপনার বোন না কী যেন, ওই টুইংক্‌লকে বলে দিন সে যেন দরদীর ভূমিকা ত্যাগ করে। কাল সকাল ন'টায় এখানে পৌঁছে যাবে স্পঞ্জের টুকরোটা, গুলি করার জন্যে একপায়ে খাড়া।'

'ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ।' টেলিস্কোপিক সাইট খুলে মুছল রানা। স্ক্রু খুলে সাইলেন্সার আলাদা করল, তারপর দুটোই ভরে রাখল বাক্সে। সবশেষে রাইফেল সহ কেসটা তুলে রাখল গান র‍্যাকে। 'কাল ন'টায় তা হলে?'

'জী, মিস্টার।'

গ্যালারি থেকে দালানে ফিরে এল রানা। হাতঘড়িতে বাজে সাতটা পঁয়ত্রিশ।

রঙের কাজটা শেষ করেছে টুইংক্‌ল। লিভিং রুমে তাকে দেখতে না পেয়ে তার বেডরুমের সামনে থেমে ডাকল রানা। সাড়া নেই। দু'পা এগিয়ে উঁকি দিয়ে ঘরের ভিতর তাকাল। এই সময় বেডরুম সংলগ্ন বাথরুম থেকে শাওয়ার থেকে পানি পড়ার আওয়াজ ভেসে এল। তারমানে গোসল করছে টুইংক্‌ল।

ফ্রিজ থেকে একটা বিয়ার নিয়ে বারান্দায় বসল রানা। বিশ মিনিট পর এলো চুলে বেরিয়ে এল টুইংক্‌ল, রানার পাশের চেয়ারটায় বসে জিজ্ঞেস করল, 'ও কোথায়, মাসুদ ভাইয়া?' চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে।

'কোলামবি আর রামালু তার দেখাশোনা করছে...'

'ওহ্ গড!' হঠাৎ আঁতকে উঠল টুইংক্‌ল, রানার ফুলে ওঠা চোয়ালটা এতক্ষণে দেখতে পেয়েছে। 'কী করে হলো?'

সংক্ষেপে তাকে জানাল রানা।

'এ আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না, মাসুদ ভাইয়া! সালজার তোমাকে ঘুসি মারল?'

'সেটা আমাকে তেমন অবাক করছে না, টুইংক্‌ল,' বলল রানা। 'যেটা অবাক করছে–দু'লাখ ডলার সহ এরকম একটা নার্ভাস, মানসিক রোগীকে আমার ঘাড়ে কেন চাপাল টাসকান? এর পিছনে তার উদ্দেশ্যটা কী?'

'ঈশ্বরকে জিজ্ঞেস করো,' বলল টুইংক্‌ল। 'ভাল কথা, মাসুদ ভাইয়া, বন্ডটা কোথায় রেখেছ তুমি?'

'ওহ্-হো, তোমাকে বলাই হয়নি।' বিস্কিটের বাক্সে ভরে বন্ডটা কোথায় রেখেছে তাকে জানাল রানা।

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করছে টুইংক্‌ল। 'সত্যি আশ্চর্য।'

'কী?'

'সালজার আমাকে কী বলেছে জানো?' রুদ্ধশ্বাসে শুরু করল টুইংক্‌ল। 'বলেছে একটা পিঁপড়ে মারতেও তার হাত কাঁপে! বলেছে কোন মেয়ে যদি তাকে ভালোবাসে, তার গায়ে একটা টোকাও

কখনও মারবে না, অথচ…' কথা শেষ করতে পারল না, ঝর ঝর করে চোখের পানি ছেড়ে দিল। 'অথচ মিথ্যুকটা আপনাকে মেরেছে!'

অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা।

ছয়

ন'টা বাজার কয়েক মিনিট আগেই গ্যালারিতে পৌঁছাল রানা। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, দেখতে পেল বালির উপর দিয়ে হেঁটে আসছে কোলামবি আর সালজার।

কোলামবির হাঁটার মধ্যে স্মার্ট একটা ভঙ্গি আছে, আবারও রানার নজর কাড়ল সেটা। সালজার আসছে তার পিছু নিয়ে, মাথাটা নিচু করে রেখেছে, হাঁটার ভঙ্গি শ্লথ। আজও সানগ্লাস পরে আছে সে, শার্টটা এরইমধ্যে ঘামে ভিজে সেঁটে গেছে গায়ে।

রাইফেল রেডি করে রেখেছে রানা। কী প্রত্যাশা করা উচিত জানা নেই, ফলে মনে একটা অস্থিরতা থেকেই যাচ্ছে। চোয়ালটা টাটিয়ে বিষ হয়ে আছে ওর…এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না সালজারের মত একটা অর্বাচীন ওকে অত জোরে আঘাত করেছে।

রানার দশ গজের মধ্যে পৌঁছে সালজারকে কিছু একটা বলল কোলামবি। সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল সালজার–যেন একটা ষাঁড় জোয়াল পরানোর জন্য অপেক্ষা করছে।

কোলামবি রানার সামনে এসে দাঁড়াল। 'দিয়ে গেলাম ওকে,' বলল সে। 'আপনি যা বলবেন তাই করবে ও। আপনার প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবে। আপনি ওকে যেভাবে পারেন

গুলি করাটা শেখান, মিস্টার। নরম নরম কথা বলে ওর মন জয় করে কোন লাভ নেই। শুধু শেখান কীভাবে লক্ষ্যভেদ করতে হয়।'

সালজারকে এগিয়ে আসার ইঙ্গিত দিল রানা। তার সঙ্গে একজন আর্মি রিক্রুট-এর মত ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও।

রানার দিকে না তাকিয়ে ধীর, এলোমেলো পায়ে একচালার নীচে হেঁটে এল সালজার, থেমে অসহায় ভঙ্গিতে দূরে টার্গেটগুলোর দিকে তাকাল।

'সানগ্লাস খোলো!' গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা।

চমকে উঠে ঝাঁকি খেল সালজার, তবে চোখ থেকে সানগ্লাস নামাল। পকেটে রাখতে যাবে, সামনে বাড়ল কোলামবি।

'আমাকে দাও, সালজার।'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে সানগ্লাসটা কোলামবির হাতে ধরিয়ে দিল সালজার। সেটা নিয়ে এক মুহূর্ত সালজারের দিকে তাকিয়ে থাকল কোলামবি, তারপর বালিতে ফেলে জুতো দিয়ে বারকয়েক মাড়াল সেটাকে।

মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল সালজার।

'রাইফেল লোডেড,' বলল রানা। 'এসো, শুটিং শুরু করো।'

রাইফেলটা রানার হাত থেকে নিল সালজার। বোকাসোকা, ভাঙাচোরা একটা চেহারা হয়েছে তার। হঠাৎ ভাবল রানা, সে যদি কোলামবি বা আমার দিকে রাইফেল তোলে? ওহ্ গড, কেমন গর্দভ দেখাবে দু'জনকে। দ্বিধা-দ্বন্দ্বে কাঁপছে ছেলেটা, হাতে লোড করা রাইফেল, তার দিকে তাকিয়ে ঘেমে গেল ও। তবে না, আসলে এখানে কোন বিপদ নেই। বোঝা যায়, চিন্তাটা সালজারের মাথায় আসেইনি কখনও। ঘুরে শুটিং রেঞ্জের দিকে এগোল সে।

এবারই প্রথম টেলিস্কোপ সাইটের ভিতর দিয়ে তাকাচ্ছে সালজার। রানা খেয়াল করল টার্গেটটা লাফ দিয়ে কাছে চলে আসতে তার পিঠ আড়ষ্ট হয়ে উঠল।

'যত ইচ্ছে সময় নাও,' ইন্সট্রাকটরের মত নীরস সুরে কথা বলছে রানা। 'ক্রস ওয়ায়ার বুলে আনো। ট্রিগারে টান দিয়ো না, চাপ দাও ওটায়।' তৈরি হওয়ার জন্য দু'সেকেন্ড সময় দিল ও।

'যখন ইচ্ছে হয় তখন গুলি করো।'

আরও দু'সেকেন্ড পার হলো, তারপর গুলি করল সালজার।

রানা আর কোলামবি একযোগে টার্গেটের দিকে তাকাল। বুলের ঠিক মাঝখানে লাগিয়েছে সে।

'গুড শট,' বলল রানা। 'এভাবেই। চালিয়ে যাও।'

ওই টেলিস্কোপিক সাইটের সাহায্যে, কারও যদি পারকিনসন্স রোগটা না থাকে, প্রতিবার বুলে লাগাবে সে। কিন্তু পরবর্তী দশ রাউন্ডের মধ্যে মাত্র দু'বার বুলে লাগাতে পারল সালজার।

তাকে রানা থামতে দিচ্ছে না। রাইফেল খালি হলেই রিলোড করে আবার ধরিয়ে দিচ্ছে হাতে, চোখের দিকে একবারও তাকাচ্ছে না।

একটা বেঞ্চে বসে সিগারেট ফুঁকছে কোলামবি। প্রথম গুলিটার পর টার্গেটের দিকে তাকাবার গরজ দেখায়নি সে, তবে গ্যালারিতেই বসে থাকল। সন্দেহ নেই তার উপস্থিতির কারণেই থামতে পারছে না সালজার।

এক ঘণ্টা পার হলো। ষাটটা গুলি করে দশটা বুলে লাগিয়েছে সালজার। কোলামবির দিকে ফিরল রানা। 'ওকে খানিক হাঁটিয়ে আনো। এক ঘণ্টা পর আবার এখানে দেখতে চাই আমি,' বলে নিজেদের দালানে ফিরে এল রানা।

টুইংক্‌ল সদর দরজায় রঙ লাগাচ্ছে। কাজ থামিয়ে ওর দিকে তাকাল সে, চোখে প্রশ্ন।

'একটু বিশ্রাম দিয়েছি,' বলল রানা। 'লেখাপড়া বন্ধ রেখে এ-সব আর না করলেও পার তুমি।'

'ঠিক আছে, মাসুদ ভাইয়া।' দাঁড়াল টুইংক্‌ল। 'তোমাকে বিয়ার দেব?'

মাথা নাড়ল রানা। 'পারলে এক কাপ কফি দাও।' বারান্দায় উঠে একটা চেয়ারে বসল রানা। হাত ধুয়ে কিচেনে চলে গেল টুইংক্‌ল, খানিক পর দু'কাপ কফি বানিয়ে নিয়ে এল।

'আমি কোন গুলির আওয়াজ শুনিনি,' নিজের কাপে চুমুক দিয়ে বলল টুইংক্‌ল।

‘সাইলেন্সার ব্যবহার করছে। খারাপ করছে না।’

‘কিন্তু আছে কেমন? আগের মতই নার্ভাস? আর মেজাজ?’ নিজের ব্যাকুল ভাব চেষ্টা করেও গোপন রাখতে পারছে না টুইংক্‌ল।

‘নার্ভাসনেসটা বোধহয় রোগ। সেটা আমাদের দেখার বিষয় নয়। দেখার বিষয় গুলি করতে পারছে কিনা।’

‘ওই লোকটা কি তার সঙ্গে রয়েছে?’

‘কোলামবি? রয়েছে মানে! পুরো সেসন ঠায় বসে আছে। ওটা হলো তেল, ওই তেল ছাড়া সালজার মেশিন চলে না।’ কফির কাপে চুমুক দিল রানা।

‘প্লিজ, মাসুদ ভাইয়া, এভাবে বোলো না। ওই লোকটা নির্দয়, ভয় দেখিয়ে ওকে বাধ্য করছে কাজটায়।’ হাত কচলাচ্ছে টুইংক্‌ল। ‘এটা উচিত নয়।’

‘তোমারও তাকে নিয়ে এরকম অস্থিরতায় ভোগা উচিত নয়,’ শান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলল রানা।

‘না, মানে, ও-ও তো একটা মানুষ, বলো?’ থতমত খেয়ে গেছে টুইংক্‌ল। ‘আর কিছু না, একজন হিউম্যান বিইং হিসেবে ওর জন্যে দুঃখ হচ্ছে আমার।’

‘সে যদি গুলি করাটা শিখে নেয়, তার জন্যে কাউকে দুঃখ পেতে হবে না।’

‘সমস্যাটা তো এখানেই, মাসুদ ভাইয়া,’ নিজের চেয়ারে নড়েচড়ে বসল টুইংক্‌ল। ‘ও গুলি করতে চায় না...আমাকে বলেছে।’

‘কিন্তু তার বাপ বলছে গুলি চালানো তাকে শিখতেই হবে।’

‘ওর বাপ একটা ক্রিমিনাল।’

‘তাকে আমরা হাতেনাতে ধরব বলেই তো এরকম একটা জটিলতার মধ্যে জড়িয়েছি।’ কাপটা খালি করে চেয়ার ছাড়ল রানা। ‘যাই, দেখি কী করছে ও।’

গ্যালারিতে ফিরে এল রানা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সালজারকে সচল টার্গেটে গুলি করানো শেখাতে হবে। কথাটা ভাবতেই বুড়ো

দাদুর পুরানো একটা মেশিনের কথা মনে পড়ল ওর। টুইংক্লের কাছে শুনেছে কখনও সেটা কাজ করে, আবার কখনও করে না। ইলেকট্রিক মোটর ওটাকে চালায়। কনভেয়র বেল্টের সঙ্গে ছয়টা স্ক্রু বোল্ট জোড়া লাগানো আছে। ওই বোল্টগুলোয় পাখি, বিয়ারের ক্যান, টার্গেট ইত্যাদি বসানো যায়। ওগুলোকে শূন্যে ছোঁড়ার গতি বাড়াবার জন্য মোটরটাকে আরও জোরে চালালেই চলে।

ওই মেশিনটা নিয়ে কাজ করছে রানা, এই সময় কোলামবি আর সালজার ফিরে এল।

'আজ আমরা স্থির টার্গেট শুটিংই চালিয়ে যাব,' সালজারকে বলল রানা, রাইফেলটা ধরিয়ে দিল তার হাতে। 'কাল থেকে শুরু করব মুভিং টার্গেট।'

নিশ্চিত হওয়া গেল না সালজার ওর কথা শুনতে পেল কিনা। ভাব দেখে মনে হলো না শুনেছে। রানার কিছু আসে যায় না। তার সন্ত্রস্ত, ভেঙে পড়া চেহারা একঘেয়ে লাগছে ওর।

দুপুর পর্যন্ত প্র্যাকটিস করল সালজার। বুলে লাগাতে পারার সংখ্যা বাড়ছে তার। দুপুরের খানিক পর দেখা গেল মনোসংযোগ ধরে রাখতে পারছে না। রানা বুঝল, এবার থামা দরকার।

কোলামবির দিকে তাকাল রানা। আরেকটা সিগারেট ধরাচ্ছে সে। 'ওকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। লাঞ্চের পর দুটো থেকে আবার শুরু করব,' বলল ও।

দাঁড়াল কোলামবি। 'আপনিই বলুন, কোন বুদ্ধিতে একা আপনার কাছে রেখে যাই ওকে আমি? আবার যদি ঘুসি মেরে ফেলে দেয় আপনাকে?' মাথা নাড়ল। 'উঁহুঁ, এত বড় ঝুঁকি আমাকে আপনি নিতে বলবেন না, প্লিজ।' বিদ্রূপ করছে ঠিকই, কিন্তু রানার দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছে না। 'ও আমাদের সঙ্গে খাবে, মিস্টার। আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে ওকে। এসো, সালজার। চলো দেখি রামালু আমাদের জন্যে কী রেঁধেছে।' তারপর আবার রানার উদ্দেশে বলল, 'ওকে রামালু বা আমি ঠিক দুটোর সময় নিয়ে আসব এখানে।'

'রামালু নিয়ে আসবে?' ভুরু কোঁচকাল রানা। 'কিন্তু তুমি না

বলেছিলে স্রেফ একটা বেল্লিক সে?' প্রশ্নটা করার পিছনে বিশেষ একটা কারণ আছে। প্রথম থেকেই লক্ষ করছে ও, রামালুকে একটু আড়ালে রাখার চেষ্টা করছে কোলামবি।

'শখের গোয়েন্দা, আপনি কি এর তাৎপর্য বুঝবেন?' হেসে উঠে বলল কোলামবি। 'রামালু আমার ব্যাকআপ, বুঝলেন মিস্টার! মিস্টার টাসকান তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত দুজন ভক্তকে এই মিশনে পাঠিয়েছেন। বাকিরা সবাই তাঁর ক্রীতদাস।'

কথাটা মনে রাখল রানা।

পরবর্তী তিনটে দিন একই ছকে কাটল। রোজ সকালে সালজারকে গ্যালারিতে নিয়ে আসছে কোলামবি। ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বিকেল সাতটায়। মাঝখানে একবার লাঞ্চ খাইয়ে আনছে।

এই তিন দিন প্রচুর গুলি খরচ করল সালজার, প্রতিটি নির্দেশ মেনে চলল, রেজাল্ট করল বরাবরের মত খারাপ, কখনও হয়তো তত খারাপ নয়।

মুভিং টার্গেট প্র্যাকটিস শুরু হতে দেখা গেল সালজার হয় সামনে গুলি করছে, না হয় পিছনে। তবে কয়েক ঘণ্টা প্র্যাকটিস করার পর দু'একটা বিয়ার ক্যানে গুলি লাগাতে পারল সে, তবে গতি যখন সব চেয়ে মন্থর ছিল।

রানা বলার পর রঙ করার কাজ বাদ দিয়ে লেখাপড়ায় মন দিয়েছে টুইংক্‌ল। সালজারের কথা একবারও জানতে চায়নি সে। ছেলেটার সঙ্গে দেখা করার কোন সুযোগও নেই তার।

রানাকে যথেষ্ট সম্মান দেখাচ্ছে টুইংক্‌ল, ওর অনেক কাজও করে দিচ্ছে–আগে যেগুলো করত না; তবে যথাসম্ভব কম কথা বলছে ওর সঙ্গে, শুধু বাধ্য হলে মুখ খুলছে।

তৃতীয় দিন পার হতে রানা উপলব্ধি করল, সময় দ্রুত শেষ হয়ে আসছে, অথচ কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। মন্থর গতি পাঁচটা বিয়ার ক্যানের মধ্যে মাত্র দুটোকে ফেলে দিতে পারছে সালজার। এটা কিছুই না, তাকে আরও অনেক ভালো করতে হবে।

বেল্ট ঘোরাবার হুইলে খানিকটা মেশিন অয়েল ঢালল রানা,

তারপর মোটরের গতি বাড়াল। আগের চেয়ে তিন গুণ দ্রুত বেগে ছুটল বিয়ার ক্যান। চল্লিশটা গুলি করে সালজার একটাতেও লাগাতে পারল না।

রাগে চেঁচিয়ে উঠল রানা, 'সামনে গুলি করো! প্রতিবার তুমি পিছনে গুলি করছ!'

রানার বিশ্বাস হচ্ছে না সালজারের মত এভাবে কেউ ঘামতে পারে। সে যে চেষ্টার ত্রুটি করছে, তা নয়, তার রিফ্লেক্স পঙ্গু একজন মানুষের মত।

গুলি করেই যাচ্ছে, করেই যাচ্ছে; লাগছে না তো লাগছেই না। তার বেপরোয়া চেহারা দেখে রানার ভয় হলো ছেলেটা না হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হয়।

'ঠিক আছে, থামো।' কোলামবির দিকে ফিরল রানা। 'নিয়ে যাও ওকে। একটু আরাম করতে দাও।' সুইচ টিপে মোটর বন্ধ করল রানা। 'আজকের মত যথেষ্ট ভুগেছি।'

রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল কোলামবি, তার কালো চোখে অশুভ কী যেন একটা আছে। 'সালজারের বিশ্রাম নেওয়ার সময় নেই, মিস্টার। ওর হাতের কাজ দেখার জন্যে মিস্টার টাসকান আসছেন পরশু। ও যেভাবে গুলি করছে, দয়া করে আপনিও বিশ্রাম নেয়ার কথা ভুলে যান।'

তার কথার সুরে যে হুমকি আছে, কালা ছাড়া যে-কেউ সেটা ধরতে পারবে। তবে সেটা রানা গায়ে মাখল না। এক ঘণ্টা কাজ বন্ধ রাখল ও।

তারপর আবার শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত সালজারকে প্র্যাকটিস করাল রানা। এ স্রেফ অ্যামিউনিশনের অপচয়। একশোটা গুলি করে তিনটে বিয়ার ক্যানে লাগাতে পারল সে। ইতিমধ্যে এমনকী রাইফেল ধরার অবস্থাও নেই তার।

'অনেক হয়েছে,' হাল ছেড়ে দিয়ে বলল রানা। 'ওর পক্ষে আর গুলি করা সম্ভব নয়। নিয়ে যাও ওকে।'

'ভয়ানক দুশ্চিন্তা হচ্ছে আমার,' কৃত্রিম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল কোলামবি। 'কাজটা কী আমরা ভুল লোকের ঘাড়ে

চাপিয়েছি?'

তার কথা শুনতে না পাওয়ার ভান করল রানা।

আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে আসছে টাসকান। ছেলের ব্যর্থতা দেখে তার কী বলার আছে সেটা শোনার অপেক্ষায় আছে রানা। নিশ্চয়ই বিকল্প কিছু চিন্তা করে রেখেছে ভেনিজুয়েলার মহাপ্রতাপশালী কৃষক নেতা বেনিডিকটাস টাসকান। সেটা কী জানতে চায় ও।

*

পরদিন দুপুরের মধ্যেই রানা উপলব্ধি করল, সালজারকে দিয়ে কোন মিরাকল ঘটানো সম্ভব নয়।

বিরতিহীন তিন ঘণ্টা সচল ক্যানে গুলি করল সালজার, একটাতেও লাগাতে পারেনি। চেষ্টা করছে সে ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যে রিফ্লেক্স বলতে কিছুই নেই। এমনকী মুভিং টার্গেটের গতি সবচেয়ে কমিয়ে দিয়েও দেখল রানা, সেগুলোতেও লাগাতে পারল না।

অবশেষে তার ঘামে ভেজা হাত থেকে রাইফেলটা নিয়ে নিল রানা। 'বসো, সালজ্,' বলল ও। 'এসো আলাপ করি।'

রানার কঠিন সুর শুনে মাথা তুলল সালজার। তার চোখের বেপরোয়া ভাব আর বিপুল ঘৃণা হকচকিয়ে দিল রানাকে। তারপর ঘুরে হাঁটা ধরল সে, যেন ভূতে পাওয়া বা ড্রাগ খেয়ে আচ্ছন্ন হয়ে থাকা একজন অসুস্থ রোগী। গ্যালারি থেকে উত্তপ্ত রোদে বেরিয়ে গেল সে। দূরের পামগাছগুলোর দিকে ফিরে যাচ্ছে।

কোলামবির দিকে তাকাল রানা, একটা বেঞ্চে বসে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। 'এ হবার নয়। তোমার বস্‌কে খবর দাও।'

হাতের সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল কোলামবি। 'হ্যাঁ, বসের সঙ্গে কথা বলার সময় হয়েছে।' দাঁড়াল সে। 'চলুন এখনই তাঁর সঙ্গে কথা বলে আসি। আপনার গাড়ি ঠিক করে দিচ্ছি আমি।'

'বাড়িতে আছি আমি,' বলল রানা।

টুইংক্‌লকে কিচেনে পেল রানা, ওদের জন্য লাঞ্চ তৈরি করছে।

'টাসকানের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি আমি,' জানাল রানা। 'টাকাটাও ফেরত দেব।'

চুলো নিভিয়ে দিয়ে কিচেন থেকে বেরিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়াল টুইংক্‌ল। ‘কী ঘটল বলো তো, মাসুদ ভাইয়া।’

‘সালজার রাইফেল দিয়ে কিছু ফেলতে পারবে না,’ বলল রানা। ‘এখন দেখার বিষয় আমার রিপোর্ট পাবার পর টাসকান কী বলে।’

‘ওই লোক ভয়ঙ্কর একটা ক্রিমিনাল,’ বলল টুইংক্‌ল। ‘তোমাকে ভাড়া করেছে নিশ্চয়ই বড় কোন ক্রাইম করিয়ে নেয়ার জন্যে। ছেলেকে রাইফেল চালানো শেখাতে পাঠানোটা আসলে একটা ছুতো...’

হেসে ফেলল রানা। ‘এ-সব ব্যাপারে তোমার মাথা দেখছি ভালোই খোলে। অপেক্ষা করো, বক্সটা নিয়ে আসি।’

পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে বালি খুঁড়ে বিস্কিটের বাক্সটা বের করল রানা। বক্সটা পকেটে রাখল ও। বাড়ির ভিতর ফিরেছে মাত্র, এইসময় রেন্ট-আ-কার কোম্পানির মার্সিডিজের আওয়াজ শুনতে পেল।

‘ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ফিরে আসব,’ টুইংক্‌লকে বলে বেরিয়ে পড়ল রানা।

হাইওয়ে ওয়ান ধরে প্যারাডাইস সিটির দিকে ছুটল ওদের গাড়ি। দক্ষ হাতে কোলামবি যেন রকেট চালাচ্ছে। চোখের কোণ দিয়ে তার দিকে একবার তাকাল রানা। সুদর্শন চেহারায় ভাব বলতে কিছু নেই যে বোঝা যাবে কী ভাবছে সে; কঠিন, নির্দয় একটা মুখ, এ লোককে হালকাভাবে নিলে ঠকতে হতে পারে।

প্যারাডাইস সিটি এখনও বেশ দূরে, হঠাৎ একটা বাঁক নিল কোলামবি। রানা জানে, ওদিকে সাগর পড়বে। ‘কী ব্যাপার?’ জিজ্ঞেস করল ও। ‘সানশাইন হোটেল তো ওদিকে নয়।’

যেমন চালাচ্ছিল কোলামবি তেমনি চালাচ্ছে। ‘মিস্টার টাসকান ওখানে নেই।’

আবার বাঁক নিয়ে সরু একটা রাস্তায় পড়ল ওরা, দু’পাশে বালির উঁচু পাড় দিয়ে আড়াল করা। তারপর আরও সরু একটা রাস্তায় ঢুকে গাড়ির স্পিড কমিয়ে আনল কোলামবি। মাইলখানেক এগোবার পর বাগানসহ সাদা রঙ করা একটা বাড়ি দেখতে পেল

রানা। বাড়ির সামনে চওড়া বারান্দা। একটু দূরে একজোড়া একচালায় গাড়ি রাখার ব্যবস্থা।

গেটে গাড়ি থামিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করল কোলামবি, চাবিটা পকেটে ভরে নীচে নামল।

খোলা গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকল ওরা। দালানটার কাছাকাছি পৌঁছেছে, এই সময় সদর দরজা দিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল বেনিডিকটাস টাসকান। এখনও কালো সুট আর সেই হ্যাটটা পরে আছে সে, দেখতে লাগছে ঠিক একটা শকুন।

কোলামবি একপাশে সরে দাঁড়াতে ধাপ তিনটে টপকে বারান্দায় উঠছে রানা, লোমশ খাটো হাত তুলে স্বাগত জানাল টাসকান।

'আসুন, মিস্টার রানা, বসুন,' বলল সে। 'আমি নিজেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম কাল।' ছোট চোখ দুটো রানার মুখে কী যেন খুঁজছে। তারপর সরে গিয়ে একটা বেতের চেয়ারে বসল, ইঙ্গিতে আরেকটা দেখাল রানাকে। 'কী বলার আছে আমাকে আপনার?'

বসল রানা।

ধাপ বেয়ে বারান্দায় উঠল কোলামবি, কোনদিকে না তাকিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ল। রানা শুনতে পেল একাধিক কণ্ঠস্বর তাকে স্বাগত জানাল।

'প্লিজ, মিস্টার রানা?' অপেক্ষা করছে টাসকান।

পকেট থেকে বন্ডসহ এনভেলাপটা বের করে সামনের নিচু টেবিলে রাখল রানা। 'কিছু মিরাকল কখনোই ঘটানো যায় না, টাসকান,' বলল ও, মাথা নাড়ল। 'দুঃখিত, আপনি আমার সময় নষ্ট করলেন কেবল, কাজ হলো না।'

রানাকে খুঁটিয়ে দেখল টাসকান, চেহারায় কোন ভাবই ফুটছে না। এনভেলাপ খুলে বন্ডটা পরীক্ষা করল সে, তারপর পকেটে রেখে দিল। 'আপনি কি আরও বেশি টাকা চান, মিস্টার রানা?' জানতে চাইল সে। 'সব মিলিয়ে পাঁচ লাখ ডলার পেলে কি আরও বেশি উৎসাহ বোধ করবেন আপনি?'

লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। ওর পালস রেট বেড়ে

যাচ্ছে। ছেলেকে ভালো রাইফেল চালানো শেখাবার জন্য পাঁচ লাখ ডলার খরচ করতে চাইছে, অথচ এই লোককে কোনভাবেই পাগল বলা যাবে না। তার চোখের দৃষ্টি দেখে বুঝতে পারছে ও, লোকটা সিরিয়াস।

তবে অঙ্কটা মেলে–বিশ লাখ ডলার বাঁচাবার জন্য পাঁচ লাখ ডলার খরচ করতে চাইছে।

*

কিন্তু বাজি ধরার ওই কাহিনী স্রেফ বানোয়াট মনে হয়েছে রানার। এবং কোনও সন্দেহ নেই, বানোয়াটই। তা হলে?

জবাবে মাথা নাড়ল রানা। 'না, আমি বেশি টাকা চাইছি না,' বলল ও। 'আসলে এক পয়সাও তো চাইনি আমি আপনার কাছে। এ কয়দিনে পরিষ্কার বুঝলাম, কেউ আপনার ছেলেকে গুলি করা শেখাতে পারবে না। ভিতর থেকে কিছু একটা বাধা দিচ্ছে তাকে–হয়তো মেন্টাল কোন ব্লক। একজন সাইকিয়াট্রিস্ট হয়তো তার সমস্যা দূর করতে পারবে, আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। আপনার জোর-জুলুমে কাজটা নিতে বাধ্য হয়েছিলাম আমি, প্রথম থেকেই তো বলে আসছি–এ কাজ আমার না।'

মাথা ঝাঁকাল টাসকান। অযত্নে পড়ে থাকা বাগানের উপর দিয়ে দূরে তাকাল, চোখ দুটো ঢুলুঢুলু, ছোট হাত দুটো হাঁটুর উপর।

অস্বস্তিকর দীর্ঘ নীরবতা।

'এবার আমাকে উঠতে হয়,' বলে চেয়ার ছাড়ল রানা। 'বাজিটার কথা ভেবে দুঃখ লাগছে, তবে এ-ধরনের একটা বোকামি করা উচিত হয়নি আপনার।' ইচ্ছে করেই বোকা বলছে ও। দেখতে চায় কী প্রতিক্রিয়া হয়। চেয়ার ছাড়ার মানেও এই নয় যে সত্যি সত্যি এখনই চলে যেতে চাইছে।

মুখ তুলে তাকাল টাসকান। 'কোন বাজি ধরার ঘটনা ঘটেনি, মিস্টার রানা…ওটা স্রেফ বানানো একটা গল্প। প্লিজ, যাবেন না। আপনার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই। একটু বসুন।'

খানিক ইতস্তত করার পর বসল রানা।

'কিছু দিতে বলব, মিস্টার রানা?'

'না, ধন্যবাদ।'

'সিদ্ধান্ত বদলাতে পারেন…আমার হুইস্কি দরকার।' কাঁধের উপর দিয়ে পিছনদিকে তাকাল টাসকান। 'ডিয়েট্রিচ!'

দোরগোড়ায় যেন একটা দৈত্য উদয় হলো। লোকটা নিশ্চয়ই এতক্ষণ দরজার পাশে আড়াল নিয়ে অপেক্ষা করছিল। কাঁধ দুটো প্রকাণ্ড, সম্ভবত একজন বক্সার। কোমরটা সরু, খালি পায়ের পাতা দুটো বিশাল। গোল মুখ, ছোট ছোট চোখ, প্রচুর জায়গা নিয়ে ছড়ানো নাক, মস্ত মাথা ডিমের মত ন্যাড়া।

'দুটো হুইস্কি দাও, ডিয়েট্রিচ,' বলল টাসকান।

মাথা ঝাঁকিয়ে দোরগোড়া থেকে পিছিয়ে গেল দৈত্যটা।

'ও ডিয়েট্রিচ,' বলল টাসকান। 'আমি চাইলে লোকটা খুব বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। এরকম আরও দশজন বডিগার্ড আছে আমার।'

রানা কিছু বলছে না। স্বেচ্ছায় এখানে এসেছে ও। প্রথম থেকেই জানে নিজেকে অজানা কোনও বিপদের সঙ্গে জড়াচ্ছে। সঙ্গে অস্ত্র নেই, থাকলেও এতগুলো লোককে একা সামাল দিতে পারত না।

ডিয়েট্রিচ না ফেরা পর্যন্ত কোন কথা হলো না। বাগানের উপর দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। কাছাকাছি কোথাও সাগর আছড়ে পড়ার আওয়াজ হচ্ছে।

ডিয়েট্রিচের নিয়ে আসা হুইস্কির গ্লাসে বরফ ভাসতে দেখল রানা।

নিজের গ্লাস তুলে চুমুক দিল টাসকান। দ্বিতীয় গ্লাসটা রানার সামনে পড়ে থাকল।

হুইস্কি রেখে ফিরে গেল ডিয়েট্রিচ।

'মিস্টার রানা, আপনি বললেন আমার ছেলের মেন্টাল ব্লক থাকতে পারে,' বলল টাসকান। 'আপনি ঠিকই ধরেছেন। সত্যি ব্লক একটা আছে ওর। সেটা কী বা কেন তৈরি হলো, আপনার জানা দরকার। তবে তার আগে ছোট্ট একটা কাহিনী বলব আমি, ধৈর্য ধরে শুনলে খুশি হব।

‘আমার বাবার জন্ম ভেনিজুয়েলায়, সেখানেই সে মারা যায়। গ্রাম্য একজন মানুষ, ক্ষমতা আর চাহিদা দুটোই ছিল খুব কম। মানুষটা স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসত, আর ছিল অত্যন্ত ধার্মিক। তার বিশ্বাস ছিল ঈশ্বরের ইচ্ছেতেই মানুষ চরম দরিদ্র অবস্থায় দিন কাটায়। দুই ছেলে ছিল তার–আমি আর আমার ভাই, রাজিক। আমার মা না খেতে পেয়ে মারা যায়। বাবা যেটাকে গর্বের সঙ্গে বাড়ি বলত, আমরা দুই ভাই সেটা ছেড়ে পালাবার সিদ্ধান্ত নিই।

‘পালিয়ে ভালোই করি আমরা। এখানে সেখানে ঘুরতে ঘুরতে একটা সোনার খনি পেয়ে যাই। ইতিমধ্যে আমাদের বাবা না খেতে পেয়ে মারা গেছে। আমরা দুই ভাই বিরাট ধনী হয়ে যাই। বিয়ে করি আমরা, দু’জনের একটা করে ছেলে হয়। আমার ছেলে সালজার, আমার ভাইয়ের ছেলে র‍্যামেজ। র‍্যামেজ দেখতে তার বাবার মত হয়েছে। সালজার পেয়েছে তার দাদার চেহারা।

‘একসময় আমি বুঝলাম, আমার রাজনীতি করা উচিত। মা আর বাবা যে না খেতে পেয়ে মারা গেছে, এ আমি কখনও ভুলিনি। আমার ভাই রাজিক বুঝল, তার ক্ষমতা দরকার। আমাদের মতের মিল হলো না। ঝগড়া করে আলাদা হয়ে গেলাম আমরা। এখন আমার ভাই রেড ড্রাগন নামে একটা ক্রাইম অর্গানাইজেশনের চিফ। তার এই অর্গানাইজেশন মাফিয়ার হয়ে কাজ করে। আর আমি লিটল ব্রাদার নামে একটা সংগঠনের চিফ, গ্রামের কৃষক আর সাধারণ গরীব মানুষদের স্বার্থ দেখার কাজ করে। আপনাকে আমি বিরক্ত করছি না তো, মিস্টার রানা?’

‘না, তবে বুঝতে পারছি না এ-সব আপনি কেন আমাকে শোনাচ্ছেন।’

‘ধৈর্য ধরুন। এবার সালজার প্রসঙ্গ। কাউকে মুগ্ধ করার মত চারিত্রিক গুণ তার নেই। আমার বাবার মত, সে-ও স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে। সে আদর্শ পছন্দ করে। অত্যন্ত ইন্টেলিজেন্টও বটে। তবে সেন্টিমেন্টাল। একটা মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হলো তার, কীভাবে যেন ভালোও বেসে ফেলল। তারপর একদিন মেয়েটিকে নিয়ে আমার কাছে এসে বলল, ওকে সে বিয়ে করতে চায়।’ পকেট

হাতড়াল টাসকান। 'একটা সিগারেট হবে নাকি, মিস্টার রানা? দেখা যাচ্ছে আমার কাছে জিনিসটা থাকেই না...'

কথা না বলে মাথা নাড়ল রানা।

'ডিয়েট্রিচ, সিগারেট!' চেঁচাল টাসকান।

এবারও দরজার আড়াল থেকে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল দৈত্যটা। টেবিলে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার রেখে দ্রুত ফিরে গেল সে।

সিগারেট ধরিয়ে আবার শুরু করল টাসকান। 'মেয়েটিকে দেখেই আমি বুঝতে পারি সালজার ভুল করতে যাচ্ছে। এ মেয়ে তার জন্যে নয়। সুন্দর, ভালো, ইত্যাদি; তবে তরল প্রকৃতির। কথাটা বললাম সালজারকে। কিন্তু প্রেমে পড়া ছেলে আমার কথা শুনবে কেন।

'যাই হোক, অনেক বুঝিয়ে এক বছর অপেক্ষা করতে রাজি করলাম ছেলেকে। এবার আমার ভাইপো র‍্যামেজ প্রসঙ্গে আসি। তাকে যদি সালজারের মত বলি, তা হলে একটা বাঘকে বলতে হবে ভেড়ার মত। র‍্যামেজ সুদর্শন, লম্বা-চওড়া, অত্যন্ত অ্যাথলেটিক। নিয়মিত খেলাধুলা করে সে। রাইফেলে ভারী দক্ষ। মেয়ে পটাতেও ওস্তাদ। সালজারের প্রেমিকার সঙ্গে তারও পরিচয় হলো। সে জানত মেয়েটিকে ভালোবাসে সালজার।

'আমার ভাই রাজিকের সঙ্গে আমার তুমুল ঝগড়া হয়েছিল। সেই সূত্রে তার ছেলে র‍্যামেজ আমাকে, আমার ছেলে সালজারকে আর আমার সংগঠন লিটল ব্রাদারকে দু'চোখে দেখতে পারে না। মানুষ হিসাবে সাংঘাতিক খারাপ সে, মিস্টার রানা। মেয়েটিকে দেখে তার মাথায় কুবুদ্ধি চাপল। সিদ্ধান্ত নিল আমাদের ক্ষতি করবে সে, বুঝিয়ে দেবে আমাদের বিরুদ্ধে তার ঘৃণা কতটা তীব্র।

'মেয়েটিকে কিডন্যাপ করল র‍্যামেজ, রেপ করল, তারপর গরম করা লোহা দিয়ে একটা ছাপ মেরে দিল তার শরীরে। বহুকাল আগে, রেড ড্রাগন অর্গানাইজেশনের সদস্যরা তাদের গবাদি পশুর গায়ে নিজেদের প্রতীক চিহ্নের ছাপ মারত। র‍্যামেজ এই মেয়েটির শরীরে রেড ড্রাগনের সিম্বল বা ছাপ মেরে দিয়েছে।'

চোখ নামিয়ে নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে থাকল টাসকান, ভুরু দুটো কুঁচকে রয়েছে। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকল সে, তারপর আবার শুরু করল।

'এ-ধরনের একটা অপমান শুধুমাত্র মৃত্যু এসে মুছে দিতে পারে। আমি লিটল ব্রাদার-এর চিফ, শুধু যদি একটা আঙুল তুলি, আমার ভাইপো মারা যাবে। কিন্তু তা আমি করতে পারছি না, কারণ সে যা করেছে সেটা সরাসরি আমার ছেলের প্রতি ব্যক্তিগত অপমান। তাই সেই অপমানের প্রতিশোধ আমার ছেলেকেই নিতে হবে।'

একটু নড়েচড়ে বসল রানা।

'লিটল ব্রাদার-এর প্রতিটি সদস্য এই অপমানের কথা জানে,' বলে চলেছে টাসকান। 'তারা র‍্যামেজ টাসকানের মৃত্যু সংবাদ শোনার অপেক্ষায় আছে–জানতে চায়, ও খুন হয়েছে আমার ছেলের হাতে। তারা জানে সালজার রাইফেল চালাবার ট্রেনিং নিচ্ছে। তাদের ধৈর্য আছে, তবে অপেক্ষা করতে করতে সেই ধৈর্য তাদের কমে আসছে।

'ওদিকে র‍্যামেজ জানে মানুষ খুন করার ক্ষমতা সালজারের নেই। জানে দাদার মত হয়েছে ও–জীবন অত্যন্ত পবিত্র, ঈশ্বরই তার মালিক। আমার বাবা এ-কথা ভাবতেন, আমার ছেলেও তাই মনে করে। এই সে মেন্টাল ব্লক, যেটার কথা আপনি বলছিলেন।

'কিন্তু প্রতিশোধ গ্রহণ আমাদের ঐতিহ্যের একটা অংশ। সে যদি র‍্যামেজকে খুন না করে তা হলে লিটল ব্রাদারের মান-মর্যাদা ধুলোয় লুটাবে। আমি আর লিটল ব্রাদারের চিফ থাকব না।' হুইস্কির গ্লাসটা খালি করল টাসকান। 'এবার বোধহয়, মিস্টার রানা, আপনি আমার সমস্যাটা বুঝতে পেরেছেন।'

'এ-সব কেন আমাকে বলছেন, আমি জানি না,' বলল রানা। 'বন্ডটা ফিরিয়ে দেয়ার মানেই তো এর মধ্যে আমি আর থাকতে চাইছি না।' চেয়ার ছেড়ে আবার দাঁড়াল ও। 'আমি আর কিছু শুনতে চাই না।'

টাসকান একটা হাত বাড়িয়ে হালকাভাবে রানার বাহুটা একবার

ছুঁলো। 'আর কয়েকটা মিনিট ধৈর্য ধরুন, প্লিজ।' তারপর গলা চড়াল সে। 'কোলামবি!'

কোলামবি বারান্দায় বেরিয়ে এল অদ্ভুতদর্শন একটা ইন্সট্রুমেন্ট নিয়ে। জিনিসটা লোহার তৈরি, কাঠের একটা হ্যান্ডেলে সেট করা–লোহার শেষ মাথাটা লাল আগুন হয়ে আছে।

'মিস্টার রানাকে দেখাও রেড ড্রাগনের ব্র্যান্ডিং আয়রন কীভাবে কাজ করে,' শান্ত সুরে বলল টাসকান।

লাল আগুন হয়ে থাকা লোহাটা বারান্দার একটা কাঠের থামে চেপে ধরল কোলামবি। কাঠ থেকে মোচড় খাওয়া ধোঁয়া উঠতে দেখল রানা। লোহাটা সরিয়ে নিল কোলামবি, তারপর চট করে একবার রানার দিকে তাকিয়ে বাড়ির ভিতর ফিরে গেল।

'প্লিজ, ভালো করে একবার দেখুন কী করেছে সে,' বলল টাসকান। 'এটা রেড ড্রাগন-এর ছাপ। এই ছাপের ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে।'

ব্র্যান্ড-মার্কটা দেখার জন্য চেয়ার ছাড়ল রানা। ইঞ্চিখানেক লম্বা ছাপটা, দু'ভাগ করা লেজসহ একটা পশুর ছবি ফুটেছে, মুখটা কুমিরের মত।

'সালজার যে মেয়েটিকে বিয়ে করতে চেয়েছিল তার গালে ঠিক এই ছাপটা মারা হয়েছে,' বলল টাসকান।

ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল রানা। 'আপনারা গোষ্ঠী হিসেবে কি এতই আদিম যে এটা পুলিশকে দিয়ে মীমাংসা করতে পারছেন না?'

'হ্যাঁ, আমরা এতটাই আদিম। এটা ব্যক্তিগত একটা বিষয়।'

'মেয়েটিও কি তাই মনে করে?'

কাঁধ ঝাঁকাল টাসকান। 'প্রসঙ্গ মেয়েটি নয়। প্রসঙ্গ আমাদের অপমানটা।'

'তার কী অবস্থা?'

'মিস্টার রানা, মেয়েটির কথা বাদ দিন। আসুন, বসুন, প্লিজ।'

'আমি আর কিছু শুনতে চাই না।'

'আপনি এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন।' রানার দিকে তাকিয়ে

থাকল টাসকান। 'আমাকে শেষ করতে দিন। প্লিজ, বসুন।'

কাজেই বসল রানা।

'এটা তো বুঝেছেন যে আমি একটা সমস্যায় পড়েছিলাম। সন্দেহ করেছিলাম, আমার আশা সালজার পূরণ করতে পারবে না। এই সময় লোকমুখে আপনার কথা শুনলাম—বিদেশী, প্রাক্তন মেজর, ফার্স্ট-ক্লাস স্নাইপার, লাইসেন্সধারী ইনভেস্টিগেটর।

'লোককে আমি জানতে দিলাম সালজার গুলি চালাবার ট্রেনিং নিচ্ছে। এই খবর শুনে আমার লোকজন খুশি হয়, কিন্তু র‍্যামেজ হেসে গড়িয়ে পড়ে। কারণ সে বোকা নয়, জানে সালজারকে কেউ রাইফেল চালানো শেখাতে পারবে না। তবে গুরুত্বপূর্ণ হলো, এটা আবার আমার লোকজন জানে না।'

'এখন তারা জানবে,' বলল রানা।

'আমার চিন্তায় যদি কোন ত্রুটি না থাকে, তারা জানবে না,' বলল টাসকান। 'আসলে, মিস্টার রানা, আপনি আমার ছেলের বদলে প্রক্সি দিতে যাচ্ছেন। অর্থাৎ আপনি সালজারের প্রতিনিধিত্ব করবেন। আরও খুলে বলব? সালজারের ভূমিকাটা আপনি নেবেন—র‍্যামেজ টাসকান খুন হবে আপনার হাতে।'

লোকটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রানা। আচ্ছা, তা হলে এই ব্যাপার! ভাবল ও। আমাকে একজন খুনি হিসাবে ভাড়া করেছে সে। শিরদাঁড়া বরাবর শিরশির করছে ওর। 'আপনার চিন্তায় ত্রুটি আছে,' বলল ও।

'মিস্টার রানা—এটা আমার, আমার ছেলে আর আমার সংগঠন লিটল ব্রাদারের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভাববেন না ক্ষমতা হারাতে ভয় পাই আমি। বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, কাউকে দায়িত্ব দিয়ে সরে যেতে পারলে বরং খুশিই হই, কিন্তু তেমন কেউ নেই। লাখ লাখ কৃষকের স্বার্থ আর অধিকার দেখতে হয় আমাকে। আমার চেষ্টার ফলে এখন আর তারা অভুক্ত থাকে না। তবে আরও অনেক কিছু করার আছে তাদের জন্যে। আমি...'

'আপনার চিন্তায় মারাত্মক ত্রুটি আছে,' আবার বলল রানা।

'এখন আমি আপনাকে আমার ছেলের বদলি হিসেবে কাজ

করার জন্যে পাঁচ লাখ ডলার দিতে চাইছি। সাবধানে চিন্তা করুন, মিস্টার রানা। এর আগে ঠাণ্ডা মাথায় বহু মানুষকে খুন করেছেন আপনি। সংখ্যাটা দুশোও হতে পারে, একশোও হতে পারে, আমি সঠিক জানি না। বলতে চাইছি, আরেকটা করলে কী আসে যায়, বলুন?'

'আপনি ভুল লোককে বাছাই করেছেন,' বলল রানা। 'আমি খুনি নই।' চেয়ার ছাড়ল ও, সদর দরজা দিয়ে লবিতে ঢুকে পড়ল।

খোলা একটা দরজার পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কোলামবি। দরজার ভিতর ডিয়েট্রিচ ছাড়াও শক্তসমর্থ তিন-চারজন লোককে দেখল রানা। ডিয়েট্রিচও দেয়ালে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, পাশেই তালা দেওয়া আরেকটা দরজা। বাকি লোকগুলো একটা টেবিলে বসে রয়েছে। 'গাড়ির চাবিটা দাও,' কোলামবিকে বলল ও।

রানার দিকে চিন্তিত একটা ভঙ্গি নিয়ে তাকাল সে। তারপর পকেট থেকে চাবিটা বের করে ছুঁড়ে দিল।

সেটা লুফে নিয়ে পিছু হটল রানা, ঘুরল, বারান্দা পেরুচ্ছে।

'আপনি তা হলে চলে যাচ্ছেন, মিস্টার রানা,' বলল টাসকান।

তার কথায় কান না দিয়ে ধাপ তিনটে টপকে গাড়ির দিকে এগোচ্ছে রানা।

'আপনার যদি টুইংক্লের কাছে ফেরার ইচ্ছে থাকে, মিস্টার রানা, তা হলে তাড়াহুড়ো করার কোনও দরকার নেই। ওখানে তাকে পাবেন না।'

মার্সিডিজের দরজা খুলছে রানা, টাসকানের কথাগুলো পরিষ্কার ভেসে এল কানে। উত্তপ্ত রোদ মুখে নিয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল ও, তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ফিরে এল বারান্দায়।

সাত

রানাকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখছে টাসকান। বিন্দু বিন্দু দাগে ভরা মাংসল মুখ নির্লিপ্ত, খাটো আর মোটা আঙুলগুলো গোঁফ নাড়াচাড়া করছে।

কোলামবি আর ডিয়েট্রিচ বেরিয়ে এসেছে বারান্দায়, সদর দরজার ঠিক ভিতরে আরও কয়েকজনের উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে। দেয়ালে হেলান দিল কোলামবি। ডিয়েট্রিচ একটা কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছে।

'আমি দুঃখিত, মিস্টার রানা,' বলল টাসকান। 'তবে ত্রিশ লাখ গরীব কৃষকের বাঁচা-মরার প্রশ্নটা সবার আগে বিবেচনা করতে হবে আমাকে। তারা সবাই আমার বাবার মত, বেঁচে থাকার কঠিন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।'

'প্যাচাল বন্ধ করুন!' ধমকে উঠল রানা। 'কী বলতে চান...টুইংক্‌ল ওখানে নেই মানে?'

দেয়ালে কাঁধের ধাক্কা দিয়ে চেয়ারগুলোর দিকে খানিকটা এগিয়ে এল কোলামবি, হাত দুটো আলগাভাবে ঝুলছে।

'টুইংক্‌ল এখন আমার হেফাজতে। ভালো আছে সে, সম্পূর্ণ নিরাপদে আছে। প্লিজ, উদ্বিগ্ন হবেন না, মিস্টার রানা।'

সাপের মত ঠাণ্ডা চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে আছে রানা। মাংসল মুখে বিষণ্ন একটা ভাব রয়েছে, তবে চকচকে চোখ দুটোয় এতটুকু কোমলতা বা অপরাধবোধ নেই। 'আপনি তাকে কিডন্যাপ করেছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে, কারণ জানে এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

'আমি বরং বলতে চাই তাকে জিম্মি করা হয়েছে।'

ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটার টুঁটি টেনে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে রানার। ইচ্ছে করছে কোলামবির ঊরুসন্ধিতে একটা লাথি চালায়, তারপর একটা ঘুসি মেরে ডিয়েট্রিচের মুখটা থেঁতলে দেয়।

‘কিডন্যাপিং মারাত্মক অপরাধ, সারা জীবন জেল খাটতে হয়, টাসকান,’ বলল ও। ‘কোথায় সে?’

রানার চোখে চোখ রেখে প্রশংসাসূচক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল টাসকান। ‘বসুন, মিস্টার রানা। আপনি সত্যি গুণী মানুষ–নিজের ওপর আপনার এই নিয়ন্ত্রণ, আমি এটার প্রশংসা করি। কেউ যদি আমার কোন আপনজনকে কিডন্যাপ করত, নিজেকে আমি ধরে রাখতে পারতাম না। তার কারণ আমি ল্যাটিন-আমেরিকান, আমাদের রক্ত খুব সহজেই ফুটতে শুরু করে। কিন্তু আপনি সেনা অফিসার ছিলেন, আপনার মধ্যে ডিসিপ্লিন আছে। আপনি জানেন এই মুহূর্তে ভায়োলেন্স কোনও সুফল এনে দেবে না।

‘বসুন, মিস্টার রানা। তারপর আমার প্রস্তাবটা শুনুন। আমি ব্যাখ্যা করার পর সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন কী করবেন। আপনার সামনে দুটো বিকল্প থাকবে। হয় আমার প্রস্তাবে রাজি হবেন, না হয় আমাকে প্রত্যাখ্যান করবেন। বাছাই করার স্বাধীনতা পাবেন, তবে তুরুপের তাসটা আমার কাছে থাকবে–টুইংক্‌ল। আপাতত তাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নেই। এরইমধ্যে তার কাজের জন্যে এক মহিলাকে পাঠানো হয়েছে। তার নতুন বাড়ি ওই শুটিং রেঞ্জের চেয়ে শতগুণ ভালো। যখন যা খুশি চাইলেই পাবে সে, শুধু স্বাধীনতা পাবে না। প্লিজ, তার কথা ভেবে উতলা হবেন না।’

‘সে আমার কে যে তার চিন্তায় একেবারে উন্মাদ হয়ে উঠব আমি?’ জিজ্ঞেস করল রানা। ‘তাকে জিম্মি করে আপনি আমাকে দিয়ে কোনও অন্যায় কাজ করিয়ে নিতে পারবেন না।’

কথা না বলে এই প্রথম হাসল বেনিডিকটাস টাসকান। ‘টুইংক্‌ল আপনার কেউ নয়, আবার টুইংক্‌ল আপনার সব,’ বলল সে। ‘আমরা খবর নিয়েছি, মিস্টার রানা। একবার যাকে আশ্রয় দেন, একবার যার দায়িত্ব নেন, তাকে নিজের মতই প্রিয় আর আপন বলে মনে করেন। আপনার মনটা বড্ড নরম, মিস্টার রানা। আপনার এই দুর্বলতা আমার খুব কাজে লাগছে।’

রানার মনের পরদায় টুইংক্‌লের মুখটা ভেসে উঠল–একা, ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে আছে। এগিয়ে এসে চেয়ারে বসল ও। ‘ঠিক আছে,

শুনছি আমি। তবে তার আগে আমারও একটা কথা আপনি শুনুন: যা করছেন, তার ফল কিন্তু আপনার জন্যে ভয়ঙ্কর হবে। কতটা মারাত্মক তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।'

কোলামবি আর ডিয়েট্রিচের দিকে তাকিয়ে মোটা হাতটা নাড়ল টাসকান। বাড়ির ভিতর ফিরে গেল তারা। 'মিস্টার রানা, আপনি একজন এক্সপার্ট স্নাইপার বলেই র‍্যামেজকে খুন করার জন্যে আপনাকে আমি বাছাই করেছি। কাজটা এমনভাবে সারতে হবে যাতে আমার সংগঠন লিটল ব্রাদার আর ওদের সংগঠন রেড ড্রাগনের লোকজন বিশ্বাস করে যে গুলিটা সালজার করেছে। আমি ধারণা, কীভাবে কী করতে হবে তা আপনার ওপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

'আপনার হাতে সময় আছে আর পাঁচদিন। কোলামবি, রামালু আর ডিয়েট্রিচকে আপনার হাতে তুলে দিলাম। ওরা আমার বিশ্বস্ত লোক। টাকা কোন সমস্যা নয়। অপারেশন সফল করার জন্যে যত খুশি খরচ করুন। র‍্যামেজ টাসকান খুন হবার পর আপনাকে আমি পাঁচ লাখ ডলার দেব।'

চিন্তা করছে রানা। এখনও কি লোকটা সত্যি কথা বলছে, সালজারের প্রেমিকাকে রেপ করেছে তার ভাইপো র‍্যামেজ? মনে হয় না। 'আমি রাজি হলাম না,' বলল রানা। 'তখন কী হবে?'

মাথা নাড়ল টাসকান। 'সেটা সম্ভব নয়। আমি মানুষ চিনি, মিস্টার রানা। আপনি এমন কিছু করবেন না যাতে টুইংক্‌লের ক্ষতি হয়।'

'সেজন্যেই তা হলে দাদু বোনানজাকে খুন করেছ তুমি?' কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করল রানা।

উত্তর দেওয়ার আগে এক মুহূর্ত ইতস্তত করল টাসকান। 'হ্যাঁ,' অবশেষে স্বীকার করল সে। 'জানতাম, তোমাকে জড়াতে হলে ওই বুড়োটাকে বিদায় নিতে হবে। আর যা ভেবেছিলাম তাই হলো। কী ঘটেছে জানার জন্যে শুটিং রেঞ্জে আসতে হলো তোমাকে।'

'খুনটা তুমি কাকে দিয়ে করালে?'

'আমরা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে কথা বলছি, মিস্টার রানা। বরং

শোনা যাক, আমার প্রস্তাব কেমন লাগল তোমার। উত্তর দেয়ার আগে মনে রাখবে, টুইংক্‌লকে আমি যে-কোনও মুহূর্তে তার বুড়ো দাদুর কাছে পাঠিয়ে দিতে পারি। তবে তা অবশ্যই পাঠাব না, কারণ তারচেয়েও চমকপ্রদ একটা প্ল্যান এসেছে মাথায়।'

'মানে?'

'আমি আদিম একটা জনগোষ্ঠী থেকে এসেছি, মিস্টার রানা।' এখন আর টাসকানকে বিষণ্ন দেখাচ্ছে না। একটু ঝুঁকে রানার দিকে তাকিয়ে আছে সে, সাপের মত ঠাণ্ডা চোখ দুটোকে ভীতিকর লাগছে। ইঙ্গিতে বারান্দার কাঠের থামটা দেখাল সে। 'টুইংক্‌লকে আমি তোমার কাছে ফেরত পাঠাব, মিস্টার রানা। তবে কাজটা তুমি না করলে আমি তার দুই গালে ওই ছাপ মেরে দেব।'

লোকটা ডিসিপ্লিনের কথা বলছিল। আর্মি যতটুকু ডিসিপ্লিন শিখিয়েছে, ঘুসি মেরে লোকটার চেহারা বদলে দেওয়া ঠেকাতে তার সবটুকু দরকার হলো রানার। টেবিলে পড়ে থাকা প্যাকেটটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিল ও, সেটাকে ঝাঁকিয়ে একটা সিগারেট বের করে ধরাল। বাগানের উপর দিয়ে সাগরের দিকে তাকিয়ে আছে।

ওর দিকে ফিরে অপেক্ষা করছে টাসকান।

তাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখল রানা। অবশেষে আধ খাওয়া সিগারেটটা বাগানে ছুঁড়ে দিল ও। 'লাখ লাখ গরীব কৃষকের মা-বাপ, না? কিন্তু তুমি শালা যে ব্ল্যাক মেইলার, এ-কথা যদি শোনে তারা? যদি শোনে তুমি একটা পশুরও অধম?'

বিন্দু বিন্দু দাগে ভরা টাসকানের মুখ নির্লিপ্ত। 'বলতে থাকো, মিস্টার রানা। ভালো লাগলে আরও গালিগালাজ করো। সিস্টেম থেকে সমস্ত রাগ আর ঘৃণা বের করে দিলে উপকার পাওয়া যায়।'

রানা বুঝল, এই লোককে কিছু বলা না বলা সমান। বারান্দায় উঠে আসার সময়ই আন্দাজ করেছিল, টাসকানের কথা মত কাজ করতে হবে ওকে। শুধু শুধু সময় নষ্ট করছে ও।

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'মনে হচ্ছে তাকে খুন না করে উপায় নেই। তবে কাজটা যদি করি, করব শুধু টুইংক্‌লকে ফিরে পাবার জন্যে—ওই টাকা আমি নেব না।'

আঙুল দিয়ে গোঁফ নাড়ছে টাসকান। 'টাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, মিস্টার রানা,' বলল সে। 'হঠাৎ করে কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলো না। পাঁচ লাখ ডলার তোমার না হোক, ওই মেয়ের সারা জীবনের অভাব দূর করে দেবে।' দাঁড়াল সে। 'টাকাটা তোমার জন্যে অপেক্ষা করবে।'

দূরের একচালা থেকে রোলস-রয়েসটা বেরিয়ে এল, ড্রাইভিং সিটে শিম্পাঞ্জির চেহারা নিয়ে সেই আগের লোকটা বসে আছে। 'আমাকে এবার যেতে হয়, মিস্টার রানা।' ওর দিকে সরাসরি তাকাল সে। 'গোটা ব্যাপারটা তোমার ওপর ছেড়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারি তো?'

একই দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল রানা, অন্তর থেকে ঘৃণা করছে লোকটাকে। 'আপাতত হ্যাঁ। তবে বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না।'

'গুড।' রানার শেষের বাক্যটিকে পাত্তাই দিল না সে। 'কথা দিচ্ছি টুইংক্‌ল নিরাপদে থাকবে। কথামত কাজ করো, সুস্থ দেহমন নিয়ে তোমার কাছে ফিরে যাবে সে। কোলামবি, রামালু আর ডিয়েট্রিচের ওপর তুমি আস্থা রাখতে পারো। তিনজনই তোমাকে সব রকম সাহায্য করবে। আমার মত ওরাও এই অপারেশনটা সফল হবার অপেক্ষায় অধীর হয়ে আছে।'

ভারী শরীর নিয়ে বারান্দা থেকে নেমে গাড়িতে উঠল টাসকান। খানিকটা ধুলো উড়িয়ে চলে গেল রোলস-রয়েস।

বারান্দায় বেরিয়ে এসে টাসকানের চেয়ারটায় বসল কোলামবি। রানা কিছু বলছে না। তারপর ডিয়েট্রিচ বেরিয়ে এল, হাতে একটা ট্রে, তাতে তিনটে গ্লাস। 'হুইস্কি, মিস্টার রানা।' নিজের গ্লাসটা নিয়ে দেয়ালের কাছে সরে গেল সে।

'ধরে নিচ্ছি,' কোলামবির দিকে তাকিয়ে বলল রানা, 'টাসকানের একটা প্ল্যান আছে, সেটাকে আমার ঠিকঠাক করে নিতে হবে।'

'হ্যাঁ, অনেকটা তাই।'

'কী সেটা?'

শুরু করল কোলামবি, সবই যেন তার মুখস্থ করা আছে।

সেপ্টেম্বরের সাতাশ তারিখ, রাত ঠিক দশটা পনের মিনিটে প্যারাডাইস সিটিতে আসবে র‍্যামেজ টাসকান। তার সঙ্গে বডিগার্ড থাকবে চারজন। তাকে আনার জন্য একটা গাড়ি যাবে এয়ারপোর্টে। সে আর তার বডিগার্ডরা হাইওয়ে ওয়ান ধরে আসবে।

তার আসার পথের একটা ম্যাপ তৈরি করেছে কোলামবি। উইলবারসন এস্টেটে বারোটা বিশ মিনিটে পৌঁছাবে সে। বাড়ি ও তার চারপাশেরও একটা ম্যাপ আছে কোলামবির কাছে।

এই উইলবারসন এস্টেটে তিনদিন থাকবে র‍্যামেজ। তারপর একই পথ ধরে এয়ারপোর্টে পৌঁছে প্লেন ধরে দেশে ফিরে যাবে। টাসকান চাইছে এখানে তাকে খুন করা হোক, দেশে নয়। কারণ ঘটনাটা ভেনিজুয়েলায় ঘটলে প্রচণ্ড তোলপাড় শুরু হয়ে যাবে।

সবশেষে কোলামবি বলল, 'কাজেই তাকে মারার জন্যে তিনদিন সময় পাব আমরা।'

'উইলবারসন এস্টেট…ওটা কার?'

'ওখানেই তার নতুন গার্লফ্রেন্ড থাকে,' বলল কোলামবি। 'লুনা উইলবারসন। তার কথা আপনি শুনেছেন, তাই না?'

'তুমি হাওয়ার্ড উইলবারসনের স্ত্রীর কথা বলছ?'

মাথা ঝাঁকাল কোলামবি। 'হ্যাঁ।'

হাওয়ার্ড উইলবারসন ইন্টারন্যাশন্যাল কমপিউটার-এর প্রেসিডেন্ট। মিডিয়াতে সব সময় তাঁর ছবি আর খবর থাকে—প্রেসিডেন্টের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন, নিজের প্রকাণ্ড ইয়টে চড়ছেন, বড় কোন কোম্পানির সঙ্গে বিলিয়ন ডলারের চুক্তি সই করছেন ইত্যাদি। রানার যত দূর মনে পড়ছে, ভদ্রলোক বেশ লম্বা আর মোটাসোটা, বয়স হবে পঁয়ষট্টির মত। ঠোঁটে রাজনীতিকের হাসি, চোখে বিনিয়োগকারীর দৃষ্টি। তিনবার বিয়ে করেছিলেন, টেকেনি; শেষবার করেছেন বছর তিনেক আগে আঠারো বছর বয়েসী এক মডেলকে। বিয়েটা মিডিয়ায় মহা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সেজন্যই এত সব কথা মনে আছে রানার।

'তুমি বলতে চাইছ উইলবারসনের স্ত্রী র‍্যামেজের নতুন বান্ধবী?'

'হ্যাঁ। উইলবারসন তার স্ত্রীকে কারাকাস-এ বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল, তখনই পরিচয় হয় ওদের। উইলবারসন যখন টাকা বানাচ্ছে, র‍্যামেজ তখন লুনাকে নিয়ে চারদিকে ঘুরেফিরে বেড়িয়েছে।'

'তারপর?'

'এখন, প্রতি বছরই, ব্যবসায়ীদের একটা কনফারেন্সে যোগ দেয়ার জন্য প্যারিসে যায় উইলবারসন–সেপ্টেম্বরের ছাব্বিশ থেকে ত্রিশ পর্যন্ত ওখানে থাকে সে। বিরাট বাড়িটা বন্ধ করে দেয়া হয়। ভদ্রলোক না ফেরা পর্যন্ত স্প্যানিশ স্টার হোটেলে ওঠার কথা লুনার। এস্টেটে গেস্টদের জন্য একটা বাংলো আছে, সেখানেই র‍্যামেজের সঙ্গে দেখা করে সে।'

'এত কথা তোমরা জানো কীভাবে?'

দাঁত বেরিয়ে পড়ল কোলামবির। 'লুনার নিগ্রো মেইডকে হাত করেছি আমরা। লুনার সঙ্গে র‍্যামেজ যখন প্রেম করবে, ওই চাকরানী তখন ওদের জন্য রান্না করবে। লুনা নিজের প্রোগ্রামের কথা বিস্তারিত বলে তাকে, তার কাছ থেকে আমরা জেনেছি।'

'এস্টেটের ম্যাপটা দেখি।'

'শুধু সময় নষ্ট করা হবে,' বলল কোলামবি।

'কেন?'

'জায়গাটা আমি চেক করে দেখেছি। র‍্যামেজ একা থাকলে কোন সমস্যা হত না। চার-চারজন বডিগার্ড থাকবে। আপনার মত এতটা দক্ষ না হলেও, তারাও ভালো রাইফেল চালায়। সারাক্ষণ চারদিকে টহল দিয়ে বেড়াবে তারা।'

ইতিমধ্যে একটা প্লেটে করে কয়েকটা স্যান্ডউইচ নিয়ে এল ডিয়েট্রিচ।

'কিছু মুখে দিন, মিস্টার,' বলল কোলামবি। 'টুইংক্লের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হবার দরকার নেই।' লোকটার দৃষ্টিতে গভীরতা আছে, তা না হলে রানার মনের কথা পড়ে ফেলতে পারত না। স্যান্ডউইচগুলো দেখেই মেয়েটির কথা মনে পড়ে গেছে ওর। তাকে রেখে যখন চলে আসে রানা, ওর জন্য লাঞ্চ তৈরি করছিল সে।

'মিস্টার টাসকান যখন বলেন কেউ ভালো থাকবে, আপনি তাঁর কথা বিশ্বাস করতে পারেন।'

'ওর সঙ্গে আমাকে টেলিফোনে কথা বলতে হবে,' বলল রানা। 'তুমি যোগাযোগ করো, তারপর আমাকে রিসিভার দাও।'

কোলামবি ইতস্তত করছে।

'কথা আমাকে বলতেই হবে,' সুর কঠিন করল রানা। 'হয়তো নিরাপদেই আছে, কিন্তু সে তা জানে না। টাসকান যদি চায় কাজটা সুষ্ঠুভাবে হোক, টুইংক্‌লের সঙ্গে আমার কথা হওয়াটা জরুরি।'

স্যান্ডউইচ চিবাতে চিবাতে চিন্তা করল কোলামবি, তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'কথাটায় যুক্তি দেখতে পাচ্ছি আমি। তবে মিস্টার টাসকানকে বলবেন না।'

বাড়ির ভিতর ঢুকল কোলামবি। অপেক্ষা করছে রানা, পালস রেট বেড়ে যাচ্ছে। পাঁচ মিনিট পার হয়ে গেল। ওর কাছে মনে হলো এক ঘণ্টা। তারপর দোরগোড়ায় দেখা গেল কোলামবিকে। 'টুইংক্‌ল লাইনে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

সিটিংরুমে ঢুকে টেলিফোনের রিসিভারটা টেবিল থেকে তুলল রানা। 'টুইংক্‌ল?'

'ওহ্, মাসুদ ভাইয়া…'

টুইংক্‌লের কাঁপা কাঁপা, অস্থির কণ্ঠস্বর শুনে চিন্‌-চিন্‌ করে উঠল রানার বুক। 'তুমি ভালো আছ?'

'হ্যাঁ, মাসুদ ভাইয়া…কিন্তু এ-সবের মানে কী?'

'তোমার কোন ভয় নেই, টুইংক্‌ল। কোন রকম দুশ্চিন্তা করবে না। ওরা তোমার দেখাশোনা করছে ঠিকমত?'

'হ্যাঁ, কিন্তু…এ-সব কী ঘটছে, মাসুদ ভাইয়া?'

'তুমি একটুও চিন্তা করবে না। আমার ওপর ভরসা রাখো বোন। কয়েকদিনের মধ্যে ওখান থেকে তোমাকে আমি নিয়ে আসছি। শান্ত হয়ে অপেক্ষা করো, নিজে থেকে কিছু করতে যেয়ো না…' ক্লিক করে একটা আওয়াজের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

যাক, নিশ্চিত হওয়া গেল ভালো আছে টুইংক্‌ল।

‘বুক থেকে আশা করি ভারটা নেমে গেছে, মিস্টার?’ জিজ্ঞেস করল কোলামবি। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, লক্ষ করছে ওকে।

রিসিভারটা নামিয়ে রাখল রানা। ‘ও খুব ভয় পেয়েছে।’ বারান্দায় এসে চেয়ারটায় বসল। ইতিমধ্যে ঢিল পড়েছে পেশিতে, খিদেও পেয়েছে। ওর পাশে এসে বসল কোলামবি। দু’জন একযোগে হাত বাড়াল স্যান্ডউইচের দিকে।

‘তাকে যদি আমি এস্টেটে মারতে না পারি, আর কোথায় মারা যায়?’ পরিস্থিতি বোঝার জন্য জিজ্ঞেস করল রানা, জানে মরে গেলেও এ-কাজ করবে না ও।

‘এই ধরুন মিনিট দশেকের মধ্যে নিজেই আপনি দেখতে পাবেন।’ আধবোজা চোখে স্যান্ডউইচ চিবাচ্ছে কোলামবি, তারপর আবার বলল, ‘লিটল ব্রাদাররা একজন সাক্ষী পাঠাচ্ছে, তাকে বিশ্বাস করাতে হবে যে গুলিটা সালজারই করেছে।’

‘কে সে?’

বারান্দার রেইলিঙের উপর দিয়ে থুথু ফেলল কোলামবি। ‘হার্নান্দো টোপাজ। সংগঠনের উঁচু দরের একজন নেতা সে, মিস্টার টাসকানকে পছন্দ করে না। তার ধারণা র‍্যামেজকে খুন করার সাহসই হবে না সালজারের। আপনার কাজ হবে তাকে বিশ্বাস করানো।’

ব্যাপারটা রানার পছন্দ হচ্ছে না। ‘গুলি করার সময় সে যদি সালজারের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে চায়, তা হলে তো এখনই অপারেশন বাতিল করা উচিত।’

‘মিস্টার টাসকান তখন এখানে থাকবেন। তিনি তাকে ছেলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেবেন না। চিন্তা-ভাবনা করে এটার একটা সমাধান বের করতে হবে আমাদেরকে।’

লোকটার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল রানা। ‘আচ্ছা, এর মধ্যে কী কারণে তুমি নিজেকে জড়াচ্ছ? খুনিকে সহায়তা করাও প্রায় সমান অপরাধ।’

কোলামবিকে নির্লিপ্ত দেখাচ্ছে। ‘ব্যাপারটাকে আমি ওই দৃষ্টিতে

দেখি না। ছোটবেলায় আমার আর রামালুর জন্যে অনেক কিছু করেছেন মিস্টার টাসকান। তার কাছে আমাদের ঋণের কোন শেষ নেই।' তার কালো চোখ দুটো কঠিন হলো। 'এই কাজটা যে-কোন মূল্যে হতে হবে, মিস্টার।'

'হুঁ, টাসকানও তাই বলে গেল, তা না হলে নির্দোষ মেয়েটির গালে ছাপ মারা হবে।'

'মিস্টার টাসকান তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। কাজটা শেষ হলে পাঁচ লাখ ডলার ঠিকই পেয়ে যাবেন আপনি। টুইংক্‌লের গালে ছাপ মারা হলে একা শুধু আপনিই দায়ী হবেন।'

রানার কিছু বলতে ইচ্ছে করছে না।

'আরেকটা কথা,' নীরবতা ভাঙল কোলামবি।

'কী?'

'মেয়েটির দুই গালে ছাপ মারা হবে,' বলল কোলামবি। 'ঘা শুকিয়ে যাবার পর আয়না দেয়া হবে তাকে, তারপর জিজ্ঞেস করা হবে সে আত্মহত্যা করতে চায় কিনা।'

অনেকক্ষণ কেউ কিছু বলল না।

রানা অনুভব করল ঘামছে ও। 'একজন মানুষ অকারণে এতটা নিষ্ঠুর হতে পারে?'

'মিস্টার টাসকান পারেন।' ঘড়ির উপর চোখ রেখে বাড়ির ভিতর চলে গেল কোলামবি।

ফিরল দুটো শক্তিশালী বিনকিউলার হাতে নিয়ে। আগের চেয়ারটাতেই বসল সে। একটা বিনকিউলার রানার হাতে ধরিয়ে দিল, নিজেরটা ধরে রাখল হাঁটুর উপর। 'আপনার সামনের দৃশ্যটা উইলবারসনের নিজস্ব সৈকতের অংশবিশেষ।' আবার হাতঘড়ি দেখল সে। 'দূরবীনটা চোখে তুলে খাঁড়ির দিকে তাকান, কল্পনা করুন ওদিকে গুলি করছেন আপনি।'

বিনকিউলারটা চোখে তুলতে যাচ্ছে রানা, অত্যন্ত শক্তিশালী ইঞ্জিনের কাঁপা-কাঁপা গম্ভীর আওয়াজ শুনতে পেল। ফোকাস অ্যাডজাস্ট করার আগেই ঝকমকে একটা মোটরবোট দেখতে পেল, খাঁড়ির বাহু ঘুরে দৃষ্টিপথে বেরিয়ে আসছে।

বিনকিউলার আরেকটু অ্যাডজাস্ট করল রানা। বোটটা পুরোপুরি ফোকাসে চলে এল। সাদা ওভারঅল পরা মোটা এক নিগ্রো মহিলা হুইলে রয়েছে। নীল সাগরের গায়ে টো রোপ সাদা লাগছে দেখতে। বিনকিউলার বাম দিকে ঘোরাল ও।

স্কির উপর মেয়েটি সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। একহারা গড়ন, দেহসৌষ্ঠবে এতটুকু খুঁত নেই; গায়ের রঙ সোনালি-চকলেট; সোনালি আঁশের মত চুল তার মাথার পিছনে পতাকার মত উড়ছে। বিনকিউলারের সেন্টার স্ক্রু একটু ঘোরাল রানা, ঝট করে ফোকাসে চলে এল তার শরীরটা। বাহুর টান টান পেশি আর উন্নত স্তনের গাঢ় বোঁটা দেখতে পাচ্ছে। পানির ছাল তুলে খাঁড়ির আরেক প্রান্তের দিকে দ্রুতবেগে যাওয়ার সময় জলপরীর মত লাগছে তাকে। উত্তেজিত, হাস্যমুখর একটা ভাব ফুটে আছে তার তরুণ সতেজ মুখে।

বোটটা তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিল। আত্মবিশ্বাসী আর সহজ একটা ভঙ্গিতে টো রোপটা একবার ঝাঁকাল মেয়েটি, তারপর একটা পা উঁচু করে ছুটে চলল একটা মাত্র স্কিতে ভর দিয়ে।

খেলাটা পনেরো মিনিট চালিয়ে গেল সে–ভারি সুন্দর, উত্তেজক, যৌনাবেদনময়ী আর পুরোমাত্রায় পটীয়সী। তারপর বোটটা তাকে এক সারি পামগাছের আড়ালে টেনে নিয়ে গেল। যান্ত্রিক খকখক আওয়াজ করে অলস হয়ে গেল ইঞ্জিন।

'ওই মেয়েটি, লুনা,' বলল কোলামবি, চোখ থেকে বিনকিউলার নামাল। 'রোজ ঠিক এই সময় স্কি করে সে। আর র‍্যামেজ হলো দক্ষিণ আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন স্কিয়ার। এটা ধরে নেয়া চলে যে মেয়েটির সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করার পর, তাকে নিয়ে খাঁড়িতে বেরিয়ে আসবে সে, তারপর তারা পরস্পরকে দেখাবার চেষ্টা করবে কে কত ভালো স্কি করতে পারে। আপনি কি এখান থেকে তাকে ফেলে দিতে পারবেন?'

'সেটা পরের কথা,' বলল রানা। 'তার আগে জবাব দাও, উইলবারসন এস্টেটে রাইফেলের গুলি খেয়ে কেউ মারা গেলে এখানে পুলিশ ইনভেস্টিগেশন হবে না? তারা জানবে না কারা এই বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল?'

‘আমাদের ধারণা পুলিশ ইনভেস্টিগেশন হবে না,’ বলল কোলামবি। ‘কারণটা আমার চেয়ে মিস্টার টাসকান ভালভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন। আর যদি হয়ও, হোক না! কাজ হয়ে গেলে এখানে আমরা কেউ থাকলে তো। আমরা যে এখানে ছিলাম, সেটা গোপনই থাকবে—বাড়িটা বেনামে ভাড়া করা হয়েছে। আপনি আসল কথায় আসুন, মিস্টার। এখান থেকে তাকে ফেলে দিতে পারবেন তো?’

চিন্তা করছে রানা। টার্গেটটা হবে দ্রুতগামী, ঘন ঘন দিকও বদলাবে। ৬০০ এমএম. টেলিস্কোপিক সাইটের কথা ভাবল ও, যেটা হয়তো দূরত্ব কমিয়ে একশো ফুটের ভিতর নিয়ে আসবে। অসম্ভব শট নয়, তবে কঠিন। তারপর ভাবল, ও তো মিস করবেই, তখন কী হবে? বারান্দার থামের গায়ে ফুটে থাকা রেড ড্রাগনের ছাপটার দিকে আরেকবার তাকাল ও।

‘শতকরা পঁচিশ ভাগ সম্ভাবনা আছে মিস করার,’ বলল রানা। ‘দূরত্ব খুব বেশি আর স্কির স্পিডও সমস্যা। তবে র‍্যামেজ আমার সাইটে থাকবে অনেকক্ষণ। মেয়েটি কি কালও স্কি করবে?’

‘প্রতিদিন এই সময়ে।’

‘নিশ্চিতভাবে বলতে পারব তাকে টেলিস্কোপিক সাইটে দেখার পর।’ দাঁড়াল রানা। ‘সালজারের রাইফেলটা নিয়ে আসি।’

ওর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল কোলামবি। ‘আপনি চান আপনার সঙ্গে আমি আসি, মিস্টার?’

‘আমি পালাচ্ছি না।’

মাথা ঝাঁকাল কোলামবি। ‘ঠিক আছে, যান।’

শুটিং রেঞ্জে ফিরে আসতে ত্রিশ মিনিট লাগল রানার। ফেরার পথে ওর এজেন্সি বা পুলিশের সাহায্য চাওয়ার কথা ভাবল ও। আইডিয়াটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাতিল করে দিল। কারও সাহায্য নিলে টাসকানকে ঝামেলায় ফেলা যাবে ঠিকই, কিন্তু তার লোকেরা টুইংক্‌লকে খুন করে লাশ গুম করে ফেলবে। টাসকানকেও শেষ পর্যন্ত ধরে রাখা যাবে না, কারণ তার বিরুদ্ধে অপরাধের প্রমাণ দেখাতে না পারলে জামিনে বেরিয়ে আসবে সে। তারপর তাকে

আর নাগালের মধ্যে পাওয়া যাবে না।

না, টুইংক্‌লকে ফিরে পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো র‍্যামেজকে খুন করতে চাওয়ার অভিনয়টা যতক্ষণ প্রয়োজন চালিয়ে যাওয়া। সময় ক্ষেপণ। তারপর অবস্থা আর সুযোগ বুঝে মারতে হবে, ভেঙে দিতে হবে টাসকানের বিষদাঁত।

কিন্তু কে এই র‍্যামেজ টাসকান? সে কি সত্যি একটা জানোয়ার, একটা মেয়েকে রেপ করে তার গালে রেড ড্রাগনের ছাপ মেরে দিয়েছে?

কাছাকাছি এসে রানা দেখল বাড়ির গেটটা খোলা রয়েছে। ভিতরে ঢোকার পর প্রথম দালানটার সামনে নীল রঙের একটা ক্যাডিলাককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ও। এটা পাম সিটি পুলিশ স্টেশনের ডিটেকটিভ ম্যানফ্রেডের গাড়ি, জানে রানা।

আট

মার্সিডিজ থেকে নামল রানা, বুকটা ধকধক করছে। চারদিকে তাকিয়ে নিগ্রো পুলিশ ডিটেকটিভকে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না।

দালানের ভিতর ঢুকল ও। লিভিং রুমে টিভিটা খোলা। বন্ধ করল ওটা।

কিচেনে চলে এল। স্টোভ জ্বলছে না, তবে একটা ফ্রাইং প্যান বসানো রয়েছে, তাতে গরুর মাংসের দুটো বড় ফালি দেখা যাচ্ছে। স্টোভের পাশেই একটা সসপ্যানে খোসা ছাড়ানো মটরশুঁটি। দ্বিতীয় সসপ্যানে শুধু পানি রয়েছে, পাশে এক কাপ চাল।

টুইংক্‌লের বেডরুমে চলে এল রানা। ক্লজিট খুলে দেখল। টুইংক্‌লের সবগুলো ড্রেস চেনে ও। একটাও নিয়ে যায়নি সে, এক

কাপড়ে চলে গেছে।

দালান থেকে বেরিয়ে শুটিং গ্যালারির দিকে রওনা হলো রানা। আশা করছে পুলিশ অফিসারকে ওখানে পাওয়া যাবে। কাছাকাছি পৌঁছেছে ও, একচালার দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল সে। ঠাণ্ডা, স্থির দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে দেখছে ওকে। তবে মুখটা হাসি হাসি করে রেখেছে।

'হাই! ভাবছিলাম রেডিও-টিভিতে ঘোষণা করতে বলি যে আপনি নিখোঁজ।'

'নিখোঁজ?' ইচ্ছে করেই গলার আওয়াজ গম্ভীর করল রানা। 'মানে, কী বলতে চান?'

'জায়গাটা পরিত্যক্ত দেখলাম। ভাবলাম নিশ্চয়ই খারাপ কিছু ঘটেছে,' নরম সুরে বলল অফিসার।

'কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন, কিছুই ঘটেনি। আপনার আসার কারণ কী, মিস্টার ম্যানফ্রেড?'

'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। টুইংক্‌লকে কথা দিয়েছিলাম একটা চাটনির রেসিপি দিয়ে যাব, আমার বুড়ি মা খুব ভালো বানাত। কোথায় সে?'

রানা নিশ্চিত বাড়ির ভিতর ঢুকেছে ম্যানফ্রেড, লাঞ্চের প্রস্তুতি লক্ষ করেছে, তারপর একজন ডিটেকটিভের যা কাজ এদিক সেদিক ঘুরে গন্ধ শুঁকেছে।

'এইমাত্র ওকে ছেড়ে এলাম। ওর এক বান্ধবী অসুস্থ। একটা প্যানিক কল পেয়ে খুবই তাড়াহুড়ো করে চলে যেতে হলো টুইংক্‌লকে।'

'আমি এসে দেখি সদর দরজা খোলা। বোঝা যায় কিচেনে রান্নার প্রস্তুতি চলছিল। অথচ কেউ কোথাও নেই। আমি ভয়ই পেয়ে যাই।'

'না, ভয় পাবার মত কিছু ঘটেনি। প্যানিক কলটা পেয়ে বেরিয়ে যাই আমরা।'

'টুইংক্‌লের বান্ধবী?'

'হ্যাঁ।'

'আপনাদের টেলিফোন কাজ করছে না,' ঘাড়ের পিছনটা ডলতে

ডলতে মৃদুকণ্ঠে বলল অফিসার, তবে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'তাই নাকি?' কাঁধ ঝাঁকাল রানা, হাসল। 'এই কাজ করছে, এই করছে না। শহর থেকে দূরের লাইনগুলোর কী অবস্থা জানেনেই তো।'

'লাইন কেটে ফেলা হয়েছে।'

গলার পিছন দিকটা শুকিয়ে যাচ্ছে রানার। 'কাটা? ব্যাপারটা বুঝলাম না তো।'

'কাটাই তো দেখলাম।'

'নিশ্চয়ই দুষ্ট ছেলেদের কাজ। এদিকের বাচ্চাগুলো খুব পাজি। ঠিক করে নেব।'

'আপনারা কি প্রায়ই সদর দরজা খোলা রেখে বাইরে যান?'

রানা সিদ্ধান্ত নিল, এবার লোকটাকে থামাতে হয়। 'ব্যাপারটা যদি আমাকে উদ্বিগ্ন না করে, আপনাকে করবে কেন?'

ম্যানফ্রেডের চোখ-মুখ একটু গম্ভীর হয়ে উঠল। পুলিশী আচরণ শুরু করতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে। 'এ-ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীনতাই পুলিশের কাজ বাড়ায়। আপনাকে আমি আবার জিজ্ঞেস করছি—প্রায়ই সদর দরজা খুলে রেখে চলে যান?' কথাগুলো কঠিন, সুরটা নয়।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এদিকে চুরি-টুরি হয় না। আমরা এমন কী দরজা খুলে ঘুমাইও।'

ম্যানফ্রেডের চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। 'অথচ একটু আগেই না বললেন এদিকের বাচ্চারা খুব পাজি?'

'আপনি শুধু শুধু কথা বাড়াচ্ছেন,' বলল রানা।

'এটা আমার রুটিন দায়িত্ব, এলাকায় কোথাও অসঙ্গতি দেখলে খোঁজ-খবর করা। আমি টুইংক্লের ক্লজিটও খুলে দেখেছি। মনে হলো ওখান থেকে কিছু নেয়া হয়নি।'

'দায়িত্ব পালনের জন্যে ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'তবে চিন্তিত হবার কিছু নেই। ফোনটা পাবার পর তাড়াহুড়ো করতে হয় আমাদেরকে। দু'চারদিনের জন্য যা যা দরকার সবই নিয়ে গেছে

টুইংক্‌ল।'

রানার দিকে তাকিয়ে একটা আঙুলের ডগা দিয়ে নাকের পাশটা ঘষছে অফিসার। 'আচ্ছা, টুইংক্‌লের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কী, দয়া করে জানাবেন?'

'এটা নিতান্তই ব্যক্তিগত প্রশ্ন, জবাব না দিলেও পারি আমি,' বলল রানা। 'শুধু আপনার কৌতূহল মেটাবার জন্য জানাচ্ছি: এখানে ও আমার আশ্রিত।' এটা বলাই সবদিক থেকে ভালো। অন্য কোন সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা কঠিন, বিশ্বাস করানো আরও কঠিন।

'হুম। তা আপনার শিষ্য শুটিং করছে না কেন?'

'শিষ্য?'

'কিংবা ছাত্র বা ক্লায়েন্ট, যে আপনার পুরোটা সময় দখল করে নিয়েছে।' হাসল অফিসার।

'ওহ্...তার কথা বলছেন। সে কাল ছেড়ে দিয়েছে।'

'তাই? কেন, তার সমস্যাটা কী? এখানেও কোন অসুস্থ বন্ধু?'

'কোন সমস্যা নেই। তার একঘেয়ে লাগছিল।'

'ওয়েস্টন অ্যান্ড লি রাইফেলটা তার?'

'হ্যাঁ।' ঘামছে রানা। 'ওটা আমি তাকে ফেরত পাঠাব।'

'সঙ্গে করে নিয়ে গেল না কেন?' হালকা কৌতূহলের সঙ্গে জানতে চাইল অফিসার।

রানা ভাবল, লোকটাকে এর বেশি আর বাড়তে দেওয়া ঠিক হবে না। 'আপনার তাতে কিছু আসে যায়, মিস্টার ম্যানফ্রেড?'

শব্দ না করে হাসল অফিসার। 'না।' হাসিটা অদৃশ্য হয়ে গেল। 'সিক্স হানড্রেড মিলিমিটার সাইট, সাইলেন্সার...কাকে খুন করার প্ল্যান করছে সে? প্রেসিডেন্টকে?'

সাইট আর সাইলেন্সার বাক্সের ভিতর রেখে গিয়েছিল রানা। ব্যস্ত হয়ে চারদিকের সবকিছু নাড়াচাড়া না করলে ওগুলো তার দেখতে পাওয়ার কথা নয়। জোর করে হাসল ও। 'এ-ধরনের ডিভাইস খুব পছন্দ করে সে। এইসব লোকের টাকা বেশি, সেন্স কম। ডিভাইস একটা দেখলে হয়, সেটা তার চাই।'

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকাল ম্যানফ্রেড। 'এখন তা হলে আপনার সময়

আছে। ক্লায়েন্ট নেই…ঘাড়ে আশ্রিতের বোঝা নেই। কাল আমার সময় হবে। কিছু টিপস শেখার জন্য আসব?'

মনে মনে প্রমাদ গুণল রানা। 'দুঃখিত, কাল আমি টুইংক্‌লের কাছে যাব। শুটিং রেঞ্জ আমরা দিন কয়েকের জন্যে বন্ধ করে দিচ্ছি।'

'দেখা যাচ্ছে আমার ভাগ্যটা ভালো নয়। ঠিক আছে। ঊনত্রিশ তারিখে আমাদের একটা ডেট আছে। ঠিক?'

'হ্যাঁ, আমি ভুলিনি।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করল অফিসার, তারপর বলল, 'রাইফেলটা দারুণ…দি বেস্ট। ওরকম একটা কিনতে পারলে খুশি হতাম।'

'আমিও।'

চিন্তা করার সময় অফিসারের চেহারা নির্লিপ্ত হয়ে উঠল। অত্যন্ত বিপজ্জনক দেখাচ্ছে তাকে। 'আপনি বলতে চাইছেন, শখ করে টেলিস্কোপিক সাইট কেনার পরও শেখাটা ছেড়ে দিল সে?'

'হঠাৎ বলল একঘেয়ে লাগছে।'

চিবুকের একপাশে আঙুল ঘষছে অফিসার। 'টাকা আসলে জাদু, তাই না? আমিও একঘেয়েমির শিকার হতে চাই।' স্ট্র হ্যাটটা মাথা থেকে নামাল সে, ওটা দিয়ে বাতাস করছে নিজেকে। 'খুব গরম পড়েছে, তাই না?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে আবার বলল, 'আপনি তা হলে টুইংক্‌লের কাছে যাচ্ছেন? কোথায় সে?' শেষ প্রশ্নটা হঠাৎ, ক্ষিপ্রগতি বক্সারের ঘুসির মত।

তবে ইতিমধ্যে রানা সতর্ক হয়ে উঠেছে। 'খুব একটা দূরে নয়। তো, মিস্টার ম্যানফ্রেড, আমার অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। ঊনত্রিশ তারিখে দেখা হচ্ছে।'

'নিশ্চয়। আপনার অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।' ইতস্তত করছে ডিটেকটিভ, তারপর কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল রানার দিকে। 'এখন থেকে একটু সতর্ক থাকবেন, প্লিজ। আমরা উটকো ঝামেলায় পড়তে চাই না।'

'মনে থাকবে।'

'তা হলে আসি, মিস্টার রানা। আবার দেখা হচ্ছে।'

হাত মেলাল ওরা। নীল ক্যাডিলাক নিয়ে চলে গেল ডিটেকটিভ ম্যানফ্রেড।

ঘরে ফিরে কিচেনটা পরিষ্কার করল রানা। একটা ব্যাগে নিজের কিছু জিনিস-পত্র ভরল।

ব্যাগটা গাড়িতে রাখল রানা। শুটিং গ্যালারিতে ফিরে বোনানজা দাদুর রাইফেলগুলো তালা দিয়ে রাখল। তারপর সালজারের রাইফেল, সাইট আর সাইলেন্সার নিয়ে গাড়িতে উঠল।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ি থেকে নামল রানা। গেটটা বন্ধ করে দিল।

তারপর গাড়ি চালিয়ে ছোট্ট সাদা বাড়িটায় ফিরে এল রানা। পাঁচ দিন পর এখানে র‍্যামেজ টাসকানের সঙ্গে রনদিভু আছে ওর।

'টাসকানের সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি।'

খানিক আগে ডিনার শেষ করেছে ওরা। ডিয়েট্রিচ খুব বাজে রাঁধে, কেউই ভালো খেতে পারেনি।

পামগাছের মাথায় চাঁদ উঠেছে, সাগর ছুঁয়ে ছুটে আসা বাতাস বেশ ঠাণ্ডা, শান্ত আর নিরিবিলি পরিবেশ। তবে রানার মনটা অশান্ত হয়ে আছে।

ওর কথা শুনে সরাসরি তাকাল কোলামবি। 'আপনি যা বলেন, মিস্টার। দেখা করবেন, না ফোনে কথা বলবেন?'

'দেখা করব। এখনই। কোথায় সে?'

'সানশাইনে। আপনি চান আপনার সঙ্গে আমিও যাই?'

'হ্যাঁ।'

বিস্মিত দেখাল কোলামবিকে। তবে আর কিছু জিজ্ঞেস না করে মার্সিডিজের দিকে এগোল সে।

গত চার ঘণ্টা ধরে বাড়ির চারদিকে হাঁটাহাঁটি করে পরিবেশটার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে রানা, সেই সঙ্গে মনে মনে একটা প্ল্যানও তৈরি করেছে। হাতে সময় কম, অথচ সমস্যা অনেক। কিছু সমস্যা আছে টাসকানের সাহায্য ছাড়া সমাধান করা সম্ভব নয়। সে যদি সামলাতে না পারে, কঠিন সংকটেই পড়তে

হবে।

হোটেল স্যুইটের ব্যালকনিতে তাকে পেল ওরা। রানাকে ইঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখাল।

‘বসো, মিস্টার রানা। মনে হচ্ছে জরুরি কোন বিষয়ে আলাপ করতে চাও?’

চেয়ারটায় বসল রানা। রেইলিঙে হেলান দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকল কোলামবি।

‘হ্যাঁ।’ প্রথমেই ডিটেকটিভ ম্যানফ্রেডের প্রসঙ্গটা তুলল রানা। শুটিং রেঞ্জে দু’বার আগমন ঘটেছে তার।

মন দিয়ে শুনল টাসকান, চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু, আঙুলগুলো হাঁটুর উপর নাচানাচি করছে।

‘এই পুলিশ অফিসার বোকা নয়,’ সবশেষে বলল রানা। ‘যেহেতু তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেইল করে একটা খাঁচায় পুরে ফেলেছ, তাই বাধ্য হয়ে তাকে আমার অনেক ভুয়া তথ্য দিতে হয়েছে। সে-সব চেক করবে সে। ছেলে আগ্নেয়াস্ত্র ধরলে তার জেল হয়ে যাবে বলে ডাহা মিথ্যে কথা বলেছিলে তুমি, ফলে প্রথম দিনই অফিসারকে ধনী একজন ক্লায়েন্টের কথা বলতে হয়েছিল আমাকে, যার কোনও অস্তিত্ব নেই।

‘আরও আছে। বলতে হয়েছে বান্ধবী অসুস্থ, তাকে দেখতে গেছে টুইংক্ল–এই বান্ধবীরও কোন অস্তিত্ব নেই। অফিসার যদি চেক করে, আমি বিপদে পড়ে যাব। তোমাদের পরিচয়ও ফাঁস হয়ে যাবে।’

‘কেন সে চেক করবে, মিস্টার রানা?’

‘তা-ও তোমাকে ব্যাখ্যা করে বলতে হবে? র‍্যামেজ খুন হলে পুলিশী তদন্ত হবে না? আমি যদি তাকে স্কিইং করার সময় খুন করি, পুলিশ জানবে হাই-পাওয়ারড রাইফেল ব্যবহার করা হয়েছে। গুলিটা কোত্থেকে করা হয়েছে, তাও জেনে ফেলবে তারা। ম্যানফ্রেড দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে আমাকে খুঁজবে...’

একটা হাত তুলে রানাকে থামিয়ে দিল টাসকান। ‘এ-সব কোন সমস্যা নয়, মিস্টার রানা। কারণ এরকম পরিস্থিতি দেখা দেবে না।

পুলিশ কোন রকম তদন্ত করবে না।'

তাকিয়ে থাকল রানা।

'পুলিশ তদন্ত করবে না, কারণ তারা জানবেই না যে কোন গুলি হয়েছে,' বলল টাসকান। 'পরিস্থিতিটা তুমি আসলে ঠিকমত ধরতে পারনি। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে প্ল্যানটা তৈরি করেছি আমি।'

'শোনা যাক।'

'যখন শুনলাম উইলবারসনের স্ত্রীর সঙ্গে তিনদিন গোপনে থাকার প্ল্যান করছে র‍্যামেজ, বুঝতে পারলাম এটা একটা নিখুঁত সুযোগ। লুনা মেয়েটি কোন অবস্থাতেই চাইবে না পুলিশ আর মিডিয়া তাকে জিজ্ঞেস করুক তার স্বামীর প্রাইভেট এস্টেটে র‍্যামেজ টাসকান কী করছিল। এসো, ব্যাপারটাকে আমরা লুনার দৃষ্টিতে বিবেচনা করি।

'ওরা দু'জন স্কিইং করছে। র‍্যামেজের পড়ে যাওয়াটা হবে রহস্যময়, কারণ তুমি সাইলেন্সার লাগিয়ে গুলি করবে। বোট থেমে যাবে। লুনা দেখবে র‍্যামেজ মাথায় গুলি খেয়েছে। কী করবে সে? পুলিশে খবর দেওয়ার জন্য ছুটবে?

'না। বোট চালাচ্ছিল নিগ্রো চাকরানী, লাশটা পানি থেকে তোলার জন্যে তার সাহায্য নেবে লুনা। ওই চাকরানীই পরিস্থিতিটা সামলাবে। আমি তোমাকে আশ্বস্ত করছি, মিস্টার রানা–আমরা তার ওপর নির্ভর করতে পারি। প্রচুর টাকা দেয়া হয়েছে তাকে–প্রচুর। এরপর কী হবে?

'লাশ নিয়ে চলে যাবে র‍্যামেজের লোকেরা। মেয়েটির অঢেল টাকা আছে, তাকে বোঝানো হবে ওদেরকে মোটা বকশিশ দেয়া হোক। এ-ধরনের একটা বিষয়ের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে পাবলিসিটি হোক, কোনও অবস্থাতেই এটা চাইবে না সে।' ভারী কাঁধ দুটো একটু উঁচু করল টাসকান। 'কাজেই পুলিশ এ-ব্যাপারে কিছু জানবে না।'

‘এটা কী ধরনের যুক্তি হলো?’ জিজ্ঞেস করল রানা। ‘বকশিশ দিলেই লাশ নিয়ে চলে যাবে ওরা? তা ছাড়া, ছেলে কীভাবে খুন হলো জানতে চাইবে না তোমার ভাই, রেড ড্রাগনের চিফ?’

হাসল টাসকান। ‘তুমি সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে অযথা উদ্বিগ্ন হচ্ছ, মিস্টার রানা। আমার ভাই নিশ্চয় জানতে চাইবে তার ছেলে কীভাবে খুন হলো। কিন্তু আমাকে বা আমার কোন লোককে কোনভাবেই এই খুনের সঙ্গে জড়াতে পারবে না সে। কারণ আমাদের সবার জন্য এয়ারটাইট অ্যালিবাই-এর ব্যবস্থা করা হবে। আমার লোক হিসাবে তোমারও।’

ওরে শালা, ভাবল রানা, তোর অ্যালিবাই আমার দরকার হবে না, কাউকে আমি গুলি করলে তো! বলল, ‘লাশ দেখার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি আতঙ্কিত হয়ে পুলিশকে ডেকে বসতে পারে।’

‘তা তাকে করতে দেয়া হবে না। নিগ্রো মহিলা তাকে বোঝাবে। তা ছাড়া, ঘটনার পরপরই এলাকা ছেড়ে চলে যাব আমরা সবাই।’

মেয়েটির কথা ভাবছে রানা। মনের পরদায় দেখতে পাচ্ছে–নগ্ন, সতেজপ্রাণ, তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে টগবগ করছে, স্কির উপর দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী মেয়ে। রাইফেলের ট্রিগার টেনে তাকে রানা উপহার দেবে দুঃস্বপ্ন ভরা একটা ভবিষ্যৎ।

‘তুমি এবার আমাকে শুটিং সম্পর্কে কিছু বলো, মিস্টার রানা। ওই ব্যাপারটায় আমার আগ্রহ আছে।’

নিজের প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করল রানা। ওই সাক্ষী লোকটা না থাকলে এর মধ্যে তেমন কোন সমস্যা ছিল না। স্কিইং করার সময় র‍্যামেজকে খুন করা সম্ভব কিনা এটা কাল নিশ্চিতভাবে বলতে পারবে ও। টেলিস্কোপিক সাইটে প্রথমে মেয়েটিকে একবার দেখে নিতে চায়।

শটটা যদি সম্ভব বলে মনে হয় তা হলে সালজারকে অভিনয় করতে হবে বাড়িটার সমতল ছাদে। টাসকান আর টাসকানের সাক্ষী সালজারকে পৌঁছে দেবে ওখানে। তারপর ওরা দু’জন নেমে এসে বারান্দায় পজিশন নেবে, সঙ্গে থাকবে বিনকিউলার।

রানা চায় সালজার ছাদে উঠবে বেলা আড়াইটায়। ভাগ্য সহায়তা করলে র‍্যামেজ আর মেয়েটিকে খাঁড়িতে দেখা যাবে তিনটের সময়।

বাড়ির পিছনে বড় একটা গাছ আছে, আড়াল পেতে কোন অসুবিধে হবে না—ওই গাছের উপরে থাকবে রানা। টাসকান আর তার সাক্ষী ছাদ থেকে বারান্দায় নেমে গেলে সালজারের কাছে চলে যাবে ও।

গুলিটা করার পর আবার গাছে ফিরে যাবে রানা। ছাদ থেকে নেমে টাসকান আর সাক্ষীর সঙ্গে যোগ দেবে সালজার। এরপর সালজারের দায়িত্ব সাক্ষীকে বিশ্বাস করানো যে কেমন দক্ষতার সঙ্গে লক্ষ্যভেদ করেছে সে।

সবশেষে রানা জানতে চাইল, 'কী মনে হচ্ছে?'

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল টাসকান, তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ...ভাল একটা প্ল্যান।' তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল রানার দিকে, কালো চোখ চকচক করছে। 'তুমি তাকে খুন করতে পারবে?'

'পারা তো উচিত, তবে তোমাকে আমি কাল জানাব।'

'নিজের ভালোর জন্যেই তোমার নিশ্চিত হওয়া দরকার, মিস্টার রানা।'

হুমকিটা স্পষ্ট। 'কাল।' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল রানা, বারান্দা থেকে নেমে এল। ওর পিছু নিয়ে মার্সিডিজে এসে উঠল কোলামবি।

পরদিন সকালে পামগাছের পাতা দিয়ে বাড়ির ছাদে একটা একচালা বানাল রানা। রোদ ঠেকানো সহ অন্য কারণেও এই আড়ালটুকুর প্রয়োজন আছে। পামগাছের পাতা কেটে এনে রানাকে সাহায্য করল কোলামবি।

কাজটা শেষ করে ডিয়েট্রিচের তৈরি স্যান্ডউইচ খেতে কিচেনে ঢুকল ওরা।

বাড়ির পিছন দিকের ছোট একটা কামরায় রাত কাটিয়েছে রানা। বড় কামরায়, অর্থাৎ লিভিংরুমে শুয়েছিল কোলামবিরা সাত-আটজন।

রাতে ভালো ঘুম হয়নি রানার। লক্ষ করেছে একা শুধু ওর নয়, আরেকজনেরও ঘুম হয়নি। তালা দেওয়া একটা ঘরের বাইরে শুয়ে সারারাত এপাশ-ওপাশ করেছে ডিয়েট্রিচ।

টুইংক্‌লের কথা মনে পড়লেই অসুস্থকর যে অনুভূতিটা হচ্ছিল সেটাকে নিয়ন্ত্রণে এনেছে রানা। ফলে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কী করণীয় ভাবতে পারছে।

টাসকান পশুরও অধম, সন্দেহ নেই ও র‍্যামেজকে খুন করতে ব্যর্থ হলে টুইংক্‌লের দুই গালে রেড ড্রাগনের ছাপ মারবে সে, তারপর হাতে আয়না তুলে দিয়ে বুদ্ধিও দেবে—এই চেহারা নিয়ে বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না।

এরকম একটা পরিস্থিতিতে ঠাণ্ডা মাথায় চোখ-কান খোলা রেখে এগোতে হবে রানাকে। কোন সুযোগ হাতছাড়া করা চলবে না। ওর কোন প্ল্যান নেই, এরকম পরিস্থিতিতে থাকা সম্ভব নয়, তবে নিজেকে এমনভাবে তৈরি করে রাখবে যাতে প্রয়োজনের সময়ে এক সেকেন্ডের মধ্যে ওর মগজে যেন সঠিক প্ল্যান তৈরি হয়ে যায়।

উইলবারসন এস্টেটে তিনদিন থাকবে র‍্যামেজ। সময়ের উপর ভরসা রাখছে রানা। কিছু একটা ঘটতে পারে, যার ফলে টুইংক্‌লসহ নিজেকে এই ফাঁদ থেকে মুক্ত করা সম্ভব হবে ওর পক্ষে।

লিভিং রুমে একটা টেলিফোন আছে। রানা এজেন্সি বা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা আবার ভেবেছে রানা। এবারও সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিয়েছে আইডিয়াটা। টুইংক্‌ল কোথায় আছে জানে না ও। পুলিশ তাকে খুঁজে পাওয়ার আগেই টাসকানের লোকেরা তার ব্যবস্থা করে ফেলবে। তা ছাড়া, ঘুম ভেঙে যাওয়ায় কোলামবি বা অন্য কেউ দেখে ফেলতে পারে ফোনে কথা বলছে ও। সে ঝুঁকি না হয় নেওয়া চলে, কিন্তু তাতে লাভ তো কিছু হবে না। যাই করুক রানা, প্রথম কাজ হবে টুইংক্‌লকে অক্ষত অবস্থায় ওদের হাত থেকে মুক্ত করা।

প্রথম যেদিন র‍্যামেজকে পাওয়া যাবে, ও ভান করতে পারে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। শটটা খুব জটিল, এটা যদি আগে থেকে টাসকানকে বোঝানো যায় তা হলে মিস করাটাকে সন্দেহের চোখে

দেখবে না সে। এতে করে চিন্তা-ভাবনার জন্য আরেক রাত সময় পাবে রানা।

তবে দ্বিতীয় দিন র‍্যামেজকে গুলি লাগাতে না পারাটা হবে সন্দেহজনক।

স্যান্ডউইচ শেষ করে কোলামবিকে নিয়ে আবার ছাদে উঠল রানা। এবার রাইফেলটা নিয়েছে ও।

ছাদের রোদ খুব গরম, তবে একচালার নীচে ছায়া আছে।

তিনটের একটু পরেই মোটর বোট স্টার্ট নেওয়ার আওয়াজ ভেসে এল। ছাদকে ঘিরে রাখা কংক্রিটের নিচু দেয়ালে রাইফেলটাকে রেস্টে রেখে অপেক্ষা করছে রানা।

খাঁড়িতে বেরিয়ে এল বোট, গতি খুব বেশি। টেলিস্কোপিক সাইটে বিবস্ত্র মেয়েটিকে পাওয়ার পর ফোকাস অ্যাডজাস্ট করল ও। ক্রস ওয়ায়ার-এর মাঝখানে নিয়ে এল তার মাথাটা। সাইট তাকে রানার একেবারে কাছে এনে দিয়েছে।

একটা কথা ভেবে স্বস্তি বোধ করল রানা, আরেকটা কথা ভেবে অসুস্থ। তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল এটা গ্রহণযোগ্য একটা শট। যদিও মেয়েটি খেলাচ্ছলে উঁচু-নিচু হচ্ছে, কাত হয়ে পড়ছে এদিক-ওদিক, তা সত্ত্বেও এমন দীর্ঘ মুহূর্ত পাওয়া যাচ্ছে যখন সে স্কির উপর স্থির হয়ে থাকছে; ফলে গুলি করে খুলিটা উড়িয়ে দেওয়া খুবই সম্ভব।

র‍্যামেজ হয়তো আরও বেশি অস্থিরতা দেখাবে, তারপরও সোজা একটা রেখা ধরে কয়েক মুহূর্ত স্কি করতে হবে তাকেও।

তবে এ-সব কথা কোলামবিকে রানা বলছে না। সাইটে চোখ রেখে আরও পাঁচ মিনিট মেয়েটিকে দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করল ও, তারপর যখন ফিরতি পথ ধরল বোট, রাইফেলটা নামিয়ে নিল।

'কী রায় হলো, মিস্টার?'

'খুব কঠিন শট,' বলল রানা। 'মারতে হবে তো মাথায়। নির্ঘাত মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়নি, এটা নিশ্চিত করতে হলে মাথায় না মেরে উপায় নেই।'

‘বেশ তো। মাথাতেই মারবেন। সমস্যাটা কোথায়?’

‘র‍্যামেজের মাথা সারাক্ষণ উঁচু-নিচু হবে। খুলির যে-কোন জায়গায় গুলি লাগলে চলবে না, লাগাতে হবে ব্রেনে। তাকে লাগাতে পারব, এ-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, কিন্তু নিশ্চিত নই এত দূর থেকে সচল সাবজেক্টের ব্রেনে লাগাতে পারব কিনা।’

শার্টের ভিতর হাত গলিয়ে বুক চুলকাতে শুরু করল কোলামবি। তাকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। ‘আপনার তাকে খুন করতে হবে। আপনি যদি শুধু তার দাঁত ফেলে দেন, তা হলে চড়া খেসারত দিতে হবে আমাদেরকে। পরে আর তাকে মারার সুযোগও বোধহয় পাওয়া যাবে না।’

‘এ-সব আমি জানি। এখন আমার মনে হচ্ছে প্ল্যানটা যথেষ্ট ভালো নয়।’

বিড়বিড় করে যিশু বা ওই রকম কাউকে স্মরণ করল কোলামবি। ‘মিস্টার টাসকানকে কথাটা না বললেই ভালো করবেন আপনি! আপনাকে তিনি বাছাই করেছেন ফার্স্ট-ক্লাস শট হিসেবে। কাজেই আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে আপনি সত্যি ফার্স্ট-ক্লাস শট।’

‘টাসকান শুটিং সম্পর্কে কিছুই বোঝে না,’ বলল রানা। ‘ওটা আটশো গজ দূরের একটা সচল টার্গেট, তাও লাগাতে হবে ব্রেনে…এক বর্গইঞ্চিতে। সারা দুনিয়ায় পাঁচজনেরও কম লোক আছে যারা গ্যারান্টি দিয়ে এ-ধরনের টার্গেটে লাগাতে পারবে।’

‘আপনাকেও তাদের একজন হতে হবে, মিস্টার রানা!’ কোলামবি শুধু উদ্বিগ্ন নয়, হিংস্র হয়ে উঠছে।

‘শাট আপ, ইউ বাস্টার্ড!’ অকস্মাৎ বাঘের মত গর্জে উঠল রানা। ‘আমাকে চিন্তা করতে দাও।’

ধমক খেয়ে রাগল তো নাই-ই, আরও বরং চিন্তিত হয়ে পড়ল কোলামবি। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে লোকটা, যেন ভয় পাচ্ছে। রানা ভাবল, অপারেশন সফল না হলে টাসকান কি ওর আর টুইংক্‌লের মত কোলামবিকেও দায়ী করবে?

তারপর হঠাৎ কোত্থেকে কে জানে রানার মাথায় একটা

আইডিয়া ঢুকল। ‘এই বাড়িটার মালিক কে?’ জানতে চাইল ও।

প্রশ্নটা বিস্মিত করল কোলামবিকে। ‘তা জেনে আপনার কী দরকার?’

‘এমন আশঙ্কা নেই তো, আমাদের কাজের মধ্যে হুট করে বাড়ির মালিক এসে পড়ল?’

‘না, তেমন কিছু ঘটবে না। সৈকত বরাবর ডজন ডজন এরকম বাড়ি ভাড়ার জন্যে পড়ে আছে। আমরা একটা এজেন্সির কাছ থেকে ভাড়া করেছি এটা।’

তা করারই কথা, তবু নিশ্চিত হতে চাইছিল রানা। *সৈকত বরাবর ডজন ডজন এরকম বাড়ি ভাড়ার জন্য পড়ে আছে।* দ্রুত কাজ করছে রানার মাথা। টাসকান যদি এটা ভাড়া করে থাকে, টুইংক্লকে আটকে রাখার জন্য আরেকটা বাড়ি ভাড়া করতে তার অসুবিধে কী?

আইডিয়াটার শাখা-প্রশাখা গজাচ্ছে। জানার উপায় কী? ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য রাইফেল থেকে টেলিস্কোপিক সাইটটা খুলতে শুরু করল রানা, সরাসরি না তাকিয়েও বুঝতে পারছে অদ্ভুত এক কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে কোলামবি।

‘উইলবারসন এস্টেটের নকশাটা আবার দেখাও আমাকে,’ তাকে বলল রানা।

শার্টের নীচেটা আবার চুলকাচ্ছে কোলামবি। ‘কেন, ওটা দিয়ে কী হবে?’

‘দেখতে চাই, দরকার আছে।’

‘আপনাকে তো বলেছি, মিস্টার, ওখানে র‍্যামেজের লোকজন থাকবে। এ-সব আইডিয়া মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন।’

‘লোকজন বলতে মাত্র চারজন।’

‘চারজন কম হলো? সবাই তারা প্রফেশনাল।’

আইডিয়াটা কাজে লাগাতে হলে কোলামবিকে বোকা বানাতে হবে। ‘আমি একবার একজন ্লাইপারকে মেরেছিলাম। লোকটাকে ঘিরে রেখেছিল একশো প্রফেশনাল সোলজার। চারজন দক্ষ

লোককে আমি গুরুত্ব দিই না।'

রানার দিকে তাকিয়ে থাকল কোলামবি। 'বলতে চাইছেন আপনি...'

'আমরা সময় নষ্ট করছি!' রানার গলায় কর্কশ কর্তৃত্বের সুর। 'আমি প্ল্যানটা দেখতে চাই!'

নীচে নেমে সিটিং রুমে ঢুকল ওরা। খোলা দরজা দিয়ে দেখা গেল পাশের কামরায় নিজের নির্দিষ্ট জায়গায়, মেঝেতে শুয়ে রয়েছে ডিয়েট্রিচ। একটা দেরাজ থেকে প্ল্যানটা বের করে টেবিলে মেলল কোলামবি।

'ঠিক আছে, যাও, কোথাও থেকে খানিক হেঁটে এসো।'

ইতস্তত করছে কোলামবি। রানার এভাবে নির্দেশ দেওয়াটা পছন্দ করছে না সে। তারপর কী ভেবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ব্যালকনিতে বেরিয়ে গেল। ওখানে আরও দু'জন লোক ঘুমাচ্ছে।

ম্যাপটা গভীর মনোযোগে কয়েক মিনিট ধরে পরীক্ষা করল রানা। উইলবারসনের বাড়িটা দুই একর লন আর ফুলবাগিচার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির পিছনে ঘন জঙ্গল, গাছপালা কেটে পথ তৈরি করা হয়েছে। সুইমিংপুলটা বাড়ির ডানদিকে। বাড়ি থেকে বেশ একটু দূরে গেস্ট বাংলো। সেটার পিছনেও জঙ্গল আর একপাশে আলাদা একটা সুইমিংপুল আছে। ওদিকের জঙ্গলটা বাংলো থেকে বিস্তৃত হয়ে সাগরের দিকে, বোট হাউস পর্যন্ত চলে গেছে। বাড়ির সীমানা প্রাচীর যথেষ্ট উঁচু।

রানার জন্য চারজন বডিগার্ড থাকলে তাদের দুজনকে বোট হাউসের পাশের পথে টহল দিতে পাঠাত ও, কারণ ওদিকটাই সবচেয়ে অরক্ষিত বলে মনে হলো। বাকি দু'জনকে বাংলোর চারপাশে টহল দিতে বলত।

ম্যাপটার উপর চোখ রেখে মাথায় গজানো আইডিয়াটার কথা ভাবছে রানা। এটা এক ধরনের জুয়া খেলা, ভুল হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা পঁচানব্বুই ভাগ। তবে এরকম পরিস্থিতিতে অতি ক্ষীণ সম্ভাবনাও যাচাই করে দেখতে হয়।

কোলামবিকে ডাকল রানা। 'বাড়িটা তুমি ঘুরে-ফিরে দেখেছ?'

'অবশ্যই। বলেছিও আপনাকে।'

'পাঁচিল সম্পর্কে কী জানো বলো আমাকে।'

অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল কোলামবি, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'পনেরো ফুট উঁচু ওগুলো, সঙ্গে আছে অ্যালার্ম কেবল্, ইলেকট্রিসিটিতে চলে। পাঁচিলের মাথার দিকটা একবার শুধু ছুঁলে হয়, অমনি অ্যালার্ম বেজে উঠবে।'

'তুমি ঠিক জানো?'

'ঠিক জানি মানে? আমি অ্যালার্ম বাজিয়েওছি। দশ মিনিটও পেরোয়নি দু'জন রেসিডেন্ট গার্ড আর দু'জন টহল পুলিশ এসে হাজির।'

'বোটহাউস সম্পর্কে বলো।'

'ওখানে আপনি কোন বোট নিয়ে যেতে পারবেন না। হারবারের বাইরে অ্যালার্ম ওয়্যার আছে, কোন বোট কাছাকাছি এলে সংকেত দেবে।'

'সাঁতরে যাওয়া যায় না?'

ভুরু কুঁচকে চিন্তা করছে কোলামবি, চেহারায় অস্বস্তি। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'তা হয়তো যাওয়া যায়, তবে ওখানে একজন গার্ড আছে।'

'সালজার সাঁতার জানে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সাঁতার সে ভালোই জানে, কিন্তু আপনি সময় নষ্ট করছেন, মিস্টার। ধরুন সালজারকে নিয়ে এস্টেটে ঢুকতে পারলেন আপনি, তারপর? হার্নান্দো টোপাজের কী হবে?'

টোপাজের কথা রানার মনে ছিল না। 'আমি সম্ভাবনাগুলো বিবেচনা করে দেখছি,' বলল ও। 'এমন হতে পারে র‍্যামেজকে স্কি করার সময় মারার দরকার হবে না, হয়তো আরও অনেক সহজে তাকে মারা সম্ভব।'

কোলামবির দুই চোখে ঘোর সন্দেহ। 'আপনি অযথা সময় নষ্ট করছেন, মিস্টার।'

'নষ্ট করার মত সময় আমাদের আছে। আমি যাচ্ছি।'

ইতস্তত করছে কোলামবি। 'আপনার সঙ্গে থাকতে হবে

আমাকে। কখন যেতে চান? আজ রাতে?'

'আমি এখনই যাচ্ছি।'

'কী আশ্চর্য! আপনি পাগল? ওখানে দু'জন গার্ড রয়েছে। তাদের সামনে পড়ে গেলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।'

'তুমি আমাকে বলোনি এরই মধ্যে গার্ড চলে এসেছে ওখানে।'

'ওখানে তারা সব সময় থাকে। বাড়িতে উইলবারসনের দামী জিনিস-পত্র আছে, সেগুলোর পাহারার ব্যবস্থা থাকবে না? তবে র‍্যামেজ পৌঁছানোর একটু আগেই তারা ফিরে যাবে। সিকিউরিটি এজেন্সির সঙ্গে মেয়েটি এরকমই একটা ব্যবস্থা করেছে। ব্যাপারটা নিগ্রো মহিলার কাছ থেকে জেনেছি আমরা। র‍্যামেজ চলে গেলে গার্ড দু'জন আবার ফিরে আসবে। কিন্তু এখন তারা ওখানে আছে।'

'তুমি সাঁতার জানো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কোলামবির জানা নেই, তবে রানার কাছে এটা কোটি টাকার প্রশ্ন। সে যদি ভালো সাঁতার জানে, বিপদে পড়ে যাবে ও। কোলামবিকে ইতস্তত করতে দেখে রানার আশা বেড়ে গেল।

'খুব ভালো না হলেও, জানি আর কি।'

'এটা আবার কেমন কথা? তুমি সিকি মাইল সাঁতরাতে পারবে? আমি এখান থেকে রওনা হতে চাই।' ম্যাপে আঙুল ছোঁয়াল রানা। 'এই জায়গা থেকে হারবার ওই প্রায় সিকি মাইলই হবে।'

'অতটা আমি সাঁতরাতে চাই না।'

'ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে আমার সঙ্গে তুমি যাচ্ছ না।' রানা দরজার দিকে রওনা হলো।

ওর হাত ধরে ফেলল কোলামবি, চোখ-মুখ হিংস্র হয়ে উঠেছে। 'কোন রকম চালাকি নয়, মিস্টার! ভুল করলে নিজেও মরবেন, টুইংক্লকেও মারবেন।'

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে তার গালে মারল রানা, পাক খেয়ে কামরার আরেক দিকে ছিটকে গেল কোলামবি। দেওয়ালে বাড়ি খেল শরীরটা। এত রেগেছে সে, ভারসাম্য ফিরে পাওয়ার অপেক্ষায় থাকল না, বাড়ি খাওয়ার শক্তিটাকে কাজে লাগিয়ে রানার দিকে ফিরে আসছে। প্রচুর সময় পেল রানা, মনের

সাধ মিটিয়ে তার চোয়ালে আড়াই মন ওজনের একটা ঘুসি চালিয়ে দিল।

জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল কোলামবি।

পিছনে আওয়াজ শুনে দ্রুত ঘুরল রানা। খোলা দরজার গোড়ায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে ডিয়েট্রিচ।

'ওকে তুলে বিছানায় শুইয়ে দাও,' বলল রানা। 'আমি বেরুচ্ছি।'

লোকটার প্রকাণ্ড মুখে বিমূঢ় ভাব। তাকে বেশি চিন্তা-ভাবনা করার সময় না দিয়ে সামনে বাড়ল রানা, কাঁধের ধাক্কায় একপাশে সরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। ধাপ কটা টপকে বালিতে পা দিল, তারপর বালিয়াড়ি আর খাঁড়ির দূর বাহুটার দিকে হাঁটা ধরল।

নয়

যতটা ভেবেছিল তারচেয়ে অনেক বেশি সাঁতরাতে হচ্ছে রানাকে। তবে ওর কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

একসময় উইলবারসন বোটহাউসটা দৃষ্টিপথে চলে এল। ধীরে ধীরে, অত্যন্ত সাবধানে, ওটার দিকে এগোল ও।

ছোট একটা হারবার দেখা যাচ্ছে, মোটর বোটটাও দেখতে পাচ্ছে রানা। হারবারের ঢোকার মুখে পৌঁছাল, ভালো করে তাকিয়ে দেখছে কেউ কোথাও আছে কিনা।

না, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কোলামবি বলেছে, একটা অ্যালার্ম কেবল্ হারবারটাকে পাহারা দিচ্ছে। সেটা দিনের বেলাও কাজ করে কিনা সন্দেহ আছে রানার।

তবে অ্যালার্ম যদি কোন সমস্যা না-ও করে, দু'জন রেসিডেন্ট গার্ডের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নিচ্ছে রানা। পানির নীচে ডুব দিল ও, তারপর হারবারের প্রবেশ মুখ থেকে দেয়াল বরাবর এগোল, সবশেষে মাথাচাড়া দিল মোটর বোটের পাশে।

এখনও উঁচু হচ্ছে রানা, মাথা ঝাঁকিয়ে চোখ থেকে পানি ঝরাচ্ছে, এই সময় একটা মেয়ে কথা বলে উঠল। 'হাই! আপনি জানেন এটা আপনার অনধিকার প্রবেশ?'

মুখ তুলে তাকাল রানা। কেবিনের ছাদে দাঁড়িয়ে ওকে দেখছে লুনা উইলবারসন। এত ছোট বিকিনি এর আগে বোধহয় কোন মেয়েকে পরতে দেখেনি ও। বিকিনি নামের একটা কৌতুক ঊরুসন্ধি আর স্তনের বোঁটা কোনও রকমে ঢাকতে পেরেছে। কাছ থেকে ভারি মিষ্টি লাগল মেয়েটির চেহারা।

'জানতাম না এখানে কেউ আছে,' বলল রানা, পানিতে হাত নেড়ে ভেসে আছে। 'দুঃখিত...আমি বোধহয় ভুল জায়গায় চলে এসেছি।'

হেসে উঠল লুনা, ভালো করে দেখার জন্য সামনের দিকে ঝুঁকল। খুদে হল্টার থেকে ভারী স্তন জোড়া লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। 'আপনি কি প্রায়ই অন্য লোকের জায়গায় সাঁতরান?'

'বললাম না, আমি দুঃখিত?' ঘুরে সাঁতরাতে শুরু করল রানা, তবে দ্রুত নয়।

'আরে! থামুন! এই যে, শুনুন! আপনার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই!'

রানা আন্দাজ করেছিল, মেয়েটির কৌতূহল সাহায্য করবে ওকে। করছে। ঘুরল ও, সাঁতরে ফিরে এল বোটের কাছে। মুরিং রোপটা ধরল। 'অনধিকার প্রবেশের কোন ইচ্ছে আমার ছিল না।'

'উঠে আসুন,' বলল লুনা। 'যদি চান তো আপনাকে বিয়ার খাওয়াই।'

পানি থেকে বোটের ডেকে উঠে পড়ল রানা। ওর পরনে শুধু সুতি ট্রাউজার, ভিজে যাওয়ায় শরীরের সঙ্গে সেঁটে আছে।

কেবিনের ছাদ থেকে নেমে রানার সামনে চলে এল লুনা। ওর শরীরে দৃষ্টি বুলাচ্ছে। চোখে মুগ্ধ ভাব ফুটল। তারপর ঠোঁটে ফুটে উঠল নিঃশব্দ হাসি। 'পুরুষ বটে!' কোন রকম লজ্জা না করে অস্ফুটে বলল সে, সরাসরি তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

দুষ্ট হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। সে-ও খুঁটিয়ে দেখল লুনাকে আপাদমস্তক, তারপর বলল, 'মেয়ে বটে!'

হেসে উঠল লুনা। 'কী করছেন আপনি এখানে?'

'তিন কূলে কেউ নেই, এরকম একটা মেয়ে ছিল আমার আশ্রয়ে। সেই আশ্রিতাকে খুঁজছি।' কোলামবির সঙ্গে কথা বলার সময় এই আইডিয়াটাই এসেছে ওর মাথায়। টুইংক্‌লকে খুঁজে বের করতে হবে। লুনা মেয়েটি গোটা এলাকা চিনবে। কোনও ভিলা বা বাংলো সম্প্রতি ভাড়া হয়ে থাকলে হয়তো জানতে পারে সে।

'আপনার আশ্রিতা?' লুনার সবুজ চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। 'বয়স কত? দেখতে কেমন?'

'বয়স তোমারই মত। দেখতে ভালো।'

'তাকে আপনি হারিয়ে ফেলেছেন?'

সত্যি কথাটা লুনাকে বলা যাবে না। যদি বলে রানা, শুধু নিজেদের কথা ভাববে সে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টেলিফোন করে র‍্যামেজকে সাবধান করে দেবে। কাজেই তাকে সত্যি কথা বলার উপায় নেই রানার।

'হ্যাঁ, হারিয়ে ফেলেছি,' বলল রানা। 'তবে এ নিয়ে তোমাকে আমি বিরক্ত করছি না। এদিকে আমি নতুন। তোমাদের জায়গাটা দেখে ভাবলাম এখানে সে এসেছে কিনা। দুঃখিত...'

'এমন পাগল মানুষ তো জীবনে দেখিনি!' অবাক হয়ে বলল মেয়েটি। 'আপনি সাগরের কিনারা ধরে সাঁতারাচ্ছিলেন, আমার বয়েসী একটা আশ্রিতা মেয়ের খোঁজে? এটা আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন?'

'জানি শুনে পাগলামিই মনে হবে,' কণ্ঠস্বর ইচ্ছে করে একটু বেসুরো করে তুলল রানা। 'আমার নিজের বোট নেই, কাজেই এ ছাড়া আর উপায় কী? মনে হলো এদিকে কোথাও থাকতে পারে সে,

তাই খুঁজছি।’

‘সে হারিয়ে গেছে? নাকি আপনার আশ্রয় ছেড়ে পালিয়ে গেছে?’

কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল রানা। ‘তোমাদের জায়গায় ঢুকে পড়ার জন্যে দুঃখিত, মিস। আমাকে এবার যেতে হয়।’

‘দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমার কথা এখনও শেষ হয়নি,’ তাড়াতাড়ি বলল লুনা। ‘তোমার দেখা যাচ্ছে রাগ খুব বেশি।’ মাথাটা একদিকে কাত করে দৃষ্টিতে যৌনাবেদন নিয়ে তাকাল ওর দিকে। ‘আমার কোন কাজ নেই তো, একা একা বোর হচ্ছি। চলো, আমি তোমাকে সাহায্য করি। বোটটা নিয়ে বেরুই দু'জনে।’ কেবিনের ছাদে বসল সে। ‘তার আগে গোটা ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলো দেখি।’

‘তোমার এত কৌতূহল কেন? এটা একটা ব্যাক্তিগত ব্যাপার। আমি মেয়েটির অভিভাবক, আমার একটা দায়িত্ব আছে, কাজেই তাকে আমি ফিরিয়ে আনব। সম্ভাবনা আছে তীর ঘেঁষা কোন বাড়ি ভাড়া নিয়েছে সে। বাকিটা আমি দেখব।’

ঠোঁট ফোলাল মেয়েটি। ‘আমার সঙ্গে এভাবে চেঁচিয়ে কথা বলতে হবে না। পালিয়ে গিয়ে হয়তো সুখেই আছে সে। কথাটা ভেবে দেখেছ?’

‘তাতে তোমার কী?’ রানার গলায় তীব্র ঝাঁঝ। ‘আমি তাকে খুঁজতে চললাম!’

চোখ মিটিমিট করল লুনা। রানা নিশ্চিত, এই সুরে কেউ কখনও তার সঙ্গে কথা বলেনি। ‘হয় তুমি কোনও জঙ্গল থেকে বেরিয়েছ, না হয় কোন গুহা থেকে!’ বলল সে। ‘আমি তোমার আশ্রিতা হলে তোমাকে ভালো না বেসে পারতাম না। চলো দেখি তোমার জন্যে কী করতে পারি। এদিকের পাঁচ-সাত মাইল পর্যন্ত তীরের সবগুলো বাড়ি আমি চিনি।’

‘ওরা হয়তো কোনও বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। ভাড়া দেয়া হয় এমন বাড়িগুলো চেনো তুমি?’

‘ওরা…সে কি কোন ছেলের সঙ্গে পালিয়েছে? নিশ্চয়ই মাথায়

গোলমাল আছে মেয়েটির।'

'বেশ ভালো গোলমালই আছে। আগে খুঁজে পাই, ভালো করে একটা ধোলাই দিতে হবে।'

লুনার চোখ দুটো জ্বলে উঠল। 'জানো, আমি চাই কেউ আমাকে ধোলাই দিক,' বলল সে। 'সত্যি আমার দরকার। আমি চাই...'

'তুমি ঘোড়ার ডিম কী চাও না চাও তাতে আমার কী।' রানা বুঝতে পারছে, মেয়েটিকে ঠিকভাবেই নিয়ন্ত্রণ করছে ও। 'যে-সব বাড়ি ভাড়া হয়, সেগুলো তুমি চেনো কি না বলো।'

'চিনি। আধ মাইল দূরে এরকম তিনটে বাড়ি আছে। দু'মাইল দূরে আরও একটা...খুব সুন্দর।'

'চলো, দেখি ওগুলো।'

'আমি তোমাকে বিয়ার খাওয়াতে চেয়েছিলাম।'

'সে-সব পরে দেখা যাবে।' মেয়েটির দিকে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানা। 'চলো যাই।'

কেবিনে নেমে গিয়ে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল লুনা। তার সঙ্গে কথা বলার সময় গেস্ট বাংলোকে বোট হাউস থেকে আড়াল করে রাখা জঙ্গলটার দিকে নজর রাখছিল রানা, ভাবছিল নিগ্রো চাকরানী ওকে দেখছে কিনা; তবে তার অস্তিত্ব ওর চোখে ধরা পড়েনি।

হারবার থেকে বেরুবার জন্য বোট ঘুরিয়ে নিচ্ছে লুনা, ধাপ বেয়ে কেবিনে নেমে এল রানা।

'আমি লুনা,' বলল মেয়েটি। 'তুমি?'

'আনন্দ।'

কাঁধের উপর দিয়ে ওর দিকে তাকাল লুনা। 'বেশ গরজিয়াস লাগছে নামটা—আনন্দ। তুমি নিশ্চয়ই ভারতীয়, মহাত্মা গান্ধী যে দেশে জন্মেছেন?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'বাপ-চাচারা ওই দেশেই জন্মেছিলেন বটে, তবে আমরা নিজেদের সুবিধে মত ভেঙে আলাদা হয়ে গিয়েছি।'

হারবার থেকে বেরিয়ে এল লুনা। 'এখন আমরা কী করব, আনন্দ?'

'উপকূল ধরে এগোও, খুব বেশি দ্রুত নয়, খুব বেশি কাছ

থেকেও নয়।'

'জী, ঠিক আছে, ক্যাপটেন,' হি-হি করে খানিক হাসল লুনা।

'একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে!'

রানার বাড়ানো হাত অনুসরণ করে তাকাল লুনা। 'ওটার মালিক এরিক বেলফোর। ভদ্রলোক ভারি সজ্জন, কিন্তু তাঁর বউটা এক নম্বরের জল্লাদ। সাবধান, তোমাকে যেন ডাইনীটা দেখতে না পায়, দেখলেই আমার স্বামীকে বলে দেবে।'

বাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে এল ওরা। লনে খাড়া করা রঙচঙে সান আমব্রেলার নীচে বেশ কয়েকজন লোককে দেখতে পেল রানা।

'কিছু মহিলা উদ্ভট, তাই না?' আবার হি-হি করে হাসল লুনা। 'স্বামী আমার জালে ধরা দেবে, এই ভয়ে সব সময় আতঙ্কে থাকে সে।'

'এই বাড়িটা?'

তীরের আরেকটা বাড়ি কাছে চলে আসছে।

'ওটা অনেক আগেই ভাড়া হয়ে গেছে। লোকটা দারুণ দেখতে। মেয়েটা বাচ্চা নিয়েছে। ক'মাস কে জানে, এখনই প্রকাণ্ড দেখায় তাকে। স্বামী এক সেকেন্ডের জন্যেও পাশ ছেড়ে নড়ে না। তার সঙ্গে কথা বলার কোন সুযোগই পাইনি আমি।'

বোট এগিয়ে চলেছে। আরও দুটো বাড়িকে পাশ কাটিয়ে এল ওরা। প্রথমটায় বয়স্ক একটা দম্পতি গাছের ছায়ায় বসে তাস খেলছে। দ্বিতীয়টার লনে একদল মোটাসোটা মানুষ পিকনিক করছে।

রানা ভাবল, আইডিয়াটা বোধহয় কোন কাজে লাগবে না।

'সামনের হেডল্যান্ডটা দেখছ?' বলল লুনা, রানার নগ্ন কাঁধে হাত রাখল। 'ওই জায়গাটার কথাই তোমাকে বলছিলাম। ওটার মালিক...'

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে রানা। সময় শেষ হয়ে আসছে। 'এদিকে আর ভাড়া বাড়ি আছে কি?'

'নেই মানে, অ-নে-ক। তবে সেগুলো তেমন সুবিধের নয়, বেশির ভাগই ট্যুরিস্টদের জন্যে...এটা অবশ্য সুন্দর।'

লুনার পছন্দের বাড়িটাকে সুদৃশ্য সাইপ্রেস গাছ ঘিরে রেখেছে। ছোট একটা হারবার দেখতে পাচ্ছে রানা, আরও কাছাকাছি আসতে মোটরবোটও দেখতে পেল। হারবারের পর বালি আর সৈকত।

গাছের তৈরি আড়াল হালকা হয়ে আসতে বিস্তৃত লন দেখতে পেল রানা, র‍্যাঞ্চ-টাইপের বাড়িটাকে কয়েকটা ফুলবাগিচা ঘিরে রেখেছে।

'এই সুন্দর বাড়িটার কথাই বলছিলাম। এটার মালিক বব উলমার,' বলল লুনা। 'এখনও জানার সময় পাইনি কারা এটা ভাড়া নিয়েছে।'

তার কথা রানা শুনছে না।

ঝাঁকড়া মাথা নিয়ে বড় একটা গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে লনের এক পাশে। সেই গাছের নীচে বসে থাকতে দেখা গেল সালজার টাসকানকে।

লুনাকে হারবারে ভিড়তে বলার ঝোঁকটা দমন করল রানা। ক্ষীণ হলেও, এমন সম্ভাবনা আছে যে টুইংক্ল হয়তো ওখানে নেই। অনুভব করছে আছে, তবু ঝুঁকিটা নেওয়া চলে না।

'ওটা তার বয়ফ্রেন্ড নয়?' জিজ্ঞেস করল লুনা। কেবিনের জানালায়, রানার পাশে চলে এসেছে সে, তাকিয়ে আছে সালজারের দিকে। 'সুবোধ বালক মনে হচ্ছে, তাই না?'

নতুন একজোড়া সানগ্লাস পরেছে সালজার। মোটর বোটের আওয়াজ শুনে সাগরের দিকে তাকাল সে, গগলসের কালো কাঁচে প্রতিফলিত হলো রোদ। 'না, এ নয়,' বলল রানা।

র‍্যাঞ্চ হাউসটার উপর চোখ বুলাচ্ছে ও। হঠাৎ দেখল সদর দরজা দিয়ে বাড়ির বারান্দায় বেরিয়ে এল একজন লোক। দেখেই তাকে চিনতে পারল ও। হলুদ আর লাল শার্ট পরা রামালু।

শুধু রামালু নয়, সাদা প্যান্ট আর সোয়েট শার্ট পরা আরও দু'জন লোক বাড়িটার কোণ ঘুরে বেরিয়ে এল, নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। তারাও সাগরের দিকে তাকাল।

'আরে! বাড়িভর্তি মানুষ!' লুনা উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'হ্যালো বলব?'

'না। পরের বাড়িটা কত দূরে?'

'মাইলখানেক।' অনিচ্ছাসত্ত্বেও থ্রটল ওপেন করল লুনা, লাফ দিয়ে ছুটল বোট।

আরও চারটে বাড়ি দেখল ওরা। লুনাকে রানা বুঝতে দিতে চায় না যা খুঁজছিল পেয়ে গেছে ও। এক সময় তাকে বলল, 'শুধু শুধু সময় নষ্ট করছি। হয়তো কোন হোটেল বা অ্যাপার্টমেন্টে উঠেছে সে। চলো ফেরা যাক।'

'ফেরার আগে বোট থামিয়ে সাগরের দোলায় দোলায় একটু ভালোবেসে নিলে কেমন হয়, আনন্দ?'

এতক্ষণে মিষ্টি হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। ওর পেটেন্ট ভুবন ভোলানো হাসি। লুনার হাত ধরে কাছে টানল ও।

'খুব ভালো হয়, মেয়ে। তোমাকে দেখার পর থেকে বুকের ভেতরটা কেমন জানি করছে!'

আহ্লাদে আটখানা হয়ে বোটের ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়েই রানার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল লুনা। ধরা দিল রানার বলিষ্ঠ দুই বাহুর আলিঙ্গনে।

বোট ঘুরিয়ে নিল লুনা। ফেরার পথে গাছের তলায় সালজারকে দেখতে পেল না রানা। সাদা ট্রাউজার পরা লোক দু'জন বারান্দায় বসে রয়েছে। রামালুকেও কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

উইলবারসন হারবারের কাছাকাছি এসে বোটের স্পিড কমাল লুনা। 'এসো, আমার সঙ্গে ডিনার খাবে। এক্কেবারে একা আমি। তোমার আশ্রিতার গল্পও শোনা যাবে।'

'আজ না, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে আমাকে,' বলল রানা। 'সাহায্য করার জন্যে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'আর তোমাকে ধন্যবাদ…হি-হি…বুঝতেই পারছ কেন, অসংখ্যরও বেশি!'

ইঞ্জিন বন্ধ করে রানার গায়ের কাছে সেঁটে এল লুনা। 'এভাবে চলে যেতে হয় না, মিস্টার আনন্দ। এসো না, সারাটা রাত উপভোগ করি আমরা? ফিরতেই হবে তোমাকে?'

'হ্যাঁ, লুনা। তবে তুমি চাইলে দুই দিন পর আবার আসতে পারি।'

'না-না, প্লিজ!' আঁতকে উঠল লুনা। 'আমার হাজব্যান্ড চলে আসবে তখন।'

'তা হলে বিদায়,' তাকে পাশ কাটিয়ে ডেকে উঠে এল রানা। ডাইভ দিয়ে সাগরে পড়ল, দ্রুত সাঁতার দিয়ে বোটের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। বিশ গজের মত আসার পর ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল একবার।

কেবিনের ছাদ থেকে দেখছে ওকে লুনা, পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে, কোমরে হাত।

'তুমি একটা বোকা!' চিৎকার করে বলল সে। 'আশা করি ডুবে মরবে!' তারপর খিল-খিল করে হেসে উঠে হাত নাড়ল। 'নাইন-ফাইভ-নাইন-টু-থ্রি-ওয়ান-নাইন...ফোন কোরো!'

পাল্টা হাত নেড়ে নিজের পথে এগোল রানা। নম্বরটা মুখস্থ করে নিয়েছে।

নিশ্চিত ভাবে জানা যায়নি ওই বাড়িটায় সালজারের সঙ্গে টুইংক্‌লও আছে কিনা। তাকে ওখানে দেখতে পেলে লুনার টেলিফোন ব্যবহার করে পুলিশ আর রানা এজেন্সিকে সতর্ক করতে পারত ও।

কিন্তু তাতে মারাত্মক বিপদ ডেকে আনা হবে, পুলিশ বাড়িটায় ঢুকে টুইংক্‌লকে যদি না পায়?

সাঁতরে ফেরার সময় সিদ্ধান্ত নিল রানা, কোলামবিকে বলবে স্কি শট ব্যর্থ হলে র‍্যামেজকে উইলবারসন এস্টেটে মারার ঝুঁকি নেওয়া যেতে পারে। ম্যাপ দেখিয়ে তাকে বোঝাবে কীভাবে কাজটা করা সম্ভব।

সাগর থেকে উঠে এসে বালিয়াড়ির দিকে এগোল রানা। দূর থেকে সাদা বাড়িটা দেখতে পাচ্ছে। আরও কাছ থেকে ডিয়েট্রিচকে বারান্দায় দেখতে পেল ও। তবে তার কথা ভুলে গেল একটা চেয়ারে বেনিডিকটাস টাসকানকে বসে থাকতে দেখে। কালো শকুনের মত লোকটাকে দেখা মাত্র একটা হার্টবিট মিস করল রানা।

লোকটা সরাসরি ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

ধাপ বেয়ে বারান্দায় উঠছে রানা, টাসকান ভারী গলায় জিজ্ঞেস করল, 'সাঁতার কাটতে যাওয়া হয়েছিল, তাই না, মিস্টার রানা?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা।

'মিসেস উইলবারসনের সঙ্গে কথা বললে। শুটিং সম্পর্কে তাকে কিছু জানিয়েছ?'

জবাব দেওয়ার আগে একটা চেয়ার টেনে বসল রানা। 'না।'

রানাকে খুঁটিয়ে দেখছে টাসকান, চোখ দুটো চকচক করছে। 'আশা করি তুমি মিথ্যেকথা বলছ না। র‍্যামেজ খাঁড়িতে বেরিয়ে না এলে আমরা বুঝতে পারব তুমি সত্যি কথা বলোনি। তখন টুইংক্‌লের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া হবে। বুঝতে পারছ তো?'

'হুঁ।'

মাথা ঝাঁকাল টাসকান, চোখ দুটো এখনও রানার মুখে কী যেন খুঁজছে। 'শুনলাম স্কির ওপর র‍্যামেজকে গুলি লাগানোর ব্যাপারে তোমার মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সত্যি নাকি?'

'গুলি লাগাতে পারব, তবে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি না মরবে কি না।'

'আমি তোমাকে বলেছি, এটা মিরাকলের যুগ,' বলল টাসকান। 'তোমার কাছ থেকে একটা মিরাকলই আশা করছি আমি।'

টেলিস্কোপিক সাইটে লুনাকে দেখার পর রানা জানে র‍্যামেজকে খুন করা সম্ভব। তবে তা তো আর করবে না ও। টাসকানের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ভাবল, খুন আমি র‍্যামেজকে নয়, তোকে করব। 'বেশ। আমি খুন করব।'

দু'জোড়া চোখের দৃষ্টি এক হয়ে আটকে থাকল।

'কথাটা তুমি আরেকবার বলবে, প্লিজ, মিস্টার রানা?'

'হ্যাঁ, খুন আমি করব।'

মাথা ঝাঁকাল টাসকান, তারপর চেয়ার ছাড়ল। 'হ্যাঁ, ঠিক লোককেই বাছাই করেছি আমি,' কিছুটা যেন নিজেকেই শোনাল কথাটা। 'হ্যাঁ, তুমি তাকে খুন করবে।' ধাপগুলোর মাথায় পৌঁছে থামল সে, মাথা থেকে হ্যাটটা নামিয়ে সেটার ভিতরে তাকাল,

তারপর আবার পরে ঘুরে দাঁড়াল।

ইতিমধ্যে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে কোলামবি। তার দিকে তাকিয়ে টাসকান বলল, 'একটা সিগারেট দাও।'

'ডাক্তার আপনাকে সিগারেট ছেড়ে দিতে বলেছে, মিস্টার টাসকান।'

হাতটা বাড়াল টাসকান। 'আমার ভাগ্য ভালো যে তুমি আমার ডাক্তার নও। সিগারেট!'

সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে এগিয়ে এল ডিয়েট্রিচ। টাসকানের সিগারেটটা ধরিয়ে দিল সে। টাসকান এখনও কোলামবির দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'দেখলে?' কোলামবিকে বলল টাসকান। 'আমি যা বলি তাই শোনে ডিয়েট্রিচ।'

হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠল রানা। কোলামবির দিকে তাকাল ও।

'ডিয়েট্রিচ একটা জানোয়ার,' শান্ত সুরে বলল কোলামবি। 'আমার দায়িত্বজ্ঞান বেশি।'

'হ্যাঁ।' ধোঁয়া গিলে নাক দিয়ে ছাড়ছে টাসকান। রানার দিকে তাকাল সে। হাসল। 'তুমি র‍্যামেজকে মারতে ব্যর্থ হলে এই জানোয়ারটার হাতেই প্রথমে তুলে দেওয়া হবে মেয়েটিকে। সে যাক, এবার অন্য একটা প্রসঙ্গ। তুমি অত্যন্ত চালাকির সঙ্গে কাজটা করেছ, মিস্টার রানা। টুইংক্‌লকে তুমি খুঁজে বের করতে চেয়েছিলে। তাকে তুমি পেয়েছ। সালজারের সঙ্গে ওখানেই আছে সে।

'এখন যখন র‍্যামেজকে খুন করতে রাজি হয়েছ তুমি, তাই খুশি মনেই জানাচ্ছি কথাটা। বাড়িটা তো দেখলেই। যা কিছু দরকার সব পাচ্ছে সে। এ-সব আগেও তোমাকে বলেছি, তবে হয়তো বিশ্বাস করনি। এখন দেখার পর কী মনে হচ্ছে? বাড়িটা সুন্দর না?'

কিছু বলছে না রানা।

'কড়া পাহারায় খুব যত্নের সঙ্গে ওখানে তাকে রাখা হয়েছে, মিস্টার রানা,' বলে চলেছে টাসকান। সিগারেটে টান দেওয়ার জন্য থামল। 'কাল বেলা দুটোয় এখানে আসবে সালজার। আড়াইটায়

পৌঁছাব আমি আর টোপাজ। অপারেশনটার দায়-দায়িত্ব পুরোপুরি তোমার ঘাড়ে থাকবে। ঠিক তো?'

'হ্যাঁ।'

পামগাছের ছায়া লম্বা হচ্ছে। রক্তলাল আভায় দিগন্তকে রাঙিয়ে দিয়ে ডুবছে সূর্য। এতটুকু বাতাস বইছে না। কোথাও কোন শব্দ নেই।

জানালার ধারে নিজের ঘরে শুয়ে রয়েছে রানা। হঠাৎ একটা চিন্তা প্রচণ্ড ঝাঁকি দিল ওকে। টুইংক্‌লকে এরই মধ্যে মেরে ফেলেনি তো?

ঝট্ করে বিছানায় উঠে বসল রানা। জানা কথা র‍্যামেজ ওর হাতে খুন হওয়ার পর ওকে বাঁচিয়ে রেখে নিজের বিপদ ডেকে আনার ঝুঁকি নেবে না টাসকান। ওকে যখন মারবে, তখন টুইংক্‌লকে বাঁচিয়ে রাখার কোন যুক্তি নেই। মারবেই যখন, তাকে এখনই মেরে ফেলা সবদিক থেকে ভালো না? টুইংক্‌লকে দিয়ে তো আর কোন কাজ করানো হচ্ছে না।

দরজা খোলার আওয়াজ হলো, মাথার উপর জ্বলে উঠল আলোটা। ঘরে ঢুকে কবাট আবার বন্ধ করে দিল কোলামবি। তার হাতে দুটো গ্লাস রয়েছে, দেখে মনে হলো বরফ দেওয়া হুইস্কি। একটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল সে। 'নিন, মিস্টার। রাতে ভালো ঘুম হওয়া দরকার আপনার।'

গ্লাসটা নিল রানা। 'টুইংক্‌ল কি বেঁচে আছে?'

আড়ষ্ট হয়ে গেল কোলামবি। 'কী বলতে চান, মিস্টার?' তার গলার আওয়াজ খাদে নেমে গেছে।

'কে কাকে বোকা বানাচ্ছে, কোলামবি?' রানাও ফিসফিস করে কথা বলছে। 'র‍্যামেজকে আমি খুন করার পর আমাদের দু'জনকে নিশ্চয়ই মেরে ফেলা হবে। টাসকান কি এরইমধ্যে টুইংক্‌লকে মেরে ফেলেছে?'

'সে ধরনের কিছু ঘটবে না,' কোলামবির কথার সুরে অস্বস্তি, চোখ সরিয়ে অন্যদিকে তাকাল।

'এটা তোমার কথা।'

'শুনুন, মিস্টার, মিস্টার টাসকান বিরাট মানুষ। তাঁর জীবনে ভালো কাজের কোন শেষ নেই। সাধারণ মানুষকে তিনি সাহায্য করেন। এই কেসে তিনি নিজের ছেলেকে সাহায্য করছেন। তিনি যখন কথা দিয়েছেন, আপনি তাঁর ওপর ভরসা রাখতে পারেন।'

'পারলে আমার প্রশ্নের জবাব দাও–টুইংক্‌ল কি বেঁচে আছে?'

'আপনি তার সঙ্গে কথা বলতে চান?' হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল কোলামবি। 'আপনার জন্যে আমি একটা ঝুঁকি নেব। জানাজানি হয়ে গেলে কী ঘটবে ঈশ্বর জানেন, তবু চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

ইতস্তত করছে রানা। কোলামবি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে টুইংক্‌ল বেঁচে আছে, ওর জন্য এটুকুই যথেষ্ট। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ওকে সাহায্য করতে চাইছে লোকটা...সেজন্যই ঝুঁকিটা তাকে নিতে মানা করা উচিত। 'না,' বলল ও, 'থাক।' একটু পর আবার বলল, 'একটা কথা। টাসকান তোমাকে এখন আর খুব একটা বিশ্বাস করে বলে মনে হয় না আমার। বোধহয় তুমিও আমার মত বিপদের মধ্যেই আছ।'

'আপনি প্রলাপ বকছেন!' প্রতিবাদ করল কোলামবি। তবে রানার মনে হলো তার চোখে হঠাৎ ভয়ের কালো ছায়া পড়েছে। 'শুনুন, মিস্টার, যেভাবেই হোক র‍্যামেজকে আপনার মারতে হবে। এ ব্যাপারে কোন ভুল করার অবকাশ নেই।' হঠাৎ চমকে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল সে। 'এই স্লিপিং ট্যাবলেটগুলো রাখুন। রাতে আপনার ভালো ঘুম হওয়া দরকার,' তার গলার আওয়াজ হঠাৎ চড়ে গেল, কর্কশ শোনাচ্ছে।

নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা। দৈত্য ডিয়েট্রিচ দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়।

পিলগুলো মুখে ভরল রানা, কোলামবি পাহারা দেওয়ার ভঙ্গিতে ওর পাশে দাঁড়িয়ে থাকল। যখন বুঝল রানা গিলেছে ওগুলো, দরজার দিকে পা বাড়াল সে।

ডিয়েট্রিচের চোখ দুটো চক চক করছে, এক পাশে সরে গিয়ে

পথ ছেড়ে দিল।

'এখানে কী?'

আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে জানতে চাইল কোলামবি।

হাঁদারামের মত নিঃশব্দে হাসল ডিয়েট্রিচ।

'আমি জানতাম না কোথায় ছিলে তুমি।' আলো নিভিয়ে দিল কোলামবি।

'এখন জানলে।'

কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল কোলামবি।

অন্ধকারে ঘুমিয়ে পড়ার আগে রানা ভাবল, আমি অভিনয় করছি, কিন্তু কোলামবি কী কারণে অভিনয় করছে? কেন?

দশ

'আপনি জেগে আছেন, মিস্টার?'

চোখ মেলল রানা। আধখোলা জানালার শাটার গলে ঘরের ভিতর রোদ ঢুকছে, চোখ মিটমিট করল ও। ঘামে ভেজা বালিশ থেকে মাথাটা তুলে তাকাল। ওর দিকে তাকিয়ে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে কোলামবি।

বিছানায় উঠে বসল রানা, তারপর পা দুটো মেঝেতে নামিয়ে দিল। ওষুধের কোন প্রভাব টের পাচ্ছে না। ঘুমটা খুব ভালো

হয়েছে ওর। 'ক'টা বাজে?'

'এই মাত্র বারোটা বাজল।' বেডসাইড টেবিলে ধূমায়িত এক কাপ কফি রাখল কোলামবি। 'কেমন বোধ করছেন?'

'ভালো।'

'কাল রাতে র‍্যামেজ পৌঁছেছে। মেয়েটির সঙ্গে প্রেম করে এতক্ষণে নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ছোকরা। ভাগ্য বেঁকে না বসলে, খাঁড়িতে বেরিয়ে আসবে সে।'

রানার কিছু বলার নেই। কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকার পর কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল কোলামবি।

কফি শেষ করে শাওয়ারের ঠাণ্ডা পানির নীচে এসে দাঁড়াল রানা। দাড়ি কামিয়ে কটন স্ল্যাকস আর শার্ট পরল। তারপর বেরিয়ে এল বারান্দায়।

চেয়ারে বসে সিগারেটে টান দিচ্ছে কোলামবি। তার কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসল রানা। 'ডিয়েট্রিচ কোথায়?'

'তাকে কিছু কাজ দিয়েছি আমি। তার কথা ভুলে যান। আপনার মনের খবর বলুন। ওটাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে শান্ত রাখতে পারবেন তো? নাকি কাজের সময় বিগড়ে বসবে?'

'মন ভালো আছে। আর সবাই কোথায়?'

'আর সবাইকে কী দরকার আপনার? তারা কোন না কোন কাজে গেছে। শুনুন, টুইংক্‌লও ভালো আছে।'

মুখ তুলে তার দিকে তাকাল রানা। 'আন্দাজে কিছু বোলো না।'

'আমাদের হুইস্কি শেষ হয়ে গিয়েছিল। কয়েকটা বোতল আনতে ওখানে আমাকে যেতে হয়েছিল। মেয়েটিকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। ভালো আছে সে।'

বিশ্বাস করা কঠিন যে লোকটা মিথ্যে কথা বলছে।

'সত্যি ভালো আছে,' আবার বলল কোলামবি। 'সালজার মিস্টার টাসকানের উত্তরাধিকারী। তার ওজনও কম নয়।'

'কে কার উত্তরাধিকারী, তার সঙ্গে টুইংক্‌লের কী সম্পর্ক?'

মাথা ভর্তি কালো চুলে আঙুল চালাল কোলামবি। 'সালজার

তার দেখাশোনা করছে। আপনার চিন্তা করার কোন কারণ নেই।'

টুইংক্‌লের জন্য নতুন একটা দুশ্চিন্তা ঢুকল রানার মাথায়। কচি মন, একা আছে, কোন ভুল না করে ফেলে।

'আজ সেই দিন,' মনে করিয়ে দিয়ে বলল কোলামবি। 'এখন গোটা ব্যাপারটা আপনার ওপর নির্ভর করছে। কাল রাতের মধ্যে টুইংক্‌ল নব্য একজন ধনী হিসেবে পরিচিতি পাবে। আপনি...' বালির উপর দিয়ে ডিয়েট্রিচকে হেঁটে আসতে দেখে থেমে গেল কোলামবি। তারপর চেয়ার ছাড়ল। 'তা হলে শরীর আর মন আপনার ভালোই আছে, মিস্টার?' গলা চড়িয়ে আবার জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ।'

'আর তো বেশি সময় নেই...চলুন আমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে নিই।'

ডিয়েট্রিচ বারান্দায় উঠে এল, তাকে নিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ল কোলামবি।

রানা বসে থাকল, বালিয়াড়ির উপর দিয়ে তাকিয়ে আছে সাগরের দিকে। টুইংক্‌ল আর সালজারের কথা ভাবছে ও।

টুইংক্‌ল বলেছিল: 'আমাদের মধ্যে অনেক মিল আছে।'

বারান্দায় আবার বেরিয়ে এল কোলামবি। টেবিলে প্লেট ভর্তি স্যান্ডউইচ রাখল সে। 'কী ভাবছেন, মিস্টার?' জানতে চাইল সে, আগের চেয়ারটাতেই বসল।

'ভাবছি তো অনেক কথাই।'

অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর চেহারায় অস্বস্তি নিয়ে কোলামবি বলল, 'খেয়ে নিন। সন্ধের আগে আর সময় পাবেন বলে মনে হয় না। বিয়ার দেব?'

'দিতে পারো।'

চেয়ার ছেড়ে বাড়ির ভিতর ফিরে গেল কোলামবি। খানিক পর দুটো গ্লাসে করে বিয়ার নিয়ে এল সে। ইতিমধ্যে মাথা থেকে র‍্যামেজকে বের করে দিয়েছে রানা।

চুপচাপ খাওয়াদাওয়া সারছে ওরা। শেষ করার পর দাঁড়াল

রানা। 'রাইফেলটা রেডি করি।'

'আমাকে কোন কাজ দেবেন?'

'না।'

পরিষ্কার করার পর রাইফেলটা লোড করল রানা, তারপর ক্লিপ দিয়ে টেলিস্কোপিক সাইট আর স্ক্রু দিয়ে সাইলেন্সারটা আটকাল। কাজটা শেষ করেছে, দোরগোড়ায় উদয় হলো কোলামবি। 'সব ঠিক আছে, মিস্টার?'

হঠাৎ রানা উপলব্ধি করল, ওর চেয়েও বেশি অস্থিরতায় ভুগছে কোলামবি। রীতিমত নার্ভাস মনে হচ্ছে তাকে। 'সব ঠিক।' তাকে পাশ কাটাল ও, তারপর কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে এল।

ছায়ার ভিতর, কংক্রিটের নিচু পাঁচিলে রাইফেলটা ঠেস দিয়ে রাখল রানা। মুখ তুলে খালি খাঁড়ির দিকে তাকাল। র‍্যামেজ আসবে তো? আসার সম্ভাবনা আছে, তবে নাও আসতে পারে। যদি না আসে, টাসকান ধরে নেবে রানা তাকে সাবধান করে দিয়েছে।

ওর উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য টুইংক্‌লকে ডিয়েট্রিচের হাতে তুলে দেবে টাসকান।

ছাদে উঠে এল কোলামবি। 'কোন সমস্যা, মিস্টার?' জানতে চাইল সে।

'ক'টার কথা শুনতে চাও?'

'চিন্তায় আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি, মিস্টার। আপনার আর আমার দায়িত্ব সমান।'

'সেটা এতক্ষণে বুঝলে তুমি?'

ছাদের উপর দিয়ে হেঁটে কিনারায় চলে এল রানা, শাখা-প্রশাখা সহ বিরাট গাছটাকে দেখছে। প্রচুর পাতা দেখা যাচ্ছে, গা ঢাকা দিতে কোন অসুবিধে হবে না। নিচু পাঁচিলে উঠে দাঁড়াল ও, তারপর একটা শাখায় পা দিয়ে গাছটায় চড়ল। সহজ একটা কাজ। এখান থেকে উপরের একটা শাখায় সরে গেলেই ভালো আড়াল পাওয়া যাবে।

একটা শাখায় বসল রানা, হেলান দিল কাণ্ডে, তারপর নীচে তাকাল। প্রচুর পাতা ছাদটাকে আড়াল করে রেখেছে, তবে দূরের

সাগর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। 'আমাকে তুমি দেখতে পাচ্ছ?' গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল ও।

ছাদে কোলামবির পায়ের আওয়াজ পেল রানা। বেশ কিছুক্ষণ বিরতির পর তার জবাব পাওয়া গেল, 'পাতা ছাড়া কিছুই আমি দেখতে পাচ্ছি না। একটু নড়াচড়া করুন।'

পা দুটো দোলাল রানা।

'কথা তো শুনলাম, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না।'

ধীরে ধীরে, সাবধানে গাছ থেকে ছাদে নেমে এল রানা—কোন শাখা কাঁপল না, পাতার খসখসও শোনা গেল না। ছাদে যখন সালজারের সঙ্গে যোগ দেবে ও, টাসকানের সাক্ষী যেন সন্দেহ না করে ছাদে আরও কেউ আছে।

'ঠিক তো, আমাকে তুমি দেখতে পাওনি?'

'আপনার নেমে আসার আওয়াজও আমি পাইনি।'

হাতঘড়ি দেখল রানা। আর দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে সালজার। নিচু পাঁচিলের কাছে সরে এসে খাঁড়ির দিকে তাকাল ও। ওর পাশে এসে দাঁড়াল কোলামবি।

'বললে, টুইংক্‌লকে তুমি দেখেছ। কী করছিল সে?' জিজ্ঞেস করল রানা, তার দিকে না তাকিয়ে।

ইতস্তত করছে কোলামবি। 'করছিল?' রানা বুঝতে পারছে প্রশ্নটা শুনে ঘাবড়ে গেছে লোকটা। ঘাড়ের পিছনটা হাত দিয়ে ডলছে। 'সালজারের সঙ্গে গল্প করছিল টুইংক্‌ল। গল্প বলায় খুব ওস্তাদ, আমাদের মাস্টার সালজার।'

আমাদের মধ্যে অনেক মিল আছে।

'ওকে দেখে...অসুখী মনে হয়নি?'

'তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করার দরকার নেই, মিস্টার। সে ভালো আছে।'

'এই ব্যাপারটা কি...টাসকানের উত্তরাধিকারী সালজার?'

'মিস্টার টাসকান মারা যাবার পর সালজার লিটল ব্রাদার-এর দায়িত্ব পাবে।'

'সে কি এই দায়িত্ব নিতে চায়?'

কাঁধ ঝাঁকাল কোলামবি। 'আমাদের মাননীয় বুড়ো ভদ্রলোক সেই ব্যবস্থাই করে রেখেছেন। চেষ্টা করলে সালজার বড় লিডার হতে পারবে। সে বোকা বা প্রতিবন্ধী নয়। শিক্ষিত মানুষ, পিএইচডি করতে যাচ্ছে। তার ভাগ্য খারাপ তাই এরকম একটা সেট-আপে আটকা পড়েছে। এ এমন একটা ব্যাপার, তার পক্ষে কোনভাবেই সামলানো সম্ভব নয়।'

দু'জনেই ওরা গাড়ি আসার আওয়াজ শুনতে পেল। রানার পিছু নিয়ে ছাদের আরেক প্রান্তে চলে এল কোলামবি।

সোনালি রোলস-রয়েস রাস্তা ধরে ছুটে আসছে, চালাচ্ছে শিম্পাঞ্জির চেহারা সেই পুরানো ড্রাইভার। বড়সড় কালো হ্যাট মাথায় দিয়ে ব্যাকসিটে বসে রয়েছে সালজার, চোখে সানগ্লাস।

'পৌঁছে গেছে,' বলে সিঁড়ির দিকে এগোল কোলামবি।

'ছাদে পাঠিয়ে দাও তাকে,' বলল রানা। 'আমি এখানেই আছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে নেমে গেল কোলামবি।

নিচু পাঁচিলে বসে অপেক্ষা করছে রানা। বেশ কিছুক্ষণ পর, সানগ্লাসে নিজেকে আড়াল করে ছাদে উঠে এল সালজার। তার সঙ্গে সাদা শার্ট পরা একজন বডিগার্ডও উঠে এসেছে। ডিয়েট্রিচের সঙ্গে এই লোককে আগেও দেখেছে রানা। লোকটা সম্ভবত সেনাবাহিনীতে ছিল–দেখে বিপজ্জনক, অস্থির আর বেপরোয়া মনে হয়। রানার কাছ থেকে দূরে সরে থাকল সে, হাত দুটো কোমরে, খুঁটিয়ে দেখছে ওকে।

রানাকে দেখামাত্র থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সালজার। কালো সানগ্লাস ওর দিকে ফেরানো। যাই হোক, অন্তত ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

'কী ঘটতে যাচ্ছে ব্যাখ্যা করে বলতে হবে তোমাকে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কথা না বলে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল সালজার, ঘামে চকচক করছে মুখটা।

'আইডিয়াটা হলো,' ধীরে ধীরে শুরু করল রানা, যেন একটা

গর্দভের সঙ্গে কথা বলছে, 'তোমার চাচাতো ভাই স্কি নিয়ে খাঁড়িতে আসবে। সে...'

'হ্যাঁ, জানি আমি,' সালজারের কণ্ঠস্বর খসখসে, একটু কেঁপেও গেল।

'তুমি জানো? তা হলে তো ভালোই।' গোটা অস্তিত্বে প্রচণ্ড রাগের বিস্ফোরণ অনুভব করছে রানা। 'আচ্ছা, তা হলে জানো যে তোমার সাহসে কুলাচ্ছে না বলে আমাকে বাধ্য করা হচ্ছে একজন মানুষকে খুন করতে। জানো এই লোককে খুন করার জন্যে তোমার পাষণ্ড বাপ আমাকে ব্ল্যাকমেইল করছে।'

হঠাৎ করে সাদা শার্ট পরা লোকটা সালজার আর রানার মাঝখানে চলে এল। 'মুখ বন্ধ!' হিসহিস করে বলল সে।

জবাবে ধাঁই করে তার চোয়াল লক্ষ্য করে একটা ঘুসি চালাল রানা। ঠিকমত লাগলে বাঁচত কিনা সন্দেহ। ঝানু প্রফেশনাল, রিফ্লেক্স খুব ভালো, একেবারে শেষ মুহূর্তে মাথাটা সরিয়ে নেওয়ায় ঘুসিটা চোয়ালে লেগে পিছলে গেল।

ভোজবাজির মত কোত্থেকে যেন হাজির হলো কোলামবি। বডিগার্ড আর রানার মাঝখানে দাঁড়াল সে, রানার হাতটা ধরে ফেলল। 'ঠাণ্ডা হন, মিস্টার!'

'এই লোককে এখান থেকে নিয়ে যাও,' বডিগার্ডের দিকে আঙুল তুলে কোলামবিকে বলল রানা, ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। 'ওকে আমার অসহ্য লাগছে।'

'ঠিক আছে, আপনি যা বলেন, মিস্টার রানা,' বলে বডিগার্ডকে ইঙ্গিত করল কোলামবি, তারপর তাকে নিয়ে ছাদ থেকে নেমে গেল।

এগিয়ে এসে সালজারের সামনে দাঁড়াল রানা। 'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে, সেজন্যেই ভাগিয়ে দিলাম ওদেরকে,' নরম সুরে কথা বলছে ও, যেন একজন বন্ধুর সঙ্গে।

হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে সালজার।

'এ-কাজ কেন করছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

বিস্ময়ের ধাক্কাটা দ্রুতই কাটিয়ে উঠল সালজার। 'আমি তো

আমার চাচাত ভাইকে মারতে চাই না,’ জবাব দিল সে। ‘কেন চাইব? র‍্যামেজ ভাইকে আমি ভালোবাসি, ছোটবেলায় তিনিই তো আমাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছেন। এখনও আমাকে আপন ভাইয়ের চেয়ে বেশি আদর করেন।’

‘এখন তা হলে কী করতে চাও তুমি?’

হঠাৎ দিশেহারা দেখাল সালজারকে। ‘আমি জানি না। বুঝতে পারছি না কী করা উচিত।’

এক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। ‘ঠিক আছে, কী করতে হবে বুঝিয়ে দিচ্ছি আমি।’

তিন মিনিট পর পানি খেতে ছাদ থেকে নেমে গেল সালজার। সে-ও নামল, কোলামবিও উঠল।

একচালার ভিতর, নিচু পাঁচিলে বসল রানা। একটু দূরে বসল কোলামবি। খানিক পর পর ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ওর দিকে।

এক সময় রানা বলল, ওরা আসুক, এলে সালজার আর টোপাজকে এখানে তুলে এনো। চারদিকটা দেখা শেষ হলে টোপাজকে বারান্দায় নামিয়ে নিয়ে যাবে। সালজারকে বলে রেখো, টোপাজ চলে গেলে আমাকে যেন জানায় সে। গাছের যেখানে আমি থাকব সেখান থেকে ছাদটা সবটুকু দেখা যাবে না। চেষ্টা করো তাকে দেখে যাতে খুনি বলে মনে হয়। এখন যেমন দেখাচ্ছে, একটা মাছি মারতে পারবে বলেও বিশ্বাস করবে না টোপাজ।’

‘হ্যাঁ। আপনি সত্যি সুস্থ বোধ করছেন তো?’

কঠিন চোখে তাকাল রানা। ‘ভেবো না—গুলি যদি করি, ঠিকই আমি লাগাতে পারব।’

পরস্পরের দিকে দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল ওরা, তারপর মাথা ঝাঁকাল কোলামবি।

‘এই ফাঁদের মধ্যে ফেলা হয়েছে আপনাকে, সেজন্যে সত্যি আমি দুঃখিত, মিস্টার,’ বলল সে। ‘আমি এ-কথা বলায় আপনার কোন উপকার হচ্ছে না, তবে আমি চাই আপনি জানুন।’

‘ঠিক। এতটুকু উপকারও হচ্ছে না।’ কথাটা আরেকবার ভাবল

রানা–কোলামবির এই অভিনয়ের মানে কী?

ওখানে আরও প্রায় বিশ মিনিট বসে থাকল ওরা, চোখ পড়ে আছে রাস্তার দিকে। তারপর কোলামবি বলল, 'আসছেন ওঁরা।'

গাড়ির আওয়াজ আগেই শুনেছে রানা। 'চেষ্টা করে দেখো ওর চেহারাটা বদলাতে পারো কিনা,' বলে নিচু পাঁচিলের মাথায় উঠে দাঁড়াল ও। ওখান থেকে গাছে চড়ল, একটা ডালে বসে দুটো পা ঝুলিয়ে দিল দু'দিকে। 'ঠিক আছে?' গলা একটু চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল ও।

'হ্যাঁ।' একটু থেমে আবার বলল কোলামবি, 'গুডলাক, মিস্টার।'

ওখানে বসে থাকল রানা। গাছটায় এত বেশি পাতা, বাড়ির নীচে কী ঘটছে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ও। কয়েকজনের গলার আওয়াজ শুনল, গাড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ ভেসে এল। স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলছে টাসকান, তবে কী বলছে পরিষ্কার হলো না। কর্কশ একটা কণ্ঠস্বর, এই প্রথম শুনছে রানা, জবাব দিল। রানা ধারণা করল ওটা সম্ভবত সাক্ষী হার্নান্দো টোপাজের গলা।

কয়েক মিনিট পর ছাদে নড়াচড়ার আওয়াজ পেল রানা। সালজারের কথা শোনার জন্য কান পেতে থাকল ও, তবে বৃথাই। তারমানে এখনও সে জড়পদার্থ হয়ে আছে। স্প্যানিশ ভাষায় বেশ কিছুক্ষণ কথা বলল টাসকান আর টোপাজ। তারপর সিঁড়ির ধাপ থেকে পায়ের আওয়াজ ভেসে এল।

তারমানে সালজারকে রেখে নেমে যাচ্ছে তারা। হাতঘড়ির দিকে তাকাল রানা। দুটো বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে খাঁড়িতে চলে আসতে পারে র‍্যামেজ...আদৌ যদি আজ আসে আর কী।

রানার গাল বেয়ে ঘাম গড়াচ্ছে। গুলিটার কথা ভাবল ও। কল্পনায় দেখতে পেল সাইটের ক্রস ওয়্যার-এ লোকটার মাথা নিয়ে আসছে। চিন্তা করল ট্রিগার টানার পর সাইলেন্সার থেকে কী রকম ভোঁতা শব্দ বেরুবে। কল্পনা করল মাথায় গর্ত নিয়ে সাগরে পড়ে যাচ্ছে সে।

তবে সেরকম কিছু তো ঘটবে না।

গাছের ডালে কান পেতে বসে আছে রানা। কোন শব্দ পাচ্ছে না। সালজারের সঙ্গে ছাদে আর কেউ আছে নাকি? সে একা কিনা না জেনে নড়াচড়া করা উচিত হবে না ওর। তবে কৌতূহল দমিয়ে রাখা সহজ নয়।

আরও প্রায় পাঁচ-সাত মিনিট পর সালজারের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'মিস্টার রানা?'

যেন একটা ভেড়ার বাচ্চা মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য ব্যা-ব্যা করছে, ভাবল রানা। তারপর নীচে নামার জন্য নড়তে যাবে, হঠাৎ স্থির পাথর হয়ে গেল।

রানার সরাসরি নীচের ডালে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে একটা ডায়মন্ডব্যাক র‍্যাটলার।

কুণ্ডলী ছাড়ালে পাঁচ ফুটের কম হবে না, আন্দাজ করল রানা। এই সময় আবার ওকে ডাকল সালজার। শব্দের উৎস লক্ষ্য করে সামান্য ঘুরে গেল সাপটার মাথা, ফলে ওটাকে আড়াআড়িভাবে, অর্থাৎ পাশ থেকে দেখতে পাচ্ছে ও। ওটার চেরা জিভ লকলক করছে, ধীরে ধীরে খানিকটা কুণ্ডলী ছাড়িয়ে এমন একটা ভঙ্গি নিল, যেন গাছ থেকে ছাদে নেমে যেতে চায়।

ফ্লোরিডার অত্যন্ত বিষাক্ত সাপ এই ডায়মন্ডব্যাক র‍্যাটলার। লক্ষণ দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, সালজারকে সামনে পেলে ছোবল মারতে দেরি করবে না।

এগারো

'মিস্টার রানা...' সালজারের গলায় এবার একটু স্পষ্ট, তাগাদার

সুরে।

সঙ্গে সঙ্গে গাছ থেকে আরেকটু নেমে গেল র‍্যাটলার।

'এখানে একটা সাপ।' সাবধান করে দিল রানা।

সালজার শুনতে পেয়েছে বলে মনে হয় না, তবে কোদাল আকৃতির মাথাটা উঁচু করল সাপ। আওয়াজ ছাড়ল ওটা, যেন একটা ব্যাগের ভিতর মটরশুঁটির শুকনো দানা ঝাঁকি খাচ্ছে। এই আওয়াজটার জন্যই সাপটার নাম র‍্যাটলার।

বসে থাকল রানা। নীচতলা থেকে স্প্যানিশ ভাষায় দু'একটা শব্দ ভেসে আসছে কানে। শুনতে পেল বাতাস লাগায় পরস্পরের সঙ্গে ঘষা খাচ্ছে পামগাছের পাতা। সাপটার দিকে তাকিয়ে আছে ও। পা দুটোয় ক্র্যাম্প শুরু হচ্ছে।

'মিস্টার রানা...'

র‍্যাটলার সাপের ক্ষিপ্রতা সম্পর্কে জানা আছে রানার। সালজার ওটার নাগালের মধ্যে এসে পড়লে তাকে বাঁচানর কোন উপায় থাকবে না। সাবধানে নীচে নামতে শুরু করল ও, ভাবছে পিছন থেকে যদি ঘাড়টা চেপে ধরা যায়...

'মিস্টার রানা!' সালজার ছাদের প্রায় কিনারায় চলে এসেছে।

আবার আওয়াজ করল সাপটা।

'সাপ,' বলল রানা, গলা আরেকটু চড়াল। চিৎকার করার সুযোগ নেই ওর, কারণ বাড়ির নীচেই কোথাও রয়েছে হার্নান্দো টোপাজ, তাকে জানতে দেওয়া চলবে না ছাদে সালজারের সঙ্গে আর কেউ আছে।

সালজার কি শুনতে পেয়েছে? পেলে কী করবে সে?

ঘণ্টার মত পেরিয়ে যাচ্ছে মিনিটগুলো। তারপর আরেকটা শব্দ ভেসে এল রানার কানে। একটা মোটর বোট স্টার্ট নিল। এরকম আতঙ্কের মধ্যেও ঝট করে টুইংক্লের কথা মনে পড়ল। ওর টার্গেট খাঁড়িতে বেরিয়ে আসছে, অথচ এখানে একটা সাপ ওদেরকে অচল করে রেখেছে!

এই সময় সালজারকে দেখতে পেল রানা। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে, অত্যন্ত সাবধানে, গাছে চড়ছে সে। তার মাথায় আর চোখে এখনও

হ্যাট আর সানগ্লাস রয়েছে।

'সাবধান! কী করছ?' চাপাস্বরে বলল রানা। 'তোমার ঠিক সামনেই ওটা!'

আবার আওয়াজ করল সাপ। শব্দটা শুনে একটা হার্টবিট মিস করল রানা। এবার সালজারকে নিজের নাগালের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছে র‍্যাটলার।

রানার কাছ থেকে প্রায় ছয় ফুট নীচে পৌঁছে থামল সালজার। মুখ তুলে উপরে তাকাল সে। তার সানগ্লাসে নিজের চেহারা দেখতে পেল রানা–ঘামে ভেজা আতঙ্কিত একটা মুখ, আকারে যেন ছোট হয়ে গেছে।

সালজারকে ঝাঁকি খেতে দেখে বোঝা গেল সাপটাকে দেখতে পেয়েছে সে। আওয়াজটা বলে দিল সাপটাও তাকে দেখেছে। মাথাটা সামান্য ঘুরিয়ে নিল ওটা, চেরা জিভ সালজারের দিকে তাক করল।

'নামবেন না,' শান্ত সুরে বলল সালজার।

এক ডাল থেকে আরেক ডালে নামতে যাচ্ছিল রানা, তার শান্ত আর আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠস্বর থামিয়ে দিল ওকে।

অতি ধীরে আরেকটা ডালে উঠে এল সালজার। এখন সাপটার কাছ থেকে মাত্র ফুট চারেক দূরে সে। অত্যন্ত সাবধানে একটা হাত তুলছে হ্যাটের দিকে।

আবার সাবধান করে দিল র‍্যাটলার স্নেক।

সালজারের লম্বা আঙুল হ্যাটের কারনিস ধরল, একটু একটু করে নামিয়ে আনছে মাথা থেকে।

একই সঙ্গে দুটো ঘটনা ঘটল। ছোবল দিল সাপ, ঠিক সেই মুহূর্তে ওটার দিকে হ্যাটটাও ছুঁড়ে দিল সালজার।

রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে থাকল রানা।

সাপের ফণা ডুবে গেল হ্যাটের ভিতর। সালজারের ক্ষিপ্রতা অবিশ্বাস্য, রানার দৃষ্টি পিছু নিয়েও পিছিয়ে পড়ল–সাপটাকে গাছের ডাল থেকে নামিয়ে ফেলেছে সে।

ডান হাত দিয়ে সাপের মাথার পিছনটা চেপে ধরল সালজার।

সাপটাও সঙ্গে সঙ্গে নিজের লম্বা শরীর দিয়ে সালজারের হাত পেঁচিয়ে ফেলল।

রানার ঠিক নীচে একটা ডালে বসে দু'দিকে পা ঝুলিয়ে দিয়েছে সালজার, সাপের মাথার পিছনটা শক্ত করে ধরে আছে, ওটা যাতে তাকে কামড় দিতে না পারে। এবার সে তার বাম হাত ওটার কোদাল আকৃতির মাথায় নামিয়ে আনল, লম্বা আঙুল দিয়ে চেপে ধরে বন্ধ করল খোলা চোয়াল।

একটু দম নিল সালজার। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা তার হাত জুড়ে টান টান হয়ে আছে সাপের প্যাঁচ। তারপর দৃঢ় একটা ভঙ্গিতে হাতটা মুচড়ে উল্টোদিকে নিয়ে গেল, ভেঙে দিল সাপটার ঘাড়।

সাপটাকে নীচে ফেলে দেওয়ার সময় মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল সালজার। 'মরে গেছে।'

গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে বসে থাকল রানা, চোখ নামিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। এই সময় মোটরবোটের গর্জন আরেক বাস্তবতায় ফিরিয়ে আনল ওকে। 'নেমে যাও!' বলল ও। 'জলদি!'

সালজার তখনও নামতে শুরু করেনি, তাকে পাশ কাটিয়ে এক শাখা থেকে আরেক শাখা হয়ে ছাদে পৌঁছাল রানা। ছোঁ দিয়ে রাইফেলটা তুলে নিল, নিজের তৈরি একচালার ছায়ায় উপুড় হয়ে শুলো, তারপর কাঁধে ঠেকাল রাইফেলের বাঁট।

খাঁড়িতে চলে এসেছে মোটরবোট। হুইলে বসা নিগ্রো মহিলাকে দেখতে পাচ্ছে রানা। লুনা আর এক লোক পাশাপাশি স্কি করছে, কিন্তু লোকটা লুনার অফ-সাইডে–টেলিস্কোপিক সাইটে দেখা গেল লুনা আড়াল করে রেখেছে তাকে।

ওরা যখন ঘুরবে, ভাবল রানা, লোকটা তখন ওর দিকে থাকবে। গুলি করার জন্য অপেক্ষা করতে হবে ওকে।

ফোকাস অ্যাডজাস্ট করল ও। সাইটে মাঝে মধ্যে র‍্যামেজকে খানিকটা দেখতে পেল। দক্ষিণ আমেরিকান পুরুষ সেক্স-সিম্বল যেমন হয়, এ-ও তার একটা উদাহরণ–সুন্দর গড়ন, প্রচুর পেশি, সুদর্শন চেহারা, লম্বা কালো চুল সাদা ভেলভেটের রিবন দিয়ে

জায়গামত আটকানো।

তীক্ষ্ণ একটা বাঁক ঘুরে ফিরতি পথ ধরল বোট।

ওরা দু'জন পরস্পরের কাছে প্রমাণ করতে চাইছে কত দক্ষ তারা। বোট যখন ঘুরছে, লাফ দিয়ে লুনার রশিটা টপকাল র‍্যামেজ, ছুটছে একটা মাত্র স্কিতে ভর করে, ফলে আবার লুনার অফ-সাইডে চলে গেল সে।

অপেক্ষা করছে রানা, সাইটে চোখ রেখে অনুসরণ করছে ওদেরকে। বেশিরভাগ সময় লুনার মাথাটাই ক্রস ওয়ায়ারে পাচ্ছে ও। র‍্যামেজকেও মাঝেমধ্যে পাচ্ছে, কিন্তু তা খুব কম সময়ের জন্য। এ অসম্ভব একটা শট। এখন যদি গুলি হয়, র‍্যামেজের চেয়ে লুনারই মারা যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এখন দু'জনেই এক হাতে টো বার ধরে আছে, আরেক হাতে ধরে আছে পরস্পরের হাত। দু'জন এখন এত কাছে, লুনার অফ-সাইডে র‍্যামেজকে রানা দেখতেই পাচ্ছে না।

শুয়ে শুয়ে ঘেমে গোসল হচ্ছে রানা। তবে অস্থির হচ্ছে না।

আবার বাঁক ঘুরে ফিরছে বোট। এবার র‍্যামেজকে অন সাইডে দেখা গেল। সরল একটা পথ অনুসরণ করছে ওরা। ক্রসওয়ায়্যারে এখন র‍্যামেজের মাথাটা পেয়ে গেছে রানা। সাইটের কিনারায় লুনার শুধু নাক আর চিবুক দেখতে পাচ্ছে ও।

এই সময় একটু পিছিয়ে পড়ল লুনা। র‍্যামেজকে একা পেয়ে গেল রানা। এরকম সহজ একটা শট সালজারও বোধহয় মিস করবে না।

ট্রিগার টেনে দিল রানা, তবে তার আগে ওদের দিক থেকে রাইফেলের নল ঘুরিয়ে নিয়েছে ও।

ভোঁতা একটা আওয়াজের সঙ্গে বেরিয়ে গেল বুলেট। কিন্তু বুলেটে কোন তেজ নেই, গতিও নেই—ছাদেই ছিটকে পড়ল সেটা।

বুলেট থেকে গান পাউডার বের করে নেওয়া হয়েছে।

ঘাড় ফিরিয়ে সালজারের দিকে তাকাল রানা। ওর কাছ থেকে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে।

ছাদে একা থাকার সময় ওর পরামর্শ মতই কাজটা করেছে

সালজার। গাছের ডালে বসে পাতার ফাঁক দিয়ে তার এই কাণ্ড চাক্ষুষও করেছে রানা।

'কাজটা তোমার? গান পাউডার বের করে নিয়েছ?' জিজ্ঞেস করল রানা, সন্দেহ করছে সিঁড়ির দরজার আড়ালে কোলামবি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

মাথা ঝাঁকাল সালজার। 'হ্যাঁ।'

খাঁড়ির দিকে তাকাল রানা। স্কিয়ার দু'জন ইতিমধ্যে রেঞ্জের বাইরে চলে গেছে, বোট তাদেরকে খোলা সাগরে বের করে নিয়ে যাচ্ছে।

দাঁড়াল রানা। ভাবল, তবে এত সহজে পার পাওয়া যাবে না। লুনাকে নিয়ে কাল আর পরশুও স্কি করতে আসবে র‍্যামেজ।

'তুমি কি সত্যিই এতটা ভীতু? তোমার হয়ে খুনটা আমি করব, তা-ও তুমি হতে দিতে চাও না?' অদৃশ্য কোলামবিকে শোনাবার উদ্দেশে জিজ্ঞেস করল রানা।

সানগ্লাসের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে রানার দিকে ফিরল সালজার। 'না, চাই না,' খসখসে গলায় বলল সে।

'যাও, নীচে গিয়ে নিজের আচরণ ব্যাখ্যা করো,' বলল রানা।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল সালজার।

কয়েক মিনিট পরই স্প্যানিশ সংলাপের বিস্ফোরণ ভেসে এল। টাসকানের আওয়াজ পাচ্ছে রানা, রাগে কাঁপছে গলা। এর আগে তাকে এভাবে কথা বলতে শোনেনি, কী বলছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

মাঝে মধ্যে সালজারের গলাও পাওয়া যাচ্ছে। অনেকের চড়া গলার মাঝখানে তার কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক শান্ত লাগল কানে।

এরকম বেশ কিছুক্ষণ চলল। তারপর গাড়ির দরজা বন্ধ আর ইঞ্জিন স্টার্ট নেওয়ার শব্দ পেল রানা।

আরও কয়েক মিনিট পর সিঁড়ির মাথায় উঠে এসে কোলামবি দেখল নিচু পাঁচিলে বসে রয়েছে রানা। হাতছানি দিয়ে ডাকল সে। 'মিস্টার টাসকান আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

তার পিছু নিয়ে বারান্দায় নেমে এল রানা। একটা চেয়ারে বসে

পা দোলাচ্ছে টাসকান। বারান্দার শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ডিয়েট্রিচ। রানার দিকে তাকিয়ে বোকার মত হাসল সে। সোজা হেঁটে এসে টাসকানের সামনের একটা চেয়ারে বসল রানা, হাত লম্বা করে মুঠোর বুলেট দুটো টেবিলের উপর তার সামনে রাখল।

'আমি তখন গাছে ছিলাম, তোমার ভীতুর ডিম ছেলে বুলেট থেকে গান পাউডার বের করে রেখেছিল,' বলল রানা। 'শিওর শট ছিল ওটা। তোমার ইডিয়েট ছেলে অপারেশনটা ভণ্ডুল না করলে এতক্ষণে র‍্যামেজ মারা যেত।'

রানার দিকে তাকিয়ে থাকল টাসকান, পাথরের মত লাগছে চেহারাটা। 'রাইফেলটা আপনার চেক করা দরকার ছিল।'

'তাই মনে হচ্ছে তোমার? চেক আমি করেই রেখেছিলাম। ফায়ার করার জন্যে তৈরি ছিল ওটা।'

মাথা ঝাঁকাল টাসকান। 'ওর সঙ্গে আমি কথা বলেছি। যা বলল, বিশ্বাস করাতে পেরেছে আমাকে। টোপাজের ধারণা শটটা অসম্ভব ছিল। আমরা যেখান থেকে দেখছিলাম ওখান থেকে দেখে তাই মনে হচ্ছিল। কাজেই কাজটা আমরা কাল করব।'

'এমনিতেই কঠিন একটা কাজ, তার ওপর যদি...'

'এরপর আর তার তরফ থেকে তোমাকে কোন সমস্যায় পড়তে হবে না,' বলল টাসকান। 'তুমি শুধু দেখবে, মিস্টার রানা, তোমার তরফ থেকে আমার যেন কোন সমস্যা না হয়।'

ডিয়েট্রিচের দিকে ঘুরল সে, তার দিকে একটা হাত লম্বা করল। নিঃশব্দ হাসিতে ভরে উঠল ডিয়েট্রিচের মুখ, পকেট থেকে টিস্যু পেপারে মোড়া একটা প্যাকেট বের করল সে।

প্যাকেটটা নিয়ে টেবিলে রাখল টাসকান। 'এখানে একটা জিনিস আছে, মিস্টার রানা, কাল সফল হতে সাহায্য করবে তোমাকে। এটা এমন একটা জিনিস, হারালে আবার পাওয়া যায়। এরপর যেটা আনব সেটা এত সহজে ফিরে পাওয়া নাও যেতে পারে। প্লিজ, কথাটা মনে রাখবেন।'

চেয়ার ছাড়ল টাসকান, বারান্দা থেকে নেমে গাড়ির দিকে যাচ্ছে। তার পিছু নিল ডিয়েট্রিচ।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে প্যাকেটটার দিকে হাত বাড়াল রানা। গাড়ি চলে যাচ্ছে, ওর দিকে এগিয়ে এল কোলামবি।

'রাখুন ওটা, মিস্টার,' শান্ত কণ্ঠে বলল সে। 'ওই প্যাকেটে টুইংক্লের চুল আছে। মিস্টার টাসকান আপনাকে শুধু জানাতে চান যে গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সিরিয়াস।'

তার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। 'টুইংক্লের চুল?'

অন্যদিকে তাকাল কোলামবি। 'আবার গজাবে।'

কাঁপা হাতে প্যাকেটটা খুলল রানা। টুইংক্লের সমস্ত সোনালি চুল কালো রিবন দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। 'কখন ঘটল এটা?' বেসুরো গলায় জানতে চাইল ও।

'আজ সকালে।'

'আজ সকালে? তুমি যখন হুইস্কি আনতে গিয়েছিলে?'

'না...পরে। আপনাকে তো বলেছি, সে ভালো ছিল। চুলগুলো কাটা হয়েছে আরও পরে।'

'সালজার এটা জানে?'

'তখন জানত না। এখন ফিরে গেছে, জানবে।'

প্যাকেটটা টেবিলে নামিয়ে রাখল রানা।

'আমি দুঃখিত, মিস্টার,' বিড়বিড় করে বলল কোলামবি।

মুখ তুলে তার দিকে তাকাল রানা। দরদর করে ঘামছে কোলামবি। মুখটা ম্লান।

'এতই যদি দুঃখিত হও, তার হয়ে কাজ করছ কেন তুমি? সে নাকি ভেনিজুয়েলার গরীব কৃষকদের মুক্তিদাতা...কী করে সম্ভব?'

কাঁধ উঁচু করল কোলামবি। 'তার বৈশিষ্ট্য হলো কাজ আদায় করতে পারা। এটাই শুধু ধরা হয়, বা এটারই শুধু গুরুত্ব। কাজ করিয়ে নেয়ার জন্যে, মাঝে-মধ্যে ধরন বদলান।' হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে গালের ঘাম মুছল সে। 'তাঁকে দিয়ে অনেক ভালো কাজ হয়েছে।'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

'দশ বছর আগে তাঁর গোষ্ঠীর লোকজন দু'মাইল দূর থেকে ক্যানে করে পানি বয়ে আনত। মিস্টার টাসকান বললেন সমস্যাটার

সমাধান করবেন। লোকজন তাঁর কথা বিশ্বাস করল না। তিনি জানতে পারলেন একজন রাজনীতিক অপরিণত মেয়েদের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক করছে। কী করে জানলেন, জিজ্ঞেস করবেন না…এটাই তাঁর গিফট, মানুষের দুর্বলতা জানা।

'ওই রাজনীতিকের সঙ্গে কথা বললেন তিনি। যদি চান তো ব্যাপারটাকে ব্ল্যাকমেইল বলতে পারেন, তবে পানির পাইপ বসানো হয়ে গেল।

'বেশিদিন আগের কথা নয়, আমাদের লোকজন সমস্ত পণ্য খচ্চরের পিঠে তুলে শহরে নিয়ে আসত। কিছু খচ্চর আমিও খেদাতাম। মিস্টার টাসকান সিদ্ধান্ত নিলেন আমরা ট্রাক ব্যবহার করব। আরেকজন রাজনীতিককে বাছাই করা হলো। মিস্টার টাসকান তাঁর কোন একটা দুর্বলতা খুঁজে বের করলেন। তাঁরা বৈঠক করলেন, অমনি দশ ট্রাকের একটা বহর এসে গেল। এই হলো তাঁর কাজের পদ্ধতি।' অসহায় ভঙ্গিতে হাত দুটো দু'দিকে মেলে দিল কোলামবি। 'তিনি যদি নিজের লোকজনের জন্যে কিছু চান, সেটা আদায় করে নেন। কীভাবে আদায় করা হলো, এটার কোন গুরুত্ব তাঁর কাছে নেই।'

'এই লোকেরা জানে কী ধরনের মানুষ সে?'

'কিছু লোক আন্দাজ করতে পারে; কিছু লোক হয়তো জানে, বেশিরভাগই এত বেশি কৃতজ্ঞ যে কোনও প্রশ্নই তোলে না।'

'আর তুমি?' কঠিন চোখে তাকিয়ে থাকল রানা।

রানার দিকে পিছন ফিরল কোলামবি, বারান্দা থেকে নেমে যাচ্ছে। 'আমি সাগরের বাতাস খেতে যাচ্ছি। আমার সঙ্গে আসছেন, মিস্টার?'

'না।'

'সব ঠিক হয়ে যাবে, মিস্টার। অন্তত এখন পর্যন্ত কথা দিয়ে তিনি তা রক্ষা করেছেন।'

'এখন পর্যন্ত।'

ধাপ বেয়ে নেমে পড়ল কোলামবি, বালিয়াড়ি টপকে সাগরের দিকে চলে গেল।

রানা সিদ্ধান্ত নিল, বেনিডিকটাস টাসকানকে খুন করবে ও।

বারো

কোলামবি ফিরে এসে দেখল এখনও বারান্দায় বসে রয়েছে রানা। ওর দিকে অস্বস্তি নিয়ে তাকাল সে, বলল, 'খোলা বাতাসে খানিক হাঁটলে ভালো লাগত আপনার।'

মাথা নাড়ল রানা, চেহারা নির্লিপ্ত করে রেখেছে, কোলামবিকে বুঝতে দিতে চায় না ওর মাথার ভিতর কী চলছে। 'পরে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বাড়ির ভিতর চলে গেল কোলামবি।

কিছুক্ষণ পর বাড়ির ভিতর কোথাও একটা টেলিফোন বেজে উঠল। রানা শুনতে পেল কে যেন কোলামবিকে ডেকে ফোনটা ধরতে বলছে।

আবার টাসকানকে নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করল রানা। ভাবছে সানশাইন হোটেলে আর কদিন থাকবে লোকটা। সম্ভবত র‍্যামেজ মারা যাওয়ার পর চলে যাওয়ার প্ল্যান ওর।

কল্পনার চোখে তাকে হোটেলটার বিশতলার ব্যালকনিতে বসে থাকতে দেখল রানা, সাগরের দিকে মুখ করে। রাস্তার শেষ মাথায় তৈরি হচ্ছে বিশতলা একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভবন। কাজ প্রায় শেষ হয়ে এলেও, টাকার অভাবে কিছুদিন হলো নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। রানা এজিন্সির জন্য ওই বিল্ডিঙের একটা অফিস স্যুইট ভাড়া করার ইচ্ছে ছিল শাওনের, তাই একদিন রানাকে দেখতে নিয়ে গিয়েছিল সে।

বিশতলার একটা অফিস স্যুইট পছন্দ হয়েছিল ওদের। তবে ভাড়া অসম্ভব বেশি চাওয়ায় ফিরে আসে ওরা। রানার মনে আছে,

ওখান থেকে সানশাইন হোটেলটা পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়।

সালজারের রাইফেলটা নিয়ে ওখানে যদি উঠতে পারে রানা, বেনিডিকটাস টাসকানের মাথায় একটা বুলেট ঢুকিয়ে দেওয়া তেমন কোন কঠিন কাজ হবে না।

হুড়মুড় করে বারান্দায় কেউ বেরিয়ে আসায় রানার চিন্তায় বাধা পড়ল। 'টুইংক্‌লকে নিয়ে সালজার পালিয়েছে!' রুদ্ধশ্বাসে চিৎকার করছে কোলামবি। 'যেভাবেই হোক খুঁজে বের করতে হবে ওদেরকে!'

এক পলকের জন্য তার কথা বিশ্বাস করতে পারল না রানা। তারপর লাফ দিয়ে সিধে হলো, পায়ের ধাক্কায় উল্টে পড়ল চেয়ারটা। 'পালিয়েছে? কোথায়? কী যা তা বকছ!'

মাছের মত খাবি খেল কোলামবি। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। 'এই মাত্র ফোন করল রামালু। টুইংক্‌লকে নিয়ে সালজার সাইপ্রেস জলার দিকে চলে গেছে! আপনার সাহায্য লাগবে, প্লিজ! চলুন খুঁজে বের করি ওদেরকে।'

ছিটকে বারান্দা থেকে নেমে গেল কোলামবি, বালির উপর দিয়ে গাড়ির দিকে ছোটার সময় ডিয়েট্রিচের নাম ধরে ডাকছে।

বাড়ির পিছন থেকে বেরিয়ে এল ডিয়েট্রিচ—খালি পা, চেহারায় বিমূঢ় ভাব।

গাড়ির পাশে পৌঁছে থামল কোলামবি, ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল। 'আসুন!' চেঁচাচ্ছে। 'আসুন!'

রানা পৌঁছাবার আগেই ব্যাক সিটে উঠে বসেছে ডিয়েট্রিচ, কোলামবিও গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। লাফ দিয়ে তার পাশে উঠল রানা। সঙ্গে সঙ্গে স্পিড বাড়াল সে।

হাইওয়েতে উঠে এল ওরা।

'কীভাবে ওরা পালাতে পারল?' জানতে চাইল রানা।

'টুইংক্‌লের মাথায় চুল নেই দেখে পাগল হয়ে ওঠে সালজার,' বলল কোলামবি, উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে। 'ঘুসি মেরে রামালুকে অজ্ঞান করে ফেলে সে। টুইংক্‌লকে নিয়ে হাইওয়েতে ওঠার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু অন্যান্য গার্ডরা বাধা দেয়ায় পারেনি। এরপর ঘুরে সাইপ্রেস

জলার দিকে চলে গেছে তারা।'

'গার্ডরা?'

'যতদূর নিরাপদ বলে মনে হয়েছে ততদূর পিছু নিয়েছে তারা, তারপর ফিরে এসেছে। তবে তাদের বেরুবার রাস্তায় পাহারা বসিয়েছে তারা। ওই জলায় ঢুকে ওদেরকে আমরা বের করে আনব।'

সাগরের তীর ধরে গড়ে ওঠা ভিলাগুলোর পিছনে সাইপ্রেস জলাভূমি বিশ হাজার একর নিয়ে একটা জঙ্গল। কাজে হোক বা বেড়াতে, প্যারাডাইস সিটিতে এলে একটা দিন অন্তত বুনো হাঁস শিকার করতে ওই জঙ্গলে ঢোকা চাই রানার। নামে সাইপ্রেস জলা হলেও, ওখানে লাল, সাদা আর কালো ম্যানগ্রোভ গাছও প্রচুর, ওগুলোর শিকড় হাতির দাঁতের মত। ধূসর স্প্যানিশ শ্যাওলা, বিচিত্রবর্ণ পরগাছা আর নানারকম জলজ গুল্ম অলঙ্কারের মত ঝুলে আছে গাছে গাছে–লুকিয়ে থাকার জায়গা করে দিচ্ছে বিষাক্ত সাপ, বিশালাকার মাকড়সা আর কাঁকড়া বিছাকে।

গোটা জলাভূমিতে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত অসংখ্য খাল আছে, সেগুলোর স্থির পানি ঢাকা পড়ে আছে সাদা শাপলায়। মশাদের ডিম পাড়ার জন্য আদর্শ একটা জায়গা। ভুল জায়গায় একবার শুধু পা পড়লে হয়, উৎকট দুর্গন্ধময় পচা কাদায় ডুবে প্রাণ হারাতে হবে। ওখানে কেউ হারিয়ে গেলে নরকের অভিজ্ঞতা অর্জন হয়ে যাবে তার।

ওই নরকে আছে টুইংক্‌ল, ভাবতেই অসুস্থ বোধ করল রানা।

'যেভাবেই হোক ওদেরকে ধরে আনতে হবে,' চেঁচাচ্ছে কোলামবি। 'মিস্টার টাসকান এ-কথা শুনলে কেউ আমরা বাঁচব না!'

'নিশ্চয়ই কথার কথা বলছ,' বলল রানা। 'তোমরা তার নিজের লোক, বিশ্বস্ত, তোমাদেরকে নিশ্চয়ই মেরে ফেলবে না।'

'আপনি তাঁকে চেনেন না তাই এ-কথা বলছেন!'

কোলামবির চোখে আতঙ্ক দেখে রানা বুঝতে পারল ভয়ে মরে যাচ্ছে লোকটা। এটার অন্তত অভিনয় হওয়ার কোন সম্ভাবনা কম।

টুইংকলকে বন্দি করে রাখা ভিলাটায় পৌঁছাতে আধঘণ্টা লাগল ওদের। মেটো পথ ধরে ছুটে এসে গেটের সামনে থামল গাড়িটা।

হলুদ আর লাল রঙের শার্ট পরে ওদের জন্য অপেক্ষা করছে রামালু। তার চোয়ালের একটা পাশ ফুলে আছে, চেহারা দেখে মনে হচ্ছে অকস্মাৎ মৃত্যুর মুখে চলে আসা একজন লোক।

গাড়ি থেকে কোলামবি হুড়মুড় করে নামতেই স্প্যানিশ ভাষায় তুবড়ি ছুটল রামালুর মুখ থেকে। রানা নামল, ওর পিছু নিয়ে ডিয়েট্রিচ–তার কসাইসুলভ চেহারায় চকচক করছে ঘাম।

রামালুকে থামিয়ে দিয়ে রানার সামনে এসে দাঁড়াল কোলামবি। 'আপনি কখনও এদিকের জলায় গেছেন, মিস্টার?' জানতে চাইল সে।

'না,' বলল রানা, জানে মিথ্যেটা তারা কেউ ধরতে পারবে না। 'তবে এ-ধরনের জলায় শিকার করার অভিজ্ঞতা আছে আমার।'

'জলায় ঢুকেছে ওরা, কিন্তু বেরুতে পারবে না। আমাদের তিনজন লোক বেরুবার পথ পাহারা দিচ্ছে। আমরা এখন তাদের সঙ্গে যোগ দেব, তারপর দেখব খেদিয়ে ওদেরকে বের করা যায় কিনা।'

কড়া রোদের মধ্যে বালির উপর দিয়ে দ্রুত হাঁটল, জলাভূমির কিনারায় পৌঁছাতে দশ মিনিট লাগল ওদের। সরু একটা পথ আছে, জলার ভিতর চলে গেছে। এখানেই সাদা শার্ট পরা লোকটাকে অপেক্ষা করতে দেখল ওরা।

তার সঙ্গে কথা বলার পর রানাকে কোলামবি জানাল, এই পথ ধরেই সালজার আর টুইংক্‌ল জলায় ঢুকেছে। 'জলা সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনার অভিজ্ঞতা আছে, মিস্টার,' বলল সে। 'ভালো হয় আপনি যদি সামনে থাকেন।'

সামনে কী আছে জানে রানা। এই পথ জলার ভিতর দিয়ে সিকি মাইল পর্যন্ত চলে গেছে, তারপর ওটার আর কোন অস্তিত্ব নেই। ওখান থেকে শুরু পচা কাদা, জঙ্গল, খাল আর মশার রাজ্য।

পথ ধরে রওনা হলো রানা। ওর ঠিক পিছনেই রয়েছে কোলামবি। তারপর রামালু, ডিয়েট্রিচ আর গার্ড লোকটা। জায়গাটা

এত গরম যে রীতিমত বাষ্প উঠছে। আর দুর্গন্ধ! অসহ্য রকম দূষিত স্থির পানিতে পচে হালুয়ার পুরু স্তর হয়ে আছে রাশি রাশি ঝরা পাতা।

এ-ধরনের জলায় সারভাইভ করার ট্রেনিং নেওয়া আছে রানার। এমন অনেক জিনিস ওর চোখে ধরা পড়বে, পিছনের তিনজনকে বলে না দিলে তারা দেখতেই পাবে না। ভাঙা একটা শাখা, শক্ত হয়ে থাকা কাদায় সামান্য একটু দাগ, ঝোপের বিশৃংখল পাতা ওকে জানিয়ে দেবে কোন দিকে গেছে তারা।

অবশেষে পথটার শেষ মাথায় পৌঁছাল ওরা। একটা ঝাঁক বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকল, সামনের ঘন জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে আছে, সেটাকে দু'ভাগ করেছে দশ ফুটী একটা খাল। স্থির পানিতে ভারি সুন্দর শাপলা ফুটে আছে।

'এখানে আমরা ভাগ হয়ে যাব,' বলল রানা। 'দু'জন বাম দিকে; দু'জন ডানদিকে। আমি নাক বরাবর সোজা।'

মাথা নাড়ল কোলামবি। 'আমি আপনার সঙ্গে থাকছি, মিস্টার। আপনি একা কোথাও যাচ্ছেন না।'

ব্যাপারটা এত সহজ হবে বলে আশাও করেনি রানা। 'ঠিক আছে। ওদেরকে পাঠিয়ে দাও।'

ডিয়েট্রিচ আর গার্ডকে বাম দিকে পাঠাল কোলামবি, আর রামালুকে একা পাঠাল ডান দিকে।

তারা চলে যেতে রানার দিকে ফিরল কোলামবি। 'কোনরকম চালাকি করবেন না, মিস্টার,' বলল সে। 'আমাদের প্রত্যেকের স্বার্থেই ওদেরকে খুঁজে বের করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমার কথা মন দিয়ে শুনুন! খুনিদের নিয়ে একটা অর্গানাইজেশন আছে মিস্টার টাসকানের! আপনি যত বড় ক্ষমতাধর ব্যক্তিই হোন, যেখানেই লুকান, তারা আপনার নাগাল পেয়ে যাবে।'

'আবার হুমকি? অথচ হাত পেতে রেখেছ সাহায্যের জন্যে!'

'সাবধান করছি! আজ পর্যন্ত কেউ তাঁর সঙ্গে ডাবল-ক্রস করে বেঁচে থাকতে পারেনি। ওদেরকে আমরা ফিরিয়ে আনতে না পারলে আপনি আর আমি লাশ হয়ে যাব।'

না, ভাবল রানা, টাসকানের মাথায় একটা গর্ত তৈরি হলে সেরকম কিছু ঘটবে না।

জঙ্গলে পা রাখল ওরা। জায়গাটা চিনতে পারছে রানা। ওর প্রায় পাঁচশো গজ সামনে দাদু বোনানজার পুরানো বোটটা থাকার কথা। দেখা যাচ্ছে না, কারণ ওদিকে কাঁটা ঝোপ আর নলখাগড়া খুব ঘন হয়ে জন্মেছে। পরিষ্কার মনে আছে রানার–বছর তিনেক আগে খাল থেকে টেনে সেটাকে পারে তুলেছিল ও। এখনও সেটার ওখানে না থাকার কোন কারণ নেই।

টুইংক্‌লকে খুঁজে বের করতে হলে ওই বোটটা রানার দরকার। জলার ভিতর খুব বেশি দূর ওরা যেতে পারবে না। সম্ভবত খাল বরাবরই কোথাও লুকিয়ে আছে।

তবে রানার পথে কোলামবি মস্ত একটা বাধা। সে যে বিপদ টের পেয়ে সতর্ক হয়ে আছে, জানে ও। বোটের কাছে পৌঁছানোর আগে জরুরি কাজটা হলো তাকে অচল করে দেওয়া।

সামনে ম্যানগ্রোভ শিকড়ের অত্যন্ত ঘন আর নিবিড় একটা বাধা পড়ল। দাঁড়াল রানা। ঘুরছে, মাথার চারপাশে গুঞ্জন তুলছে ঝাঁক-ঝাঁক মশা।

অস্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে ওদের আরও দুই দলের এগোবার আওয়াজ। তবে তাদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তারমানে তারাও কেউ ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে না।

'ওরা এদিকে আসেনি,' বলল রানা। 'ওদিকে তাকাও, এই বাধা পার হয়ে সামনে যাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের ফেরা উচিত।'

অস্থির হয়ে মশা ধরার চেষ্টা করছে কোলামবি। 'আপনি যা বলেন...'

পা সরিয়ে ভারসাম্য ঠিক করল রানা। 'এই সাবধান!' ওর গলার আতঙ্ক চমকে দিল কোলামবিকে। 'সাপ!' তার পায়ের দিকে আঙুল তাক করল।

কোলামবি চোখ সরিয়ে নিতেই তার চোয়ালে ঘুসি চালাল রানা।

ঘুসি খেয়ে পিছু হঠল কোলামবি, চোখে নিশ্চয় সর্ষে ফুল

দেখছে। খাড়া হয়ে থাকার চেষ্টা করছে, এই সুযোগে বাম হাত দিয়ে আরেকটা ঘুসি চালাল রানা তার নাক বরাবর। থ্যাচ করে একটা আওয়াজের সঙ্গে ভেঙে গেল নাকের হাড়। হোঁচট খেতে খেতে আবার পিছু হঠল সে, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে নাকের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্ত মুছল।

রানার জমে থাকা রাগ বেরিয়ে আসছে একের পর এক ঘুসি আর লাথি হয়ে। কোলামবি যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু মারই খাচ্ছে, তা নয়; ঠেকাবার চেষ্টা করছে সে, চেষ্টা করছে পড়ে না গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার, তারপর সুযোগ বুঝে দু'একটা ঘুসিও চালাচ্ছে। কিন্তু হিংস্র হয়ে ওঠা রানা সে-সব গ্রাহ্যই করছে না। দেখতে দেখতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে উঠল কোলামবির চেহারা। তারপর শেষ একটা ঘুসি খেয়ে কাদার উপর ছিটকে পড়ল সে।

'কী আশ্চর্য, তোমার না আমাকে ঘুসি মেরে সাগরের ওপারে পাঠিয়ে দেয়ার কথা?' হিসহিস করে বলল রানা, তারপর জবাবের অপেক্ষায় না থেকে ডাইভ দিয়ে পড়ল তার বুকে।

এবার মৃত্যুভয়ে মরিয়া হয়ে উঠল কোলামবিও।

হাত দিয়ে কোলামবির গলাটা চেপে ধরল রানা। ও যেন ফাঁদে পড়া হিংস্র একটা জানোয়ারকে সর্বশক্তি দিয়ে ধরে রেখেছে। কোলামবির ঘুসি এসে লাগল ওর চোয়ালে।

ঘুসিটা এত জোরাল ছিল, তার উপর থেকে ছিটকে নীচে পড়ল রানা। কোলামবি হাঁটুর উপর সিধে হওয়ার চেষ্টা করছে, তার দিকে পা ছুঁড়ল রানা।

লাথিটা প্রচণ্ড জোরে কোলামবির বুকে লাগল, চিত হয়ে পড়ে গেল সে। এগিয়ে এসে হাত দিয়ে তার গলাটা চেপে ধরার চেষ্টা করল রানা। আবার দুর্বল হাতে ওর মুখে ঘুসি মারল কোলামবি, তবে এবার রানা ছাড়ল না তাকে। অনুভব করল শরীরের সমস্ত শক্তি আঙুলগুলোয় ঢেলে দেওয়ায় ওর হাত আর কাঁধের পেশি গিঁটে পরিণত হচ্ছে।

পা ছুঁড়তে শুরু করল কোলামবি। বাঁকা করা আঙুল দিয়ে রানার চোখের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করল সে। কিন্তু তার শক্তি ফুরিয়ে

আসছে।

নির্মম হয়ে উঠল রানা, কোলামবির গলায় আঙুলের শক্তি আরও বাড়াচ্ছে।

রানার দিকে তাকিয়ে আছে কোলামবি, চোখে দৃষ্টি নেই। তারপর তার পায়ের নড়াচড়া থেমে গেল, হাঁ হয়ে গেল মুখ, বেরিয়ে পড়ল জিভটা, নাকের ফুটো দিয়ে এখনও রক্তও গড়াচ্ছে।

শরীরটা অসাড় হয়ে যেতে ছেড়ে দিল তাকে রানা, গড়িয়ে তার উপর থেকে নেমে পড়ল। তার গলায় ওর আঙুলের ছাপ ফুটে রয়েছে। বুকে হাত দিয়ে দেখল ধুকপুক করছে হৃৎপিণ্ড, মরেনি, জ্ঞান হারিয়েছে সে। প্রথমে ওরই শার্ট খুলে কোলামবির হাতদুটো পিঠমোড়া করে বাঁধল রানা, প্যান্ট খুলে বাঁধল পা; তারপর ওর গোটা শরীর কাদার নীচে ঠেসে দিল রানা, জাগিয়ে রাখল শুধু নাকটা।

'বিশ্রাম নে, শালা!' আপন মনে বলল রানা, 'আমি দেখি ওদের খুঁজে পাই কি না।'

টাসকান আর তার গুণ্ডারা অনেক ভুগিয়েছে ওকে। এবার ওর পাল্টা আঘাত করার পালা।

রানার নাক থেকে সামান্য রক্ত গড়াচ্ছে, ঠোঁট দুটোও বেশ ফুলে উঠেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে মশা ছেঁকে ধরেছে ওকে। এ-সব কিছুই গ্রাহ্য করছে না ও। এই জলার ভিতর কোথাও আছে টুইংক্‌ল, যেভাবে হোক তাকে উদ্ধার করতে হবে ওর। শুধু একা তাকে নয়, তার সঙ্গে বোধহয় সালজারকেও।

শুধু জঙ্গল থেকে উদ্ধার করলে হবে না। টাসকান নামের এক পিশাচের খপ্পর থেকেও বাঁচাতে হবে ওদেরকে।

কোলামবিকে ওখানেই ফেলে রেখে বোটের খোঁজে রওনা হলো রানা। পাওয়া গেল সেটা যেখানে রেখে গিয়েছিল ঠিক সেখানেই—উঁচু আর শুকনো পারে। ঠেলে ওটাকে পানিতে নামাচ্ছে ও, নীচ থেকে ওর মুঠোর সমান একটা মাকড়সা বেরিয়ে এল; ওর রোমশ পাগুলো ধরলে আকার দাঁড়াবে দশ ইঞ্চির মত, কুৎসিত একটা প্রাণী।

বেশ কিছুক্ষণ পরিশ্রম করার পর বোটটাকে পানিতে নামানো গেল। চড়ল রানা, হাতে তুলে নিল লগিটা। সেটার সাহায্যে ধীরে ধীরে খাল ধরে এগোল ও।

লাল-নীল-বেগুনি-সাদা শাপলা আর জলজ আগাছার ভিতর দিয়ে লগি ঠেলে এগোবার সময় মশার ঝাঁক ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর উপর। আর গরম বাষ্প সুতি উল দিয়ে বানানো জ্যাকেটের মত ঘিরে ফেলল ওকে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক লড়াই করল রানা। মশা আর উত্তাপ এই প্রথম সহ্য করছে না, অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় যে-কোন আউটডোর- ম্যানের মত এ-সবে অভ্যস্ত ও।

হঠাৎ ওদেরকে দেখতে পেল রানা।

প্রথমে সালজারকে দেখল। খালের পাশে ছোট একটা ফাঁকা জায়গায়, গাছে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছে, মাথার চারপাশে উড়ে বেড়াচ্ছে কালো মশার মেঘ। তার হাঁটুর উপর শুয়ে রয়েছে টুইংক্‌ল। হ্যাট দিয়ে তাকে বাতাস করছে সালজার।

নিস্তেজ হয়ে পড়ে রয়েছে টুইংক্‌ল, পরনের সাদা শার্ট আর স্ল্যাকস শরীরে সেঁটে রয়েছে, ছোট করে ছাঁটা সোনালি চুলসহ মাথাটা সালজারের হাঁটুর উপর।

খালের উপর ঝুলে থাকা ম্যানগ্রোভের শাখার ভিতর দিয়ে বোট নিয়ে এগোবার সময় শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে লগি ঠেলতে হচ্ছে রানাকে। এই সময় ওকে দেখে ফেলল সালজার। রানা দেখল সঙ্গে সঙ্গে টুইংক্‌লের দিকে হাত বাড়াল সে; একটা শিশুর আচরণ, যেন তার প্রিয় খেলনা কেড়ে নেওয়ার হুমকি দেখা দিয়েছে।

মাথা তুলে রানাকে দেখতে পেল টুইংক্‌ল।

তার কাদা মাখা চেহারায় সন্ত্রস্ত একটা ভাব ফুটে উঠতে দেখল রানা। সালজারকে আঁকড়ে ধরল সে, তারপর উন্মত্তের মত হাত নাড়ল রানার উদ্দেশে, যেন এভাবে হাত নাড়লেই বাতাসে মিলিয়ে যাবে রানা।

নরম কাদায় লগি গাঁথল রানা, তারপর চাপ দিয়ে বোটটাকে সামনে

বাড়াল। বোটের ভোঁতা নাক পারে পৌঁছাল, ঢাল বেয়ে উঠে পড়ল খানিকটা। লগি ছেড়ে দিয়ে লাফ দিয়ে তীরে নামল ও।

ওর দিকে মুখ করে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে টুইংক্‌ল আর সালজার।

ঢালটা বেশ উঁচু, তাই উপরে উঠতে সময় লাগছে রানার, কষ্টও হচ্ছে। ঢালের মাথায় প্রায় পৌঁছে গেছে, এই সময় পচা কাদায় ওর পা পিছলাতে শুরু করল।

'মাসুদ ভাইয়া!' রানার অবস্থাটা বুঝতে পেরে আঁতকে উঠল টুইংক্‌ল, এগিয়ে এল সাহায্য করার জন্য।

দ্রুত তাকে পাশ কাটিয়ে সামনে বাড়ল সালজার, খপ করে রানার একটা হাত ধরে ফেলে ঠিক সময়ে ওর পিছলানটা থামাল।

'মাসুদ ভাইয়া, প্লিজ!' পার থেকে ব্যাকুল কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল টুইংক্‌ল। 'ওকে কিছু বলবেন না!'

ভারসাম্য ফিরে পেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছে রানা, পার বেয়ে টুইংক্‌লকে পিছলে নেমে আসতে দেখল, হাতে একটা ভাঙা ডাল। বোটটার নাগাল পেল না সে, ঝপাৎ করে পানিতে পড়ল। রানা আর সালজার দু'জনেই হাত বাড়িয়ে যেই ধরতে গেল তাকে, সঙ্গে সঙ্গে উল্টে গেল বোট। টুইংক্‌লের কাছাকাছি পানিতে পড়ল ওরা।

টুইংক্‌লের কাছে রানাই আগে পৌঁছাল, কিন্তু সালজারের দিকে সরে গেল সে।

কাদায় আবার পা ডুবে যাচ্ছে বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি পারে উঠে পড়ল রানা, গাছের একটা শিকড় ধরে সরে এল শক্ত মাটিতে।

টুইংক্‌লকে দু'হাত দিয়ে বুকে তুলে নিয়েছে সালজার, কিন্তু রানা দেখল ডুবে যাচ্ছে সে। গাছটা ধরে প্রায় ঝুলে পড়ল ও, একটা হাত বাড়াল তার দিকে। সেটা ধরল সালজার, ওদেরকে টেনে পারে নিয়ে এল রানা। টুইংক্‌লকে রানার হাতে তুলে দিল সে। তারপর, টুইংক্‌ল যখন নিজেকে ছাড়িয়ে নিচ্ছে, সালজারকে পারে উঠতে সাহায্য করল রানা।

কয়েক মিনিট ওখানে শুয়ে থাকল ওরা, দম ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে, ঘামছে দরদর করে, ওদের চারপাশে মেঘে পরিণত হচ্ছে

মশার ঝাঁক।

খানিক পর উঠে বসল টুইংক্‌ল। ‘মাসুদ ভাইয়া,’ শান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলল সে, ‘আমি স্বেচ্ছায় ওর সঙ্গে এসেছি। আমি ওকে ভালোবাসি।’

‘সে তো বোঝাই গেছে,’ ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি নিয়ে বলল রানা। ‘তোমাদের ব্যাপারটা নিয়ে সালজারের সঙ্গে আমার দু’একটা কথাও হয়েছে। তবে ওর হাতে তোমাকে তুলে দেয়ার আগে আমাকে জানতে হবে তোমাকে নিয়ে কী ভাবছে ও, নিজেই বা কী করতে চায়।’

‘পরস্পরকে আমরা ভালোবাসি,’ শান্ত সুরে বলল সালজার। ‘আমরা বিয়ে করব।’

হাসিটা চেপে রাখতে হলো রানাকে। ‘আমি সে-কথা জিজ্ঞেস করছি না। বিয়ে তো অবশ্যই করবে। কিন্তু জীবনটাকে গোছাবে কীভাবে? কে কী করতে চাও তোমরা?’

‘প্রথম কথা বাবার কোন সম্পত্তি বা টাকা-পয়সা আমার দরকার নেই, ভুলেও ও-সব আমি ছোঁব না। বাবার সঙ্গে আর কোন সম্পর্কই রাখব না আমি। পিএইচডি কমপ্লিট করতে আর মাত্র একবছর লাগবে আমার। তারপর হার্ভার্ডেই লেকচারার হিসেবে চাকরি পেয়ে যাব। টুইংকল্‌ও বোস্টনের কোনও রেসিডেনশিয়াল কলেজে ওর পড়াশোনা চালিয়ে যাবে। ওর খরচ আমি যোগাড় করব টিউশনি করে...’

‘গুড, ভেরি গুড,’ সন্তুষ্ট হয়ে বলল রানা। ‘তবে যতদিন না তুমি চাকরি পাও, তোমাদের সব খরচ আমার। এখন শোনো। হাতে সময় কম, যে-কোন মুহূর্তে তোমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে চলে আসবে ওরা। দুটো টেলিফোন নম্বর দিচ্ছি, মুখস্থ করে নাও। এটা তোমার চাচাত ভাই র‍্যামেজের প্রেমিকা লুনার নম্বর, নাইন-ফাইভ-নাইন-টু-থ্রি-ওয়ান-নাইন। ওখানে কী কারণে ফোন করতে হবে বুঝতে পারছ তো?’

‘র‍্যামেজ ভাইকে সাবধান করার জন্যে। বলব, তাকে খুন করার প্ল্যান করা হয়েছে।’

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আরেকটা নম্বর আমার এজেন্সির মায়ামি শাখার। আমি তো ওদেরকে ফোন করে যা নির্দেশ দেয়ার দেবই, সুযোগ পেলে তুমিও ফোন করে ওদেরকে জানাবে কোথায় আছ তোমরা বা কিছু দরকার কিনা। ওরা তোমাদেরকে নিরাপদে হার্ভার্ডে, মানে বোস্টনে পৌঁছে দেবে।'

মাথা ঝাঁকাল সালজার, ধন্যবাদ দিল, বার কয়েক উচ্চারণ করে ফোন নম্বরগুলো মুখস্থ করে নিল; তারপর খালের কিনারায় সরে এসে বোটটাকে সিধে করার কাজে হাত লাগাল ।

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে রানাও এগোল। দু'জন মিলে সিধে করল বোটটা। 'খাল পার হয়ে সাগরে বেরিয়ে যাব আমরা,' বলল ও।

পার থেকে পিছলে নেমে এসে বোটে উঠল ওরা। রানা দেখল টুইংক্‌লকে প্রায় বয়ে নিয়ে এল সালজার। খেয়াল না করে উপায় নেই যে মেয়েটির সঙ্গে আশ্চর্য কোমল তার ব্যবহার।

বোটের শেষ মাথায় বসল টুইংক্‌ল। সালজার বসল মাঝখানের ক্রস বেঞ্চে। লগিটা তুলে নিয়ে জলজ আগাছার বাধা ঠেলে বোট চালাচ্ছে রানা।

ওদেরকে খুঁজে পাওয়ার আগে এই কঠিন কাজটা এক ঘণ্টা ধরে করতে হয়েছে ওকে। ওজন বেড়ে যাওয়ায় বোটের গতি কমে গেছে, চালাতে শক্তিও লাগছে অনেক বেশি।

তারপরও চালিয়ে যাচ্ছে রানা। তবে বেশিক্ষণ পারল না। হাঁপিয়ে উঠল ও, ঘামে গোসল হয়ে যাচ্ছে, হৃৎপিণ্ড মনে হলো বিস্ফোরিত হবে। অবশেষে থামল ও, হেরে গিয়ে ভর দিল লগিতে।

'আমি ঠেলছি।' দাঁড়াল সালজার, এগিয়ে এসে লগিটা নিল।

ধপাস করে বেঞ্চে বসে পড়ল রানা, মাথাটা নামিয়ে আনল ফোসকা পড়া হাতে।

হয় সালজারের শক্তি ওর চেয়ে বেশি, না হয় এ-ধরনের কাজে অভ্যস্ত সে, তা না হলে আগাছার ভিতর দিয়ে এরকম অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে বোট চালাতে পারত না।

এক ঘণ্টা পর অবশেষে ভাসমান আগাছার রাজ্য থেকে বেরিয়ে

আসতে পারল ওরা। ইতিমধ্যে হারানো শক্তি ফিরে পেয়েছে রানা, সালজারের আড়ষ্ট হাত থেকে লগিটা টেনে নিল ও। ওর বদলে এবার সালজার নেতিয়ে পড়ল বেঞ্চের উপর।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মশার উপদ্রব থেকে মুক্তি পেল ওরা। সামনের জঙ্গল খুলে যাচ্ছে, বাইরে দেখা যাচ্ছে সাগর। আরও দশ মিনিট পর সন্ধ্যার সূর্য নিস্তেজ রোদ ফেলল ওদের গায়ে–সূর্যটা লাল একটা বলের আকৃতি নিয়ে দিগন্তে ডুবতে বসেছে। লগির দরকার হলো না, স্রোতের টানেই খোলা সাগরের দিকে এগোচ্ছে বোট। ম্যানগ্রোভ গাছগুলো পিছিয়ে পড়ছে দেখে লগিটা বোটে ফেলে সালজারের পিছনে ফরওয়ার্ড বেঞ্চে বসে পড়ল রানা।

এক সময় বোটের নাকটা বালিভর্তি তীরে ধাক্কা খেল, তারপর স্থির হয়ে গেল।

কারও দিকে না তাকিয়ে কাদা লেগে থাকা শার্টটা খুলে সাগরে ডাইভ দিল রানা। ধীরে ধীরে সাঁতরাচ্ছে ও, অনুভব করল কাদা, রক্ত আর ঘাম শরীর থেকে ধুয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

নিজেকে যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন মনে হতে বোটের দিকে ফিরে এল রানা। আসার পথে দেখল টুইংক্ল আর সালজারও সাগরে নেমেছে।

ওর আগেই সৈকতে ফিরল ওরা। পানি থেকে উঠে এসে তাদের দিকে এগোল রানা। এই সময় ভটভট আওয়াজ শুনে ঘাড় ফেরাল রানা। দ্রুত ছুটে আসছে বড়সড় একটা স্পিডবোট, তাতে রাইফেলধারী দশ-বারোজন গার্ড বসে রয়েছে।

সালজারের দিকে তাকাল রানা। নিঃশব্দে, চোখে চোখে কথা হলো ওদের মধ্যে। তারপর দেখা গেল দুমদুম করে সালজারকে পেটাচ্ছে রানা।

'থাক, থাক! অনেক হয়েছে, আর দরকার নেই!' বলতে বলতে লাফ দিয়ে বোট থেকে সৈকতে নামল লোকগুলো, দ্রুত এগিয়ে এসে ওদেরকে ঘিরে ফেলল। বেনিডিকটাস টাসকানের সশস্ত্র গার্ড তারা।

ভাল-মন্দ কিছুই রানাকে বলল না লোকগুলো, বোধহয় ওর

ব্যাপারে কোন নির্দেশ পায়নি তারা।

'বস্ আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন,' সালজারকে বলল গার্ডদের লিডার। রানার দিকে একবারও না তাকিয়ে তাদের সঙ্গে বোটে গিয়ে উঠল সালজার, টুইংকলের কব্জিটা শক্ত মুঠোয় ধরে আছে। ঘুরল বোট, তারপর ভটভট আওয়াজ তুলে ফিরতি পথ ধরল।

ঘুরল রানাও, বালির উপর দিয়ে সাগরের দিকে এগোল।

ওর সামনে এখন লম্বা সাঁতার।

তেরো

পামগাছের পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছে বড়সড় চাঁদ, এই সময় সাগর থেকে উঠে এল রানা। এখন ওকে তিনটে কাজ করতে হবে—কাপড় বদলানো দরকার, রেন্ট-আ-কারের মার্সিডিজটা পেতে হবে, সাদা বাড়িটায় গিয়ে দখল করতে হবে সালজারের টেলিস্কোপিক সাইট লাগানো রাইফেল।

টুইংক্‌ল যে ভিলায় ছিল সেটা খালি পড়ে আছে। খুব সাবধানে এগোল রানা। চাঁদের আলোয় দেখা গেল কোলামবি উঠানের যেখানে রেখেছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে মার্সিডিজটা।

বাড়ির ভিতর ঢুকে রামালু আর অন্যান্য গার্ডদের কাপড়চোপড় ঘাঁটাঘাঁটি করে গাঢ় রঙের স্ল্যাকস আর কালো সোয়েট-শার্ট পরল রানা। একটু আঁট-সাঁট হলেও, মন্দ নয়। বাথরুমের পাশে একটা র‍্যাকে পাওয়া গেল প্রায় নতুন একজোড়া কেডস্।

এখান থেকেই ওর এজেন্সির মায়ামি শাখায় ফোন করল রানা। শাওনকে পাওয়া গেল ওখানে। এদিকের পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রথমে

তাকে একটা ধারণা দিল ও, তারপর দ্রুত কয়েকটা নির্দেশ দিল। সম্ভাব্য কয়েকটা জায়গার কথা বলল, এ-সব জায়গায় সালজার আর টুইংকল্‌কে পাওয়া যেতে পারে। নির্দেশ দিল, যেভাবেই হোক ওদেরকে উদ্ধার করে বোস্টনে পৌঁছে দিতে হবে।

মার্সিডিজের ইগনিশনে চাবি নেই, তবে দ্বিতীয় একটা চাবি থাকার কথা ড্যাশবোর্ডের গোপন একটা খোপে। তাতে আঙুল ঢোকাতেই বোঝা গেল আছে।

গাড়ি নিয়ে বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এল রানা। পিছন থেকে কেউ চিৎকার করল না।

পনেরো মিনিট পর পাকা রাস্তায় উঠে এল রানা। আরও কয়েক মিনিট পর ছোট্ট সাদা বাড়িটার কাছাকাছি পৌঁছে রাস্তার ধারে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ল। বাকি পথ হেঁটে এল ও।

দূর থেকে বাড়িটাকে অন্ধকারে ডুবে থাকতে দেখল রানা। সময় নিয়ে সাবধানে এগোচ্ছে। গেটের ভিতর পুরানো একটা জিপকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আরও সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করল ও। রাইফেলটা ছাদে রেখে গিয়েছিল ও, এখনও হয়তো ওখানেই আছে। নিঃশব্দে ধাপ বেয়ে বারান্দায় উঠল। কোথাও কোন শব্দ নেই। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল জ্যোছনা ভরা ছাদে।

রাইফেলটা ছাদে নেই। রানা ভাবল, নীচের কোন ঘরে থাকতে পারে। কেউ হয়তো নামিয়ে নিয়ে গেছে।

নিঃশব্দ পায়ে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় নেমে এল রানা। সামনের ঘরের দরজা খোলা, নিস্তেজ একটাও বালবও জ্বলছে, তবে উঁকি দিয়ে ভিতরে কাউকে দেখতে পেল না রানা। সাবধানে ভিতরে ঢুকল ও। ওর সরাসরি সামনে আরেকটা ঘর। দরজা খোলা, তবে অন্ধকার, প্রথম ঘরের ক্ষীণ আলো দ্বিতীয় কামরায় পৌঁছায়নি। সেই অন্ধকার এক জায়গায় খুব বেশি গাঢ় লাগছে।

প্রকাণ্ড আকৃতি দেখে রানা বুঝতে পারল, দানব ডিয়েট্রিচ মেঝেতে কুণ্ডলী ছাড়াচ্ছে। তালা দেওয়া একটা কামরার সামনে শুয়েছিল সে।

‘হে-হে, জানতাম রাইফেলটা নিতে আসবে তুমি!’ দেয়ালে হাত

তুলে সুইচ টিপল সে, উজ্জ্বল আলোর বন্যা বয়ে গেল ঘরের ভিতর। আড়ষ্ট হাসি দেখা যাচ্ছে ডিয়েট্রিচের সারা মুখে। 'বসের হুকুম, তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি আমি।' আক্রমণ শুরু করার ভঙ্গিতে হাত দুটো ভাঁজ করে উপরে তুলল সে। 'এসো!'

'হেরোন বোনানজা, আমার দাদু,' শান্ত, তবে ভারি গলায় বলল রানা। দোরগোড়া টপকে দ্বিতীয় কামরায় পা রাখল। 'তাকে কি তুমি খুন করেছ, ডিয়েট্রিচ?'

হাসিটা আরও চওড়া হলো দৈত্যটার মুখে। 'জবাব দেয়া নিষেধ। এসো, লড়ি আমরা, দেখি কে জেতে। আসলে বাধা না দিলে কাউকে মেরে সুখ পাই না আমি।'

মনে মনে তৈরি হচ্ছে রানা, জানে এই দানবকে কাবু করা সহজ কাজ হবে না। 'তোমার পেছনের বন্ধ কামরায় কী আছে, ডিয়েট্রিচ? ওটা তুমি সারাক্ষণ পাহারা দাও কেন?'

মুহূর্তের জন্য বোকা বোকা লাগল ডিয়েট্রিচকে। তারপর, রানা যেমনটি ধারণা করেছিল, অকস্মাৎ বুনো মোষের মত ছুটে এল ওকে লক্ষ্য করে।

ঝট করে একপাশে সরে গেল রানা, সেই সঙ্গে বাম পা বাড়িয়ে ল্যাং মারল তাকে। ভারী শরীর নিয়ে দড়াম করে মেঝেতে আছাড় খেল ডিয়েট্রিচ, ব্যথা পেয়ে কোঁকাল একবার, কিন্তু পরমুহূর্তেই এক লাফে সিধে হলো। হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ান মোহাম্মদ আলির মত একই জায়গায় ঘনঘন লাফাচ্ছে।

এবার রানা আক্রমণে।

প্রথমে সামান্য একটু এগোল ডিয়েট্রিচের দিকে, সে যাতে পিছিয়ে দেয়ালের দিকে আরও খানিকটা সরে যায়। ডিয়েট্রিচকে বুঝতে দিল, ঘুসি মারতে যাচ্ছে ও, তারপর তাকে নাগালের মধ্যে পেয়েই এক লাফে শূন্যে উঠে পা ছুঁড়ল তার মাথা লক্ষ্য করে।

দ্রুতগতির ফ্লাইং কিকটা ডিয়েট্রিচের মাথার ডান পাশে লাগল। মাথার বাম পাশটা দেয়ালে ঠুকে যাওয়ায় দড়াম করে গা গুলানো শব্দ হলো, মনে হলো যেন গোটা বাড়ি কেঁপে উঠেছে। এক মুহূর্ত দেয়ালে সেঁটে থাকল ডিয়েট্রিচের পিঠ, তারপর দেখা গেল ঘষা

খেয়ে মেঝেতে নেমে আসছে সে। ঘাড়ের উপর নড়বড় করছে মাথা, খুলির একপাশ থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত চিবুক থেকে ঝরঝর করে ঝরছে। এরকম মার খাওয়ার পর খুব কম লোকই বেঁচে থাকে।

wKš‘ Avevi এগোল রানা। নাগালের মধ্যে পেয়ে একহাতে ঠেসে ধরল তাকে দেয়ালের সঙ্গে, তারপর চার-পাঁচটা ঘুসি চালাল নাকে-মুখে। 'বল্ শালা, কে খুন করেছে হেরোন বোনানজাকে?' তাকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে এল ও।

জবাব দেবে কী, রানা ছেড়ে দিতে মেঝেতে পড়ে নিস্তেজ হয়ে গেল ডিয়েট্রিচ, হাপরের মত ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে।

আরও খানিক পিছাল রানা, জবাব না পেয়ে রক্ত চড়ে যাচ্ছে মাথায়। তারপর ছুটে এসে ডান পায়ের লাথি চালাল ডিয়েট্রিচের মাথা লক্ষ্য করে।

রানাকে চমকে দিয়ে খপ করে ওর পা ধরে ফেলল ডিয়েট্রিচ। ধীরে ধীরে মেঝেতে উঠে বসছে, দু'হাতে ধরা ওর পা নিজের পেটের সঙ্গে চেপে রেখেছে। দাঁড়িয়ে থাকার জন্য এক পায়ে লাফাচ্ছে রানা।

আমি শেষ, এরকম একটা ভাব নিয়ে মেঝেতে পড়েছিল ডিয়েট্রিচ, আসলে প্রচণ্ড মার খাওয়ার পর সেটা হজম করার জন্যে খানিকটা বিশ্রাম দরকার ছিল তার, সেই সঙ্গে অপেক্ষা করছিল ভাল একটা সুযোগের।

রানার পা ধরে রেখেই সিধে হচ্ছে ডিয়েট্রিচ। হিংস্র, বাঁকা হাসি দেখা যাচ্ছে তার রক্তে ভেজা মুখে। অত্যন্ত সাবধানে, ধীরে ধীরে দাঁড়াচ্ছে সে, খেয়াল রাখছে রানা যাতে পড়ে না যায়।

এক পায়ে ভারসাম্য ঠিক রাখতে গলদঘর্ম হচ্ছে রানা, হঠাৎ বুঝতে পারল কী করতে চাইছে ডিয়েট্রিচ। ওর মাথাটা দেয়ালে ঠুকে দিয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছে।

দানবটা তখনও পুরোপুরি সিধে হয়নি, অকস্মাৎ ডান পা ভাঁজ করল রানা, ধপাস করে পড়ল মেঝেতে পিঠ দিয়ে, সেই সঙ্গে বাম পা দিয়ে সবেগে আঘাত করল ডিয়েট্রিচের ঊরুসন্ধিতে। কোঁৎ করে

একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল তার গলা থেকে, রানার পা ছেড়ে দিয়ে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরল নাভীর নীচটা।

এক লাফে সিধে হলো রানা। দেখল কুঁজো হয়ে গোঙাচ্ছে ডিয়েট্রিচ। এতটুকু দয়া হলো না, ছুটে এসে ফ্লাইং কিক মারল তার বুকে। ছিটকে দেয়ালের গায়ে বাড়ি খেল আহত দৈত্য, এখনও চেপে ধরে আছে নাভীর নীচটা।

'কে খুন করেছে দাদুকে?' হিসহিস করে জানতে চাইল রানা, পিছিয়ে আসছে।

জবাব দিল ডিয়েট্রিচ—মাথা নেড়ে।

আর কোন প্রশ্ন নয়, ছুটে এসে আবার একটা ফ্লাইং কিক মারল রানা। প্রচণ্ড বাড়ি খেয়ে দেয়ালের সঙ্গে থেঁতলে গেল ডিয়েট্রিচের শরীর। দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি নেই, দড়াম করে পড়ে গেল সে।

'কে?' জিজ্ঞেস করল রানা। ছুটে এসে স্থির পড়ে থাকা ডিয়েট্রিচের মাথায় লাথি মারল আবার।

কোন জবাব নেই।

'কে খুন করল?' জবাবের আশায় এক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল রানা, তারপর আবার ছুটে এল লাথি মারার জন্য।

একেবারে শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল রানা। ডিয়েট্রিচের খোলা চোখ স্থির হয়ে আছে, সেগুলোয় কোন দৃষ্টি নেই। ঝুঁকে তাকে পরীক্ষা করল ও। মারা গেছে সে।

ডিয়েট্রিচের পকেট হাতড়ে চাবির একটা রিঙ পেল রানা। তাতে একই তালার দুটো চাবি রয়েছে। বন্ধ ঘরের তালায় ফিট করল।

দরজা খুলে দেয়াল হাতড়ে সুইচটা খুঁজে নিল রানা। আলো জ্বালতেই দেখল ঘরের এক কোণে হাত-পা বাধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে দাদু হেরোন বোনানজা। তারপরই ওর নজর পড়ল তার মাথায় জড়ান সাদা ব্যাণ্ডেজ আর মুখে সাঁটা টেপের দিকে।

রানাকে দেখে বাঁধনগুলোর সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিল বুড়ো দাদু। হাসল রানা। ভাল লক্ষণ, ভাবল ও, দাদু মোটামুটি বহাল তবিয়তেই আছে। দ্রুত হাতে তার সবগুলো বাঁধন আর টেপ খুলে দিল ও।

মুখ খোলা পেয়ে প্রথমেই জানতে চাইল দাদু, 'আমার টুইংকল্ কেমন আছে, ভাই?'

হাসিমুখে তাকে আশ্বস্ত করল রানা, 'সে ভালো আছে, দাদু। তার জন্যে তুমি কোনও দুশ্চিন্তা করবে না।'

মুক্তির আনন্দ আর উত্তেজনার বশে হড়বড় করে অনেক কথাই বলতে চাইছিল বোনানজা দাদু, সব পরে শুনব বলে তাকে থামিয়ে দিয়েছে রানা, তারপর বলেছে, 'বাইরে একটা জিপ আছে, ওটা নিয়ে আমার এজেন্সির মায়ামি শাখায় চলে যাও তুমি, কারণ এখন তোমার নিরাপত্তা দরকার...'

মাথা নেড়ে ওকে থামিয়ে দিল দাদু। 'তোমার পাঠানো লোক, তাই সাবধান না হয়ে তাদের দিকে পেছন ফিরেছিলাম। আর তারই খেসারত এটা,' বলে মাথার ব্যান্ডেজটা দেখাল। 'কিন্তু ওই শুটিং রেঞ্জ আমার দুর্গ, ওখানেই সবচেয়ে নিরাপদে থাকব আমি।'

'খালি হাতে?' জানতে চাইল রানা। 'ওরা নিশ্চয় তোমার সব অস্ত্র সরিয়ে ফেলেছে?'

হাসল দাদু। 'বললাম না, ওটা আমার দুর্গ! ওরকম আরও কত অস্ত্র লুকান আছে ওখানে।'

সময় নষ্ট না করে দাদুকে বিদায় জানাল রানা। 'ঠিক আছে, তা হলে ওখানেই যাও তুমি। পরে দেখা করে সব আমি ব্যাখ্যা করব তোমাকে।'

দাদুকে বিদায় করে দিয়ে প্রায় বিশ মিনিট ধরে ঘরগুলো সার্চ করল রানা। কিন্তু রাইফেলটা কোথাও পেল না। বারান্দায় বেরিয়ে আসবে, এই সময় সিঁড়ির ধাপ থেকে একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'আমি ছাদে আছি, মিস্টার রানা।'

অবাক হয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল রানা। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য লাগছে ওর। শক্ত করেই তো বেঁধে রেখে এসেছে কোলামবিকে, সেই বাঁধন খুলে এত তাড়াতাড়ি কীভাবে ফিরে এল লোকটা?

অত্যন্ত সাবধানে ছাদে উঠে এল রানা।

নিচু পাঁচিলে বসে রয়েছে কোলামবি, হাতে একটা কোল্ট অটোমেটিক পিস্তল; ওটার ভোঁতা নাক রানার দিকে তাক করা। তার চেহারার দিকে তাকানো যাচ্ছে না, এতটাই ক্ষতবিক্ষত দেখাচ্ছে।

'আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি, মিস্টার,' বলল সে। আওয়াজটা খসখসে, কর্কশ শোনাল। চাঁদের আলোয় গলাটা ফোলা দেখল রানা। 'ভাবলাম রাইফেলটা নিতে আসতে পারেন আপনি। দ্বিতীয় একটা নাভি না চাইলে কোন চালাকি নয়, প্লিজ। ওদিকটায় বসুন।'

মশার কামড় খাওয়া মুখে হাত ঘষে নিচু পাঁচিলের দিকে এগোল রানা, কোলামবির কাছ থেকে পাঁচ গজ দূরে বসল। একবার তাকে বোকা বানিয়েছে ও, সময় পাওয়া গেলে আবার বানাবে। কিন্তু সময় কি আদৌ পাওয়া যাবে?

রানাকে বসতে দেখে পিস্তলটা নামিয়ে নিল কোলামবি, নিজের ঊরুর উপর রাখল। তার বাঁ হাত উঠে গেল গলায়। 'আমাকে আপনি প্রায় মেরে ফেলেছিলেন,' অনুযোগের সুরে বলল সে।

'কী আশা করেছিলে তুমি?'

'আশা করেছিলাম মেরেই ফেলবেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে– বিশ্রাম নে, শালা! আমি দেখি ওদের খুঁজে পাই কি না।–বলে আমার নাকটা কাদার ওপর জাগিয়ে রাখায় বুঝলাম তখনই মরছি না।'

'জ্ঞান ছিল তখন তোমার?'

'টনটনে। কিন্তু শরীর নাড়তে পারছিলাম না। যাক গে, দেখা যাচ্ছে রাইফেলটা আপনি পাননি।'

'না।'

'ঠিক আছে, সময় নষ্ট করার দরকার নেই। শুনুন, মিস্টার টাসকান জানেন ওরা পালিয়েছে। এটার মানে আপনি বুঝতে পারছেন, মিস্টার?'

'মানেটা তুমি আগেই বলেছ। আমরা লাশ।'

'ঠিক তাই। ওদেরকে পেয়েছেন আপনি?'

'পেয়েছি। ওরা দু'জন আধুনিক রোমিও আর জুলিয়েট-এর

ভূমিকায় অভিনয় করছে।'

রানার দিকে তাকিয়ে থাকল কোলামবি। 'এরকম চরিত্রই তো কম বয়সে মারা যায়…নাকি আমার জানার মধ্যে ভুল আছে?'

'এরাই তারা।'

'ব্যাপারটা তা হলে এক তরফা নয়?'

'না।'

'কোথায় তারা?'

'যেখানেই থাক, তুমি তাদেরকে খুঁজে পাবে না।'

'খুঁজতে আমি চাইও না,' আবার গলায় হাত দিল কোলামবি। 'তবে মিস্টার টাসকান ঠিকই তাদের খুঁজে বের করবেন। আপনাকে আর আমাকেও খুঁজে পাবেন তিনি, দুনিয়ার যেখানেই আমরা লুকাই না কেন।'

রানা কিছু বলল না। বলার একটা ঝোঁক চাপছিল যে তার আগেই টাসকানের একটা ব্যবস্থা করা হবে, তবে এ-ধরনের কথা বলে কোন লাভ হবে কিনা নিঃসন্দেহ হতে পারল না।

কোলামবিকে পিস্তলটা নিজের পাশে, নিচু পাঁচিলে রাখতে দেখল রানা। না, ভাবল ও, ছোঁ দিয়ে ওটা নিতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না,' অসম্ভব ক্ষিপ্র সে, ফোলা গলা তাকে খানিকটা মন্থর করে ফেললেও।

'তার আর বেশি দেরি নেই, মিস্টার, আমাদের খোঁজে এখানে চলে আসবে ওরা,' বলল কোলামবি। 'কিছু গোলাগুলি হবে। আপনাকে আর আমাকে পাথর বেঁধে সাগরে ফেলে দেয়া হবে। তারপর সালজার আর টুইংক্লের পিছু নেবে ওরা। আরও কিছু গোলাগুলি হবে। ওদেরকে ফেলে আসা হবে জলায়।'

ধারাল চোখে কোলামবিকে দেখছে রানা। ঘামে চকচক করছে তার মুখ। তাকে দেখে মনে হচ্ছে–মৃত্যুর প্রহর গুনছে।

অভিনয়? বলা অত্যন্ত কঠিন, কারণ ইচ্ছে করলেই নিরস্ত্র রানাকে এতক্ষণে গুলি করে মেরে ফেলতে পারত সে, অথচ তা মারেনি।

ব্যাপারটা ঠিক মেলাতে পারছে না রানা। এর মধ্যে কিছু একটা

রহস্য না থেকেই পারে না।

'তুমি বলতে চাইছ টাসকান তার নিজের ছেলেকে খুন করাবে?'

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল কোলামবি। 'করাতে বাধ্য হবে। কথাটা রটে গেছে যে সে তার বাপের মুখ মাড়িয়ে হেঁটে গেছে। ভেনিজুয়েলার এই গোষ্ঠীর লোকজন এই ভাষাতেই কথা বলে।'

'মানে?'

'কর্তার মুখের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া মানে, এর চেয়ে বড় অপরাধ আর কিছু হতে পারে না। সবচেয়ে বড় অপরাধ, সবচেয়ে বড় শাস্তি। এমনকী সে যদি কর্তার ছেলেও হয়। বৃদ্ধ মিস্টার টাসকানকে যদি সংগঠনের বস্ থাকতে হয়, সালজারকে চলে যেতে হবে। শুধু তা হলেই মিস্টার টাসকান বস্ হিসাবে নিজের পদে বহাল থাকতে পারবেন। এই ব্যবস্থার অন্য কোন বিকল্প নেই, বিশ্বাস করুন।'

'কীসের বস্? একদল কৃষকের? এটা তার কাছে এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ?'

ইতস্তত করল কোলামবি, তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। 'আপনাকে বলতে আপত্তি কীসের? আমি তো এখন দলের বাইরে। মিস্টার টাসকানের মাথায় সব সময় বড় চিন্তা খেলে, তিনি সব সময় বড় প্ল্যান করেন, বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেন। যে-সব অভিশপ্ত কৃষকদের কথা বলেন তিনি, তারা সবাই তাঁকে ঈশ্বর বলে মানে। কাজেই ঈশ্বরের এই পদ ধরে রাখার জন্যে টাকা থাকতে হবে তাঁর; এত টাকা, যা সহজে মানুষের কল্পনায় ধরা দেয় না।'

'তাঁর ভাই রেড ড্রাগন অর্গানাইজেশনটা চালায়। মিস্টার টাসকান যে পরিমাণ টাকা চান তা ওই অর্গানাইজেশনের আছে। কারণ ওরাই তো ভেনিজুয়েলার ড্রাগ আর গ্যাম্বলিং ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে–আর কে না জানে যে দেশটার প্রায় সব টাকাই তো এই দুই ব্যবসায় খাটছে।

'ভাই রাজিক টাসকান লিভার ক্যানসারে মারা যাচ্ছেন। আর বোধহয় দু'হপ্তার বেশি টিকবেন না তিনি...বড় জোর। র‍্যামেজ তাঁর

ছেলে, অত্যন্ত বুদ্ধিমান আর যোগ্য উত্তরাধিকারী। এই ছেলে যতদিন বেঁচে থাকবে, রেড ড্রাগন দখল করার কোন আশা নেই মিস্টার টাসকানের।

'আপনিও জানেন, র‍্যামেজকে খুন করা পানির মত সহজ একটা কাজ। মিস্টার টাসকান একবার শুধু যদি আমাকেও বলতেন, আমি তাকে মেরে ফেলতে পারতাম। কিন্তু এটা তাঁর কাজের ধারা নয়।

'যেহেতু লাখ লাখ বোকাসোকা, অভুক্ত কৃষক তাঁকে ঈশ্বর বলে জানে, আর যেহেতু তিনিও নিজেকে ঈশ্বর বলে ভাবতে শুরু করেছেন, তাই চান না লোকে জানুক তাঁর হাতে রক্ত লেগেছে। প্রবীণ হিসেবে পরিচিত দশজন লোক আছে লিটল ব্রাদার-এ, মিস্টার টাসকান তাদেরকে সমীহ্ করে চলেন—ভয়ও পান। তাদের ক্ষমতা আছে, একজোট হলে তাঁকে অবসর নিতে বাধ্য করতে পারে। এই প্রবীণরা কোন অবস্থাতেই কোন হত্যাকাণ্ড মেনে নেবে না, তবে প্রতিশোধ মেনে নেবে। এটা তাদের ঐতিহ্যের একটা অংশ।'

দূর সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকল কোলামবি, চাঁদের আলোয় ঝিলমিল করছে। তারপর আবার শুরু করল সে।

'কাজেই, মিস্টার টাসকানের সমস্যা ছিল কীভাবে র‍্যামেজকে খুন করবেন। পথের কাঁটা র‍্যামেজকে সরিয়ে দিতে পারলে রেড ড্রাগন হয়ে উঠবে মোটাতাজা একটা শরীর, মাথাবিহীন। তখন মিস্টার টাসকানকে প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণ করার জন্যে যত টাকা লাগে তা শুধু ওই মাথাবিহীন শরীরে হাত ঢুকিয়ে বের করে নিতে হবে।

'তো কী করলেন তিনি? র‍্যামেজকে বিদায় করার একটা বুদ্ধি বের করলেন, সেই বুদ্ধিতে তাঁর উত্তরাধিকারী সালজারকে কঠিন পাত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার উপাদানও থাকল। কী করতে হবে জানিয়ে দেয়া হলো সালজারকে। মিস্টার টাসকান যখন কাউকে কিছু করতে বলেন, কাজটা তাকে করতে হয়।

'মিস্টার টাসকান একটা মেয়েকে খুঁজে বের করলেন। সালজার তাকে নিয়ে এদিক-সেদিক বেড়াতে লাগল। এক সময় প্রবীণদেরকে

বিশ্বাস করানো হলো, সালজার মেয়েটিকে ভালোবাসে। আমি জানি মেয়েটিকে সহ্যই করতে পারত না সালজার, কিন্তু বাপের নির্দেশ মুখ বুজে পালন করতে হয়েছে তাকে।

'ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করার পর মেয়েটিকে কোন একটা ড্রাগসের হেভি ডোজ দিয়ে মেরে ফেলা হয়। মারা যাবার সামান্য আগে ডিয়েট্রিচ তার গালে রেড ড্রাগনের ছাপ মেরে দেয়, ওটা মিস্টার টাসকানের ভাইয়ের অফিস থেকে চুরি করা হয়েছিল।

'প্রবীণদের ডেকে মেয়েটির লাশ দেখালেন মিস্টার টাসকান। তাদেরকে বললেন, রেপ করার পর মেয়েটির মুখে ছাপ মেরে দিয়েছে র‍্যামেজ—সালজারের প্রতি একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে।

'প্রবীণরা বিশ্বাস করল। তারা রায় দিল, র‍্যামেজের ওপর প্রতিশোধ নেবে সালজার। তারা জানত মিস্টার টাসকান তাঁর লোকজনকে সংকেত দেয়া মাত্র র‍্যামেজ মারা যাবে, তবে সেটা হবে খুন। কিন্তু তাকে যদি সালজার মারে তা হলে সেটা হবে প্রতিশোধ।

'কাজেই মিস্টার টাসকানকে একটা নাটকের আয়োজন করতে হলো। তিনি জানতেন র‍্যামেজকে খুন করার জন্যে ছেলেকে রাজি করাতে পারবেন না। সালজার একটা পর্যায় পর্যন্ত জী-হুজুর টাইপের, কিন্তু খুন করতে বললে বেঁকে বসবে।

'কাজেই আপনাকে জড়ানো হলো। আমাকেও জড়ানো হলো। কিন্তু সালজার পালিয়ে গিয়ে সব ভণ্ডুল করে দিয়েছে।'

'এখন তা হলে কী হবে?' জানতে চাইল রানা।

'পালিয়ে গিয়ে নিজের চরম বিপদ ডেকে এনেছে সালজার। সঙ্গে মেয়েটিরও। ইতিমধ্যে প্রবীণরা তার কাণ্ড জেনে ফেলেছে। নিজেদের বুড়ো আঙুল নিচু করেছে তারা। মিস্টার টাসকান এখনও যদি বস্ থাকতে চান, তাঁকেও বুড়ো আঙুল নীচের দিকে তাক করতে হবে।

'আমার ধারণা, র‍্যামেজ আপাতত নতুন জীবন ফিরে পেল; তার বদলে এখন খুলি ওড়ানো হবে সালজারের। পরে মিস্টার টাসকান র‍্যামেজকে সরিয়ে দেয়ার অন্য কোন ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবেন। তাঁর মাথায় নতুন নতুন আইডিয়ার কোন অভাব নেই।'

'কী ঘটবে, টাসকান যদি মুখ থুবড়ে পড়ে মারা যায়?' জানতে চাইল রানা।

'মুখ থুবড়ে তিনি পড়বেন না। অত্যন্ত শক্ত ধাতুতে গড়া, টিকে থাকতে এসেছেন।'

'কিন্তু ধরো পড়ল। কী ঘটবে?'

আড়ষ্ট হয়ে গেল কোলামবি। মেসেজটা পেয়ে গেছে সে। 'সালজার দায়িত্ব বুঝে নেবে। তাতে কৃষকদের যে খুব একটা ভালো হবে, তা নয়, তবে বেঁচে থাকবে তারা। কিন্তু মিস্টার টাসকান পড়বেন না।'

একটু পর জবাব দিল রানা। 'আমার ধারণা এবার তার পড়ার সময় হয়েছে।'

পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা।

'এটা করা সম্ভব নয়, মিস্টার,' বলল কোলামবি, মাথা নাড়ছে। 'ইতিমধ্যে মিস্টার টাসকান বুঝে ফেলেছেন অপারেশনটা ভেস্তে গেছে। এখন তাঁকে দক্ষ একদল বডিগার্ড সারাক্ষণ ঘিরে রাখছে–ঠিক এই পরিস্থিতি সামলাবার জন্যে ট্রেনিং পেয়েছে তারা। চিন্তাটা মাথা থেকে বের করে দিন, মিস্টার।'

'তুমি আমার সঙ্গে আছ কিনা বলো?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'নাকি কখন কেউ এসে জান কবচ করবে তার অপেক্ষায় থাকবে?'

'কীসের বিরুদ্ধে লাগতে যাচ্ছেন আপনার কোন ধারণা নেই, মিস্টার।'

'বাঁচার চেষ্টা করবে, এটুকু সাহসও নেই তোমার? তোমার এখানে হারাবার আছেটা কী?'

ইতস্তত করছে কোলামবি। 'আপনার প্ল্যানটা বলুন।'

'প্ল্যান হলো: আমার আগে টাসকান মারা যাবে।'

'কীভাবে তাঁকে আপনি খুন করবেন, শুনি? আপনার কাছে তো কোন অস্ত্রই নেই।'

'খুঁটিনাটি এখনও ঠিক করিনি।'

'বেশ, আপনি তাঁকে খুন করবেন। তিনি কিন্তু জানেন যে আপনি তাঁকে মারতে যাবেন। সানশাইন হোটেলে বসে বডিগার্ডদের

সঙ্গে প্ল্যান তৈরি করছেন কীভাবে ঠেকানো হবে আপনাকে। আমি জানি, তিনিও জানেন–স্যুইটের ব্যালকনিতে বসে থাকার সময় তাঁকে মারার প্ল্যান করেছেন আপনি, তাই না? ব্যবহার করবেন রাস্তার ওপারের অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকটা।'

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ।'

'তিনিও ঠিক ধরবেন। এই মুহূর্তে হয়তো ওই অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে গিজগিজ করছে সশস্ত্র লোকজন। আপনি ওটার একশো গজের মধ্যেও যেতে পারবেন না। একমাত্র ওই জায়গা থেকেই তাঁর নাগাল পাওয়া সম্ভব, কাজেই জায়গাটাকে নিরাপদ বানানো হবে।'

নিচু পাঁচিল থেকে নেমে কয়েক পা হাঁটল রানা। 'জায়গাটা আরেকবার দেখতে যাচ্ছি আমি, তুমি আসছ?'

'হারাবার কী আছে আমার? এখনও মনে করি এটা আপনার পাগলামি, তবে খুন হবার জন্যে এখানে বসে থাকার চেয়ে কারও পাগলামি দেখা মন্দ কী।'

'সঙ্গে টাকা আছে?'

'নীচে আছে, চার-পাঁচশো ডলার।'

'তাতেই চলবে।'

দশ মিনিট পর ওদেরকে নিয়ে শহরের দিকে ছুটল রানার মার্সিডিজ।

*

রানা আর কোলামবির হাতে একটা করে খালি সুটকেস রয়েছে। প্যারাসিটি বিচ লাক্সারি হোটেলের ক্লার্ক কিছু সন্দেহ করল না।

তিনতলায় পাশাপাশি দুটো কামরা দেওয়া হলো ছুটি কাটাতে আসা সম্মানী দুই পর্যটককে। রানা আর কোলামবি খাতায় নাম লেখাল–কিথ সিলভারস্টার আর নেলসন মারফি।

রানার কামরায় একটাই চেয়ার, কোলামবিকে সেটায় বসতে দিয়ে নিজে বিছানায় বসল রানা, শুতে যাওয়ার আগে দু'একটা কথা বলে নিচ্ছে।

এখানে আসার পথে সানশাইন হোটেল আর অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকটাকে পাশ কাটিয়ে এসেছে ওরা। রাস্তায় ট্রাফিক বেশি থাকায়

জ্যাম লেগে যায়, ভাগ্য ভালো হওয়ায় লাগেও সেটা ওই অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের ঠিক সামনেই। বিল্ডিংটাকে ভালো করে দেখেছে রানা।

অ্যাপার্টমেন্টগুলোর দু'পাশের ফুটপাতে অনেক গাড়ি পার্ক করা রয়েছে। রাত অনেক হয়েছে, মাত্র একটা গাড়িতে দু'জন লোককে বসে থাকতে দেখল রানা। ব্লক-এর প্রবেশপথ অন্ধকারে ঢাকা, দেখে মনে হলো না ওদিকে কেউ টহল দিচ্ছে।

ব্লক-এর বাম দিকে একটা বিল্ডার'স ক্রেন, ওটার ইস্পাতের বাহু উপর দিকে লম্বা হয়ে টপ ফ্লোর পর্যন্ত পৌঁছেছে, পজিশন নিয়েছে ঠিক ছাদের উপর। ক্রেনের পাগুলো পরিত্যক্ত, খালি একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, নীচের দিক ঝোপ-ঝাড় আর আগাছায় ঢাকা। কাছাকাছি একটা সাইনবোর্ড দেখা গেল, তাতে লেখা রয়েছে: এই জায়গায় অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক তৈরি করা হবে।

'দেখে কী মনে হলো, মিস্টার?' জানতে চাইল কোলামবি।

'ক্রেনে চড়ব আমি।'

হাঁ করে তাকিয়ে থাকল কোলামবি। 'অসম্ভব! কী করে? ওটা বিশতলা উঁচু। তা ছাড়া, ভেবেছেন মিস্টার টাসকানের বডিগার্ডরা ওটার ওপর চোখ রাখবে না?'

'রাখবে তো,' বলল রানা। 'এক কি দু'জন লোক ওই খালি জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে, লক্ষ রাখবে কেউ যাতে ক্রেনটার কাছে ঘেঁষতে না পারে।' কোলামবির দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল রানা। 'ওদেরকে আমরা অচল করে দেব, তারপর ক্রেন বেয়ে উঠব আমি।'

'আমার কাছে অবাস্তব মনে হচ্ছে, মিস্টার। অত ওপরে আপনি উঠতে পারবেন না। তার আগেই ওরা আপনাকে দেখে ফেলবে।'

'আমি শুচ্ছি। কাজটা আমরা কাল রাতে করব। ততক্ষণে পাহারাও অনেক ঢিলেঢালা হয়ে যাবে। কাজটায় ঝুঁকি আছে, তবে এ ঝুঁকি নিতে হবে আমাকে।'

সকালে দরজায় কোলামবির ধাক্কা আর চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল

রানার। 'উঠুন, কিথ! টেলিভিশন খুলুন!'

দরজা খুলল রানা। 'টেলিভিশনে কী?' চোখে এখনও ঘুম লেগে রয়েছে।

'বলুন কী নয়!' রানাকে পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকল কোলামবি, ওর কামরার টিভিটা অন করে স্থানীয় একটা চ্যানেল ধরল। দেখা গেল খবর প্রচার হচ্ছে।

'...মিস্টার টমাস কোলরিজ দাবি করছেন খুনটা তিনি নিজের চোখে ঘটতে দেখেছেন,' পড়ে যাচ্ছে খবর পাঠক। 'দেখার পর পুলিশে ফোন করতে আসেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে রওনা হয়ে যায় পুলিশ। কিন্তু ঘটনাস্থলে লাশগুলো পাওয়া যায়নি। এমন কোন প্রমাণও পাওয়া যায়নি যা দেখে বোঝা যায় ওখানে কোন রকম গোলাগুলি-রক্তপাত হয়েছে। পুলিশ চিফ জিম ফেয়ারওয়েল ইঙ্গিত দিয়েছেন, ব্যাপারটা ভুয়াও হতে পারে। এখানে আমাদের স্টুডিওতে মিস্টার টমাস কোলরিজ উপস্থিত রয়েছেন।

'মিস্টার কোলরিজ, আপনি নিজেকে একজন বার্ডওয়াচার বলে পরিচয় দিচ্ছেন, বলছেন প্রায়ই খুব ভোরবেলা সাইপ্রেস জলায় যান ওয়াইল্ড লাইফ দেখতে। ঠিক?'

ক্যামেরা টমাস কোলরিজের দিকে ঘুরে গেল। আধাবয়সী এক নিগ্রো, কণ্ঠস্বর শুনে মনে হলো গলার ভিতর ইঁট ভাঙা হচ্ছে: 'হ্যাঁ। পুলিশ কী বলল না বলল তার আমি এক পয়সাও দাম দিই না। আমি খুন হতে দেখেছি, ব্যস! বিনকিউলার নিয়ে একটা গাছের ওপর ছিলাম, এই সময় ওদের দু'জনকে দেখতে পাই...'

'এক সেকেন্ড, প্লিজ, মিস্টার কোলরিজ। যে দু'জনকে আপনি দেখলেন তাদের চেহারার বর্ণনা দিতে পারবেন?'

'কেন পারব না? পুলিশকে তো জানিয়েছি। এক তরুণ আর এক তরুণী। তরুণকে দৈত্য বললেই হয়। আমার তো মনে হলো সাত ফুটের কম হবে না—একহারা গড়ন, কালো সুতি ট্রাউজার পরে ছিল। মেয়েটির মাথায় সোনালি চুল, খুবই সুন্দরী দেখতে, সাদা স্ল্যাকস আর সাদা ব্রা পরে ছিল। বিশেষ করে চোখে পড়ে তার চুল, ছেলেদের মত ছোট করে ছাঁটা।'

‘ওই জলায় সাধারণত মানুষজন যায় না, ওরা ওখানে কী করছিল?’

‘ওদেরকে আমি বালির ওপর দিয়ে দৌড়াতে দেখি। মেয়েটির হাত ধরে, তাকে প্রায় টেনে নিয়ে যাচ্ছিল ছেলেটি...’

‘মিস্টার কোলরিজ, আন্দাজ করে বলুন, ওদের কাছ থেকে কত দূরে ছিলেন আপনি।’

‘কত দূরে? পাঁচশো গজ, কিংবা আরও একটু বেশি। আমি অত্যন্ত শক্তিশালী দূরবীন ব্যবহার করি।’

‘সৈকত ধরে ছুটছিল তারা। আপনার কি এ-কথা মনে হয়েছে যে কারও কাছ থেকে পালাচ্ছিল?’

‘অবশ্যই মনে হয়েছে। আতঙ্কিত দেখাচ্ছিল দু’জনকে। প্রাণ হাতে করে ছুটছিল।’

‘তারপর কী হলো, মিস্টার কোলরিজ?’

‘তারা গুলি খেল। মাত্র দুটো গুলির আওয়াজ পাই আমি। প্রথম গুলিটা লাগে মেয়েটিকে। ওটা ছিল সরাসরি হেড শট। পড়ে গেল সে, শরীরটা গড়িয়ে সাগরের ফেনায় গিয়ে থামল। ছেলেটি তার পাশে হাঁটু গাড়ল, এই সময় হলো দ্বিতীয় গুলিটা। এটাও সরাসরি হেড শট। রক্তের স্প্রে পর্যন্ত দেখেছি আমি। মেয়েটির গায়ে মুখ দিয়ে পড়ে গেল সে। এরকম নারকীয় দৃশ্য কখনও দেখব বলে কল্পনা করিনি।’

‘তারপর, মিস্টার কোলরিজ? আপনি কী করলেন? খুনিকে আপনি দেখতে পাননি?’

‘না, তাকে আমি দেখিনি, তবে গুলির আওয়াজ শুনে মনে হয়েছে আমার কাছ থেকে খুব দূরে ছিল না সে। বুঝতেই পারছেন, আমি খুব ঘাবড়ে যাই। পাঁচ কি ছয় মিনিট পর গাছ থেকে নেমে আসি। কাছাকাছি ফোনের ধারে পৌঁছাতে আধ ঘণ্টার মত লেগে যায়। পুলিশ আসতে আরও কিছু সময় বেরিয়ে যায়। ওদেরকে নিয়ে অকুস্থলে যাই আমি।’

‘গিয়ে কী দেখলেন?’

‘দেখলাম কোন লাশ নেই, পায়ের ছাপ নেই, কিছুই নেই।

পুলিশ ভাবছে আমি একটা পাগল, কিন্তু...'

টেলিভিশন বন্ধ করে দিল রানা।

শান্ত সুরে কোলামবি বলল, 'আমি তো বলেইছিলাম, মিস্টার...দুঃখিত।'

বিছানায় শুয়ে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। ওর বিশ্বাস, খবরটা ভুয়া, টাসকান তৈরি করেছে। নিজ এজেন্সির শাওনের প্রতি যথেষ্ট আস্থা আছে ওর, জানে যেভাবেই হোক সালজার আর টুইংকল্‌কে উদ্ধার করবে সে। তারপর চোখ বুজে বলল, 'তুমি এখন যাও, কোলামবি। আমি আরেকটু ঘুমাব।'

'আমিও তা হলে নাক ডাকাই গে!' চলে গেল কোলামবি।

কোলামবি চলে যেতে ইন্টারকমের বোতাম টিপে রুম সার্ভিসকে ডেকে কফি চাইল রানা।

চোখ দুটো উজ্জ্বল, নিগ্রো একটা ছেলে কফির ট্রে নিয়ে এল। ট্রেটা টেবিলে রাখছে সে, রানা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'বিশ ডলার বকশিশ চাও?'

ছেলেটার চোখ গোল হয়ে গেল। 'চাই না আবার!'

'আশপাশে স্পোর্টস-এর স্টোর আছে কিনা জানো?'

'স্পোর্টসের দোকান? হ্যাঁ...রাস্তার শেষ মাথায়।'

'আমার লেভিসন থ্রোইং নাইফ চাই। দুটো। একেকটার দাম পড়বে একশো ডলার। কিনে আনো, বকশিশ পাবে বিশ ডলার।'

চোখে-মুখে খানিকটা অস্বস্তি নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল ছেলেটি। 'থ্রোইং নাইফ?'

'হ্যাঁ। পারবে?'

মাথা ঝাঁকাল ছেলেটি। রানাকে খুঁটিয়ে দেখছে।

মানি ব্যাগ খুলে ছেলেটার হাতে একশো ডলারের দুটো নোট ধরিয়ে দিল রানা। ডলারগুলো কোলামবির। 'ছুরি দুটো তুমি আমাকে যখন দেবে তখন আশপাশে যেন কেউ না থাকে, ঠিক আছে? তা হলে আরও মোটা বকশিশ পাবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে টাকা নিয়ে চলে গেল ছেলেটি।

কাপে কফি ঢালছে রানা।

চোদ্দো

প্যারা সিটির মর্গ। পাশাপাশি দুটো বেডে লাশ হয়ে পড়ে আছে সালজার আর টুইংকল্, পা থেকে মাথা পর্যন্ত সাদা চাদরে ঢাকা।

হার্নান্দো টোপাজের সঙ্গে লিটল ব্রাদার্স-এর আরও কয়েকজন প্রবীণ কর্মকর্তা রয়েছে মর্গের ভিতর। চাদর তুলে তাদেরকে ছেলে সালজার আর টুইংকলে্র লাশ দেখানোর পর অসুস্থ হয়ে পড়ল বেনিডিকটাস টাসকান। তার অতিথিরা ভাল করে পরীক্ষা করল লাশ দুটো, বিশেষ করে সালজারেরটা। তাদের মনে কোন সন্দেহ থাকল না যে মারা গেছে সালজার। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঘুরে দাঁড়াল তারা, মর্গ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

তাদেরকে বিদায় জানাবার জন্য মর্গ থেকে বেরিয়ে এল টাসকানও। ঠিক সেই মুহূর্তে আরেক দরজা দিয়ে কয়েকজন নার্স আর একজন ডাক্তার ঢুকল মর্গে। চাকা লাগানো বেড দুটো দ্রুত বের করে নিয়ে গেল তারা। রানা এজেন্সির অপারেটর ওরা, খবর নিয়ে জেনেছে বিশেষ ধরনের একটা অ্যানেসথেটিক ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে সালজার আর টুইংকল্কে। সেই ওষুধের গুণে কিছুক্ষণের জন্য ওদের হার্ট পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

'টাসকান মুখ থুবড়ে পড়ার পর কী করবে তুমি?' হঠাৎ জানতে চাইল রানা, কোলামবির রুমে একটা চেয়ারে বসে রয়েছে।

চোখ খুলে নিজের চেয়ারে সিধে হয়ে বসল কোলামবি। রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এটা আপনার রঙিন স্বপ্ন, মিস্টার।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ইচ্ছে না হলে জবাব দিয়ো না।'

কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর কোলামবি বলল, 'সেক্ষেত্রে কারাকাসে ফিরে যাব আমি, বউ আর বাচ্চাদের কাছে।'

'তোমার তা হলে বউ-বাচ্চা আছে?'

'হ্যাঁ...চারটে বাচ্চা...তিনটে ছেলে আর একটা মেয়ে।'

'সালজার মরল, টাসকান মরল, এরপর কী হবে?'

'আমার ধারণা মিস্টার টোপাজকে বস্ বানানো হবে। আর তেমন কেউ নেই।'

'কেমন লোক সে?'

'বুদ্ধি কম, তবে শান্তিপ্রিয়।'

'তোমাকে দেখবে সে?'

'আমাকে তাঁর দেখতে হবে না। আমাকে তিনি বিরক্ত না করলেই হবে। দেশে আমার একটা ফার্ম আছে। আমার স্ত্রী ওটা দেখাশোনা করে। আমি যদি তাকে সাহায্য করি, সোনা ফলবে।'

'তারমানে প্ল্যান করার মত কিছু একটা আছে তোমার? আছে সুন্দর একটা ভবিষ্যৎ?'

সিগারেট ধরাল কোলামবি। 'তা বলতে পারেন।'

টুইংক্ল মারা গেছে শোনার পর থেকে একটা প্রশ্ন বিরক্ত করছে রানাকে। 'লাশ নিয়ে কী করবে ওরা?'

'টুইংক্লকে জলায় ফেলে দেবে। সালজারকে প্লেনে তুলে কারাকাসে নিয়ে যাওয়া হবে। মিস্টার টাসকান ফিউনেরালের ব্যবস্থা করবেন। মানুষকে কবর দিতে ভালোবাসেন তিনি।'

'তাকেও কবর দিতে ভালো লাগবে অনেকের।'

সারাটা দিন কোলামবির ঘরেই সময় কাটাল ওরা। দুপুরে টিভির খবর শুনল, তাতে বলা হলো টমাস কোলরিজের দেখা জোড়া খুন সম্পর্কে নতুন আর কিছু জানা যায়নি। নিখোঁজ লোকজন সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিচ্ছে পুলিশ, তবে এখন পর্যন্ত এমন কারও সন্ধান পাওয়া যায়নি যাদের সঙ্গে কোলরিজের দেওয়া বর্ণনা মেলে। খবর পাঠকের বাচনভঙ্গিতে আভাস পাওয়া গেল, টমাস কোলরিজকে পাগল বলে মনে করছে সে।

রাত দশটার দিকে হোটেল ছাড়ল ওরা। মার্সিডিজটা কোলামবি

চালাচ্ছে। রানার নির্দেশে একটা সেলফ-সার্ভিস স্টোরের সামনে থামল সে। একজোড়া লেদার গ্লাভ কিনল ও, ক্রেন বেয়ে ওঠার সময় দরকার হবে। আরও নিল এক ডজন স্যান্ডউইচ আর ফ্যামিলি সাইজ একটা কোক। এগুলো ভরার জন্য ছোট একটা রাকস্যাক কিনতে হলো।

এরপর সানশাইন হোটেলের দিকে রওনা হবে ওরা। এটা বিপজ্জনক এলাকা। টাসকানের লোকজন রানার মার্সিডিজ চেনে, তাই রেন্ট-আ-কার অফিসে গিয়ে গাড়িটা বদলে একটা পুরানো ক্যাডিলাক নিল রানা।

প্যারাডাইস বুলেভার্ড শুরু হতে যাচ্ছে দেখে কোলামবিকে গাড়ি পার্ক করতে বলল রানা। এখান থেকে আধমাইল দূরে সানশাইন হোটেল, এটুকু হেঁটে যাবে ওরা।

'তুমি আমার পিছু নেবে দশ মিনিট পর,' কোলামবিকে বলল রানা। আগেই ঠিক হয়েছে, ক্রেনের কাছে প্রথমে রানা একা যাবে।

বুলেভার্ডে এই মুহূর্তে প্রচুর লোকজন, রীতিমত ঠাসাঠাসি ভিড় লেগে আছে। এই ভিড়ের ভিতর হারিয়ে যাওয়া সহজ। এক দোকানে ঢুকে ছোট দেখে একটা নাইট গ্লাস কিনল রানা।

তিন মিনিট হাঁটতেই সানশাইন হোটেলটা রানার দৃষ্টিসীমায় চলে এল। রেইল ধরে ফুটপাতের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে অনেক মানুষ, সৈকত আর সাগরের দিকে তাকিয়ে অসংখ্য নারী-পুরুষের স্নান দেখছে।

ওখানে একবার থেমে রানা দেখল টাসকানের হোটেল স্যুইটে আলো জ্বলছে।

এরপর অত্যন্ত সাবধানে ভিড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে ঢুকল রানা। এখানে যদি কাউকে দেখতে পায়, নিশ্চয় টাসকানের একজন বডিগার্ডই হবে সে। হাতে ছুরি নিয়ে তৈরি হয়ে আছে রানা।

তবে আশপাশে কেউ আছে বলে মনে হলো না। সময় নিয়ে, সাবধানে এগোচ্ছে ও। এক সময় ক্রেনের ইস্পাতের পাগুলো দেখতে পেল। চারপাশে কোথাও কেউ নেই।

মুখ তুলে ক্রেনটার মাথার দিকে তাকাল রানা। বাহুটা ওর মাথার অনেক উপর ঝুলে রয়েছে, রাতের আকাশে অস্পষ্টভাবে আঁকা।

টাসকানের লোকজন নিজেদের দায়িত্ব ঠিকমত পালন করছে না। রানা ভবল, ক্রেনটা আসলে তাদের কাছে কোন হুমকি বা ঝুঁকি বলে মনে হয়নি। সম্ভবত ক্রেনটা চেক করে গেছে তারা, সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে এটা বেয়ে উপরে ওঠা কারও পক্ষে সম্ভব নয়, কাজেই এখানে পাহারা বসানোর কোনও মানে হয় না।

ঝোপ-ঝাড় আর মেঠো পথ পার হয়ে অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে ফিরে এল রানা, তারপর ছায়ায় বসে অপেক্ষায় থাকল।

দশ মিনিট পর একটা ছায়ামূর্তিকে হেঁটে আসতে দেখল রানা, হাতে একটা সুটকেস রয়েছে। নরম গলায় ডাকল তাকে। ছায়ার ভিতর চলে এল সে।

'কেউ নেই এদিকে,' বলল রানা।

রানার পাশে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল কোলামবি, ক্রেনের লম্বা বাহুটা দেখছে। 'না থাকারই তো কথা। ট্রেনিং ছাড়া অত উঁচুতে কারও পক্ষে ওঠা সম্ভব নয়। আপনার পক্ষেও নয়।'

লেদার গ্লাভস বের করে পরল রানা।

'আমার কাছে একটাই পিস্তল,' বলল কোলামবি। 'বুঝতেই পারছেন...'

'জানি, ওটা তোমারই লাগবে।'

'তা হলে? তাঁকে আপনি মারবেন কীভাবে?'

'বুড়ো শকুনটাকে আমি পিটিয়ে মারব,' বলল রানা। 'তুমি তোমার স্ত্রী আর বাচ্চাদের কাছে ফিরে যাও, কোলামবি। তোমার একটা ভবিষ্যৎ আছে। সেটা উপভোগ করো।'

অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় পরস্পরের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল ওরা।

'বিদায়, মিস্টার,' বলল কোলামবি। 'আশা করি, প্রার্থনাও করি, ওপরে উঠতে পারবেন আপনি।'

তারপর অন্ধকারে মিলিয়ে গেল সে।

রানা এখন একা।

ক্রেন বেয়ে ওঠার আগে হাতঘড়ি দেখল রানা। রাত এখন দশটা চল্লিশ। সানশাইন হোটেলটার দিকে তাকাল। আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে বিশাল ভবন। টাসকানের স্যুইট টপ ফ্লোরে।

রাতটা গরম। সম্ভাবনা আছে ব্যালকনিতে দু'একবার বেরুবে টাসকান। তবে ভাগ্যের সহায়তা পেতে হবে ওকে। স্যুইটে টাসকান না-ও থাকতে পারে। তবে না থাকলে আলো জ্বলবে কেন?

ক্রেনটার ইস্পাতের কাঠামোয় উঠে এল রানা। উপরে ওঠা সহজই লাগছে ওর। এখন শুধু কাজটায় লেগে থাকা। ভবনটার পাঁচতলা সমান উঁচুতে উঠে এসে নীচে একবার তাকাল ও।

নীচে কেউ নেই।

আকাশে প্রচুর কালো মেঘ জমেছে। রাতের কোন এক সময় বৃষ্টি হবে। খুশি হলো রানা। আকাশে এরকম মেঘ থাকলে চাঁদটা বেশির ভাগ সময় আড়ালে থাকবে। তখন কেউ ক্রেনের দিকে তাকালেও দেখতে পাবে না ওকে।

বিশ্রাম নেওয়ার জন্য ক্রস বারে থামল রানা। ক্লান্ত অবস্থায় ছাদে পৌঁছে যদি টাসকানের একজন বডিগার্ডের সামনে পড়ে যায়, তার পরিণতি ভালো হবে না।

পেশি শিথিল করে দিয়ে সানশাইন হোটেলটা দেখছে রানা। টপ ফ্লোরের পাঁচটা ব্যালকনিতে এক বা একাধিক লোক আছে। এই লেভেল থেকে কোনটা যে টাসকানের স্যুইট, নিশ্চিত হতে পারছে না রানা। শেষ প্রান্ত থেকে গুণল ও, সিদ্ধান্তে পৌঁছাল তৃতীয় ব্যালকনি স্যুইটটা নিশ্চয়ই টাসকানের। ব্যালকনিতে নয়, আলো জ্বলছে সংলগ্ন কামরায়। জানালায় ভারি পরদা থাকায় ব্যালকনিতে আলোর কোন আভাও নেই।

টপ ফ্লোরের প্রতিটি ব্যালকনি প্রায় বিশ ফুট লম্বা হবে, দুই প্রান্তে একটা করে দুটো সাদা পিলার আছে—সম্ভবত শ্বেতপাথরের।

পাঁচ মিনিট বিশ্রাম নেওয়ার পর আবার উঠছে রানা। দশতলায়

পৌঁছে আরেকবার বিশ্রাম। নীচে ঝাঁক ঝাঁক হেডলাইট দেখতে পাচ্ছে ও, বুলেভার্ডে জ্যাম লেগে থাকা ট্রাফিক কাছিমের মত ধীরগতিতে এগোচ্ছে।

ওর ডান দিকে কোন বাধা নেই, সৈকত আর সাগর দেখা যাচ্ছে দূরে। এত রাতেও অনেক মানুষ সাঁতার কাটছে। সৈকত প্রায় পুরোটাই ফ্লাডলাইটের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে।

পনেরোতলার সমান উপরে উঠে এল রানা। গ্লাভস পরে থাকার বুদ্ধি মাথায় আসায় খুশি ও। এমনকী ওগুলো পরে থাকা সত্ত্বেও হাতের চামড়া ছড়ে যাচ্ছে, ফোসকা পড়ছে। অনবরত ইস্পাতের বিম ধরা, তারপর নিজেকে টেনে উপরে তোলা অত্যন্ত পরিশ্রমের কাজ। কাজটা ধীরে ধীরে করছে বলে, যদিও গরমে ঘামছে, এখনও হাঁপিয়ে ওঠেনি ও। এটাকে রানা যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে। তাই আবার বিশ্রাম নিল।

রানা খেয়াল করল হোটেলটার টপ ফ্লোরের দুটো স্যুইটের আলো নিভে গেল। তবে এখন যেটাকে প্রায় নিশ্চিতভাবে টাসকানের স্যুইট বলে মনে করছে সেটার আলো ঠিকই জ্বলছে।

আরও খানিকটা উপরে ওঠার পর ক্রেনের ঝুলন্ত বাহুর গোড়ায় পৌঁছাল রানা, ফলে এই মুহূর্তে হোটেলটার টপ ফ্লোরের সঙ্গে একই লেভেলে রয়েছে ও। তবে টাসকানের ব্যালকনিতে পৌঁছাতে হলে ক্রেনের ক্যাবে ঢুকে ঝুলন্ত বাহুটাকে খানিক ঘোরাতে হবে। কালো মেঘগুলো হঠাৎ করেই ঢেকে ফেলল চাঁদটাকে, টাসকানের ব্যালকনি অন্ধকারে পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেল।

ক্রেনের ক্যাবে ঢুকে লিভার ঘোরাল রানা, ঝুলন্ত বাহুটাকে সাবধানে টাসকানের ব্যালকনির দিকে ঘোরাল। তারপর ক্যাব থেকে বেরিয়ে এল।

চওড়া ধাতব বাহুটার গোড়ায় পৌঁছে আবার বিশ্রাম নিচ্ছে রানা। দূরে বিদ্যুৎ চমকাল। আকাশ ঢেকে রাখা মেঘের রাজ্য মুহূর্তের জন্য আলোকিত হয়ে উঠতে দেখল ও। মেঘ ডাকার গুরুগম্ভীর আওয়াজ ভেসে এল কিছুক্ষণ পর। এদিকের আবহাওয়া সম্পর্কে ধারণা আছে ওর–আর এক ঘণ্টার মধ্যে বৃষ্টি শুরু হবে।

নীচের অন্ধকারে তাকাল রানা। কিছুই দেখা যায় না।

রানার ধারণা, টাসকানের সঙ্গে স্যুইটে এখন কমপক্ষে তার অতি বিশ্বস্ত দুই ভক্ত, তথা গার্ড আছেই।

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল রানা, চোখে নাইট গ্লাস সেঁটে তাকিয়ে আছে আর কান পেতে শুনছে। কোথাও থেকে কোন শব্দ আসছে না। কোথাও কিছু নড়ছে বলেও মনে হচ্ছে না।

তবে একই ফ্লোরের অন্যান্য স্যুইট ইতিমধ্যে অন্ধকার হয়ে গেছে। টাসকানের ব্যালকনি পুরোপুরি অন্ধকার, সেখানে কেউ থাকলেও দেখতে পাওয়া যাবে না। আছে নাকি? লুকিয়ে?

তৈরি হয়ে সাবধানে এগোল রানা। বাহুটা যথেষ্ট চওড়া হওয়ায় হেঁটে যেতে ওর কোন সমস্যা হচ্ছে না। ঝুলন্ত ক্রেনের বাহুর শেষ মাথাটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। মাঝখানে হাত দুয়েকের একটা ফাঁক, তারপরই টাসকানের ব্যালকনি। ব্যালকনির দু'দিকে দুটো পিলারকে সন্দেহ করছে ও।

ধাতব বাহুর একেবারে শেষ মাথায় এসে দেখল রানা, ফাঁকটা মাত্র হাত খানেক। কাউকে দেখতে পাচ্ছে না ও, কোন নড়াচড়ার আওয়াজ পাচ্ছে না, তারপরও কীভাবে যেন জানে সামনের ব্যালকনিতে ওর জন্য অপেক্ষা করছে বেনিডিকটাস টাসকান তার ভক্ত তথা গার্ডদের নিয়ে। কাজেই তৈরি হয়েই ওখানে নামতে হবে ওকে।

সাদা রেইলিঙে পা রাখল রানা, তারপর ঝুপ করে ব্যালকনির মেঝেতে নামল। হাত দুটো নিতম্বের মাঝখানে, শিরদাঁড়ার শেষ প্রান্তে এক করা।

সঙ্গে সঙ্গে আলোর বন্যায় ভেসে গেল ব্যালকনি। কামরা থেকে ব্যালকনিতে বেরুবার দরজাটা বন্ধ, সেটার সামনে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বেনিডিকটাস টাসকান। সোনালি দাঁত বের করে হাসছে সে। 'আমি নিজের হাতে তোমাকে মারব, রানা। কারণ তুমি আমার ছেলেকে সরিয়ে ফেলেছ। তুমি আমার শিকার, তাই তোমার দিকে বন্দুক তোলেনি ওরা কেউ।'

'দুঃখিত, মিস্টার,' হেসে উঠে বলল কোলামবি। ডানদিকের

পিলারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল লোকটা।

সরাসরি তাকায়নি রানা, তারপরও অনুভব করল বাম পাশের পিলারের আড়াল থেকেও বেরিয়ে আসছে কেউ একজন। নিশ্চয় রামালুই হবে।

'নিন, মিস্টার টাসকান, আপনি শুরু করুন,' বলল কোলামবি, হাতের পিস্তলটা রানার দিকে তুলছে।

রানার শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। পিছন থেকে বেরিয়ে এসে মাথার পাশে উঁচু হলো ডান হাত। স্যাঁৎ করে ছুটে যাওয়ার সময় আলো লেগে ঝিক করে উঠল থ্রোইং নাইফের রুপালি ফলা। পরমুহূর্তে দেখা গেল পিস্তল ফেলে দিয়ে ছুরির হাতলটা দুই হাতে আঁকড়ে ধরেছে কোলামবি। ফলাটা তার হার্টের ঠিক নীচের দিকটায় গেঁথে গেছে।

এতটুকু বিরতি না দিয়ে বাম দিকে ফিরে দ্বিতীয় ছুরিটাও ছুঁড়েছে রানা। ওর ধারণাই ঠিক, ওদিকের পিলারের পাশে রামালুই বেরিয়ে এসেছে। তারও বুকের বাম দিকে, হার্টের ঠিক নীচের দিকটায় ঢুকেছে ছুরির ফলা। সে-ও পিস্তল ফেলে দিয়ে হাতল আঁকড়ে ধরেছে।

কোলামবি আর রামালু প্রায় নিঃশব্দে ঢলে পড়ল ব্যালকনির মেঝেতে।

কী দেখছে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে টাসকানের, অর্থাৎ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে সে, তাই পালাবার কথাটা মনে পড়ে যেতে একটু দেরি হয়ে গেল তার। ঘুরে দরজাটা খুলতে যাবে, পিছন থেকে বলল রানা, 'আরে, যাও কোথায়?' তারপর তার শার্টের কলারটা ধরে টান দিল।

নিজের দিকে তাকে ঘোরাল রানা, তারপর ঠেলে নিয়ে গিয়ে দেয়ালের সঙ্গে চেপে ধরল। 'এখন শুধু মার হবে!' হিসহিস করে বলল ও। 'ব্যাটা আহাম্মক, কোথাকার কোন্ ভেনিজুয়েলান ডাকাত, নিজেকে তুমি ভেবেছ কী? কেউ তোমাকে শেখায়নি সেরের ওপর সোয়া সেরও থাকে?'

জবাবের অপেক্ষায় না থেকে শুরু করল ও।

সে যে কী মার, বলে বোঝানো যাবে না। একনাগড়ে বিশ-পঁচিশটা ঘুসি মেরে টাসকানের চোয়াল দুটো গুঁড়িয়ে দিল রানা। এক সময় দেখা গেল নাক বলে কিছু নেই তার, পুরো জায়গাটাই দগদগে ক্ষত হয়ে গেছে।

কনুই দিয়ে টাসকানের পাঁজরে একের পর এক গুঁতো মারল রানা, যেন তার ফুসফুসের সমস্ত বাতাস বের করে আনার চেষ্টা করছে।

সবশেষে পায়ের ব্যবহার। লাথির পর লাথি।

টাসকানের একটা চোখ ফেটে গেছে, বাইরেটা টেনিস বলের মত ফুলে উঠেছে। দেয়ালে ঠুকে ফেটে গেছে খুলি। পাঁজরের হাড় ভেঙেছে কম করেও ছয়-সাতটা। বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে না, তবে তার কিডনি দুটোও থেঁতলে গেছে।

দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি নেই টাসকানের। হাত-পায়ের সুখ মেটেনি বলে তাকে ধরে দাঁড় করাচ্ছে রানা, তারপর আরও মারছে।

মনে মনে লোকটার প্রশংসা না করে পারল না রানা। এত মার খাচ্ছে, কিন্তু একবারও প্রাণ ভিক্ষা চায়নি টাসকান। পরিষ্কার জানে, কেন তাকে এভাবে মারা হচ্ছে, কাজটা রানার অনুচিত হচ্ছে, তা-ও ভাবতে পারছে না। এই লোকটার উপর গত কিছুদিন সে কী যে যথেচ্ছাচার করেছে, ভালো করেই জানা আছে তার। কেবল জানা ছিল না এই বিদেশী লোকটার প্রতিহিংসা কী ভয়ংকর হতে পারে। সেটাই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে এখন।

তবে রানাকে বিস্মিত করল লোকটার প্রাণশক্তি। এত মার খেয়েও লোকটা মরছে না! যেন পণ করেছে, মরবে না কিছুতেই।

শেষ মার একটা লাথি। টাসকানকে দাঁড় করাল রানা। 'পড়ে যেয়ো না!' হুকুম করল ও। তারপর দুই-পা পিছু হটল। টাসকান পড়ে যাচ্ছে দেখে দ্রুত ছুটে এসে লাথি মারল তার বুকে।

ছিটকে সাদা রেইলিঙে পিঠ দিয়ে পড়ল টাসকান। মেঝে থেকে শূন্যে উঠে গেল পা দুটো। রেইলিঙের উপর রক্তাক্ত শরীরটা ইতস্তত করল এক মুহূর্ত, তারপর খসে পড়ল নীচে।

***